শ্রীঈশান চন্দ্র বিদ্যারত্ন

প্রণীত।

" সর্ব্বথা ব্যব হর্ত্তব্যং কুতোহ্য বচনীয়তা।
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ॥"

ভবভূতিঃ।

ময়মনসিংহ

আনন্দ যন্ত্রে

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৮।

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১২	মত্ত্য	মর্ত্ত্য
৭	৫	কুহকে	কুহক
৯	১	ত্রিপুরারী	ত্রিপুরারি
৯	৭	স্রোতভবয়ে	স্রোতোব'য়ে
১২	১	টেপাটিপী	টেপাটিপি
১৩	২	ভাবী,দুঃখের	ভাবিদুঃখের
২৪	৯	পাণী	পাণি
২৫	১২	ভান	ভাণ
২৬	১৯	অনায়াশে	অনায়াসে
৩১	১১	বিষবর্ষীবাক্য	বিষবর্ষিবাক্য
৩৬	৪	অণুক্ষণ	অনুক্ষণ
৩৯	৩	দুষ্পুর	দুষ্পূর
৩৯	১৮	পূণ্য	পুণ্য
৩৯	১৫	অবিনাশীচিন্তা	অবিনাশিচিন্তা
৮৩	৭	নির্ব্বাণ (১) এইচিহ্ন পরপংক্তিতে হইবে	
৮৫	১৭	কুল	কূল

বিজ্ঞাপন।

জ্ঞানাঞ্জন পুস্তক বিশেষ অবলম্বন করিয়া লেখা হয় নাই। সময়ই ইহার প্রধান লক্ষ্য। বাল্য যৌবনাদি অবস্থা-ভেদে মানব মণ্ডলীর মনের গতি যেরূপ হইয়া থাকে, সেই সেই সময়ে, যে যে প্রকার আচরণ ও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, জ্ঞানাঞ্জনে তদ্বিষয়ক কর্ত্তব্যোপদেশ-সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, যৌবন-প্রারম্ভে উপদেশাভাবে অনেকের অন্তঃকরণ, অসৎ পথে প্রবৃত্ত হয়; এই জন্য তাদৃশ যুবজনগণকে লক্ষ্য করিয়াই পুস্তকের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে দীর্ঘ সমাস, দুরূহ শব্দ, দূরান্বয় প্রভৃতি, দুর্জ্ঞেয়-রীতি, প্রায়ই অবলম্বিত হয়নাই। ফলতঃ সর্ব্বসাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থ সাধ্যমত যত্ন করা হইয়াছে, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুবিবেচক মহোদয়গণের বিবেচনা সাপেক্ষ।

সম্প্রতি জ্ঞানানুশীলন ও কর্ত্তব্যানুসন্ধান বিষয়ে অনেকের অনুরাগ দর্শনে একান্ত উৎসাহ-প্রেরিত হইয়া আমি এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। সংস্কৃতে এতদ্বিষয়ক অত্যাশ্চর্য্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ সমস্ত প্রচারিত আছে, বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থের বিরল প্রচার দৃষ্টে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশিত হইল। ইহা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ফলোদয় হইলেও শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সহৃদয় মহোদয় নিচয়, স্বাভাবিক উদারতাদি গুণে এতদন্তর্গত ভ্রম প্রমাদাদি দোষে ক্ষমা প্রদর্শন করেন ইহাই বিনীত ভাবে প্রার্থনীয়।

১২৮৪ সাল
ময়মনসিংহ
জেলা স্কুল

শ্রীঈশানচন্দ্র শর্ম্মণঃ
সাং নবদ্বীপ

জ্ঞানাঞ্জন

আভাস।

সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কার্য্যং শরদয়ন দিনং মাসর্ত্তু দণ্ডাদয়ো,
যস্যেচ্ছাতঃ, সমস্তাদ্রবিশশি গমনং স্থূল সূক্ষ্মাত্মকস্য।
বন্দে তং পূজ্য পূজ্যং ত্রিজগদঘহরং ত্রৈলোক্যনাথং বিভুং
সপ্তাহস্কন্দ-বর্ষো গত ইতি গণিত স্বায়ুঃ পুনর্নৈষ্যতে ॥ ১ ॥

সঃ পুণ্যাত্মা তপস্বী প্রতিদিন মনঘং কর্ম্মকৃন্নির্ম্মলাত্মা
স্বস্মাৎ কার্য্যাৎ সুখী সোঽনবরত সুখদং স্থান মেষ্যত্যবশ্যং ;
পাপার্ত্তানাং বরং মাং যদি নিজ কৃপয়া প্রোদ্ধরে দব্ধিমগ্নং
কারুণ্যন্তে তদাতত্রিজগতি কথিতং নাথ সত্যং প্রপন্নে ॥ ২ ॥

নাথত্বং নিজপুত্রকং করুণয়া প্রোদ্ধারয়ান্ধে রতঃ
নিষ্ঠাভক্তি বিবর্জ্জিতং সুবিষমাৎ সংসার কূপান্ধরে।
রোগোঽহির্ব্বিষমো বিভেমি নিয়তং শোকোঽত্র নক্রাত্মকঃ
হাহা সন্তরণং নবেদ্মি কিমহো ভব্যাগতির্ম্মে বিভো ॥ ৩ ॥

দেহিত্বং পদ পঙ্কজে মতি মত স্ত্রাহি প্রভো কাতরং
পুত্রং মাং নসহে সহাস্থ সনলং সংসার দুঃখাদিকং।
আনন্দং কিমহো নবেদ্মি নিয়তং ভ্রাম্যামি তল্লিপ্সয়া
নিত্যানন্দ পদারবিন্দ যুগলং স্বপ্নেঽপি নালোচিতং ॥ ৪ ॥

কৃত্বা শেষ কুকর্ম্ম সঞ্চয় মহো প্রাপ্নোমি কষ্টং মুহুঃ
হে নাথাচ্যুতক ত্বমেব শরণং নান্যোঽস্তি মে রক্ষিতা।
ত্রাহি ত্রাহি বিনাশয়াঘ নিচয়ং শোকাদি জীর্ণং সুতং
পশ্যত্বং নহি কিং পিতুঃ সদয়তা পুত্রে ভবেন্নির্গুণে ? ॥ ৫ ॥

সংসারাব্ধিঃ সুখস্থানং মত্বামে মানসং নদু।
উন্মজ্জতি নিমজ্জ্যাতো গতিঃ স্যাৎ কিমহো মম ॥ ৬ ॥

অনর্থার্থে মনোমগ্নং বুদ্ধিস্তদনুগামিনী
ভক্তি স্তুতি বিহীনস্য কাগতির্ভবিতা মম ॥ ৭ ॥

বিপক্ষানুগত স্বান্ত মত ইন্দ্রিয় সেবকং
করুণাময় মাং পাহি কৃপয়া গতি হীনকং ॥ ৮ ॥

মঙ্গলাচরণ ।

পরমেশ্বর সর্ব্বগ সর্ব্ব পতে !
জগতীজন পালন দীন গতে ।
নবনিত্য নিরঞ্জন নির্ব্বিকৃতে,
অবহীন জনঙ্করুণ প্রকৃতে ॥ ১ ॥

জগদীশ্বর শঙ্কুরু শঙ্কর হে,
ভবসাগর ভীতি ভয়ঙ্কর হে ।
কৃপয়োদ্ধর পামর মাশু সুতং,
ধন মান মতিং গদ শোক যুতং ॥ ২ ॥

অয়ি নিত্য নিরঞ্জন বিশ্ব পতে,
ভব বন্ধন মোচন সর্ব্ব গতে ।
মুনি মানস মন্দির দীপ্ত মণে,
করুণাংকুরু পামর দীনজনে ॥ ৩ ॥

গগণাদি চরাচর সর্ব্ব মিদং,
করুণাময় হে তব নাট্য গৃহং ।
অতিশোভিত বর্ত্তুল সৌর জগৎ,
শিব হে তব কৌতুক কন্দুক বৎ ॥ ৪ ॥

ভব বারিধি ভীষণ মোহ জলে,
বিষয়োর্ম্মি বিনাশিত ধৈর্য্য বলৈ ।
গুণসাগর নির্গুণ চিত্র গুণৈ,
রব দুর্ব্বল কিঙ্কর মূঢ় জনং ॥ ৫ ॥

জগদাদি মনন্ত মজং পরমং,
স্থিতি পালন নাশন কারণকং।
সুর বন্দিত মীশ মতীত গুণং,
প্রণমামি বিভুং সুখ মোক্ষ করং॥ ৬॥

বিষয়ানল দগ্ধ বপুঃ সততং,
ধন চিন্তন তৎপর এষ কুধীঃ।
অবি চিন্ত্য বিভোঃ পদ বৈভবকং,
প্রণমামি বিভুং সুখ মোক্ষ করং॥ ৭॥

ভব সিন্ধু ভয়ঙ্কর ভঙ্গ চয়ং,
সমবেক্ষ্য ভয়াতুর এষ হতঃ।
করুণাময় পাহি সুতং কুমতিং,
প্রণমামি বিভুং সুখ মোক্ষ করং॥ ৮॥

স্তোত্র ।

জয় জয় জগদীশ, জগৎ জীবন ।
দাস আশা পূর, দিয়া করুণা-জীবন ॥
সাধন, স্তবন, ধ্যান, ভজন, পূজন
কিছুই না জানি, সদা বিষয়েই মন ॥
কি বর্ণিব, কি কহিব, মনে ভাবি তাই !
বাসনা, শ্রীপদ প্রান্তে অন্তে স্থান পাই ॥
অতিপুণ্যমতি কত, করে'ছেন স্তব ।
তাতে কি তোমার গুণ-সীমা আছে সব ? ॥
নারদাদি ঋষি, আর, বেদ বিধি বাণী ।
শুনেছি, তাঁদের [illegible] হইয়াছে বাণী ॥
তথাপি তোমার যত, মাহাত্ম্য মহিমা ।
কত পরিমিত, তার হয়েছে কি সীমা ? ॥
তাঁহারাত কত গুণ-শ্রেষ্ঠ, আমা হ'তে ।
অসীম তাঁদের গুণ, বিখ্যাত ভারতে ॥
তবে কি বর্ণিব তব, আমি হীন মতি ।
কৃপা করি কর দয়া, নিজ দাস প্রতি ॥
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্ট, অনন্ত ভুবন ।
ভূচর খেচর আদি, সুরাসুর গণ ॥
অনন্ত-কৌশলে সৃষ্ট, হইয়াছে সব ।
ইয়ত্তা না পান যাঁর, বিরিঞ্চি বাসব ॥

সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষ, অথবা অনন্ত।
শ্রুতিও না পান যাঁর, মহিমার অন্ত॥
বেদান্ত, বৈশেষ্য, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল।
করিতে অশক্ত, যাঁর মহিমা প্রাঞ্জল (১)॥
মীমাংসা করিতে যাঁর, মীমাংসা (২) বিমুখ।
চতুর্ম্মুখে মীমাংসিতে, মূক চতুর্ম্মুখ॥
গুণাতীত গুণময়, ইন্দ্রিয়াগোচর।
যাঁহার নিয়মে বদ্ধ, যত চরাচর॥
তাঁকে কে বর্ণিবে, যাঁর অসীম মহিমা।
দেব-গণো ক্ষান্ত, যাঁর না পাইয়া সীমা॥
কত জনে কত ভণে, কতই প্রকার।
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বিতণ্ডা বিচার॥
কেহবা সাকার বলে, কেহ নিরাকার।
কে জানে তাঁহার তত্ত্ব, মহিমা অপার॥
তিনিই জানেন তাহা, তিনি যে কিরূপ।
এই মাত্র জানি আমি, তিনি বিশ্ব-ভূপ॥
বিতণ্ডা কুতর্কেতে কি, হয় সারোদ্ধার ?।
মিছা মিছি বকা বকি, করা মাত্র সার॥
অতএব বৃথাতর্ক ছাড়িয়া সকলে।
বিভুর চরণ যুগ, ভজ কুতূহলে॥

---

(১) প্রাঞ্জল — প্রকাশ।
(২) মীমাংসা — দর্শন শাস্ত্র বিশেষ।

জ্ঞানাঞ্জন।

সূচনা।

এ কিহে মানব ! তব, বিচিত্র-বিলাস !
রসাতলে গেলে, তবু, সুখ-অভিলাষ ? ॥
বিষয়-বিষম-বিষ-বারি-পানে মত্ত
হইয়ে, হারা'লে দিন, না ভাব সে তত্ত্ব ॥
মায়ায় মজিয়ে মনঃ, সদা ব্যাকুলিত।
ক্রমে ক্রমে শত্রুদের, হ'লে কবলিত ॥
সুখ-আশে দেশে দেশে, ভ্রম নিরন্তর।
আশা-পাশে বদ্ধ, শ্রমে নাহও কাতর ॥
সুখ-মরীচিকাদিকে, ধাবিত সতত।
বার বার ভ্রমে ভুলি, পে'লে দুঃখ কত ॥
মাকাল ফলের মত, উপরিশোভন
দেখিয়াই গ্রহণেচ্ছা, বালক যেমন ॥
সংসারের ভাব, গতি, বুঝে দেখ ভাই।
মনোজ্ঞ, চিক্কণ, বাহ্য, মধ্যে পোরা ছাই ॥
বাহ্যিক-সৌন্দর্য্য মাত্র, মধ্যে কিছু নাই।
কি করিলা, কি হইল, ভেবে দেখ তাই ॥

"চরমে পাপের শাস্তি, অবশ্যই হবে।
এরূপ সানন্দ-দিন, নিয়ত না রবে" ॥
এরূপ বিশ্বাস যদি, থাকে অন্তরেতে।
জ্ঞান যদি, হইবেই, সব ছে'ড়ে যেতে ॥
তবে আর ক্ষণ-ভঙ্গ-সুখের আশায়।
মন্ত্রণা-যন্ত্রণা-জালে, কেন দিন যায়? ॥
এই বেলা কর কিছু, শেষের উপায়।
না করিতে হয় যেন, অন্তে হায় হায় ॥
কত পথে কত মতে, কত বুদ্ধিধর।
পার্থিব-উন্নতি-জন্য, কত কিনা কর ॥
কত মত সুসন্ধান করিয়া সতত।
স্বাভীষ্ট-সাধন-জন্য, নিয়ত বিব্রত ॥
ছলে, কলে কি কৌশলে, করিয়া সন্ধান।
কত জনে ফাকি দিয়ে, বাড়াও সম্মান ॥
মনে ভাব, চতুরতা বড়ই করিলে।
কেমন কৌশলে, স্বীয় অভীষ্ট সাধিলে ॥
আহা কিবা অজ্ঞানতা! কি ভ্রমে মজিলে।
তুমিই ফাকিতে প'লে, কিছু না বুঝিলে ॥
পর-ছিদ্র পর-দোষ, সতত খুজিলে।
এই রূপ ক'রে মাত্র, আপনি মজিলে ॥
পর-ছিদ্র অন্বেষণে, কাল কাটাইলে।
সভয়-চকিত-চিত্তে, আজন্ম থাকিলে ॥

লভিতে সম্মান, পদ, আর প্রতিপত্তি।
আহা কত সাধুদের, ঘটাও বিপত্তি॥
অনুগ্রহ-পাত্র হ'তে, প্রভু-সন্নিধানে।
কত সাধু জনে মার, নিন্দা-বাক্যবাণে॥
কত ভাণে কর, নিজ-ক্ষমতা-প্রকাশ।
ভুলাও প্রভুকে করি, পরে উপহাস॥
প্রভুও তদ্রূপ কৃতী হ'লে চমৎকার!
কত হাস্য প্রসন্নাস্য, আর কেবাকার?॥
হায় কি আশ্চর্য্য আহা, মায়ার মহিমা।
কি অদ্ভুত শক্তি! তার, নাহি পাই সীমা॥
বিদ্যা বুদ্ধি যুক্ত যাঁরা, শ্রেষ্ঠ এই মর্ত্ত্যে।
তাঁদিকেও কেশে ধরি, ফেলে মোহ-গর্ত্তে॥
মায়ার মোহিনী-শক্তি, অতীব অদ্ভুত।
কি কার্য্য না করিতেছি, হ'য়ে বশীভূত॥
কতিপয় গ্রামেশ্বর, যাঁহারা ভূতলে।
পালেন স্বইচ্ছা মত, আশ্রিত সকলে॥
যদি অতিতুষ্ট হন, দেখি গুণ-গ্রাম।
কিছু অর্থ মাত্র দেন, কিম্বা এক গ্রাম॥
প্রভুজ্ঞানে তাঁহাদেরি, করি উপাসনা।
কত যত্ন, শ্রম, চেষ্টা, পুরা'তে বাসনা॥
ত্রিভুবন কর্ত্তা যিনি, ত্রিলোকের পতি
সর্ব্ব জীবে দয়াময়, অগতির গতি॥

ভ্রমেও ভাবিনা তাঁকে, একবার হৃদে।
সামান্য অর্থের জন্য, মগ্ন দুঃখ-হ্রদে॥
বিষয়-বাসনা-বিষ-মিশ্রিত যে সুখ।
তাহার লালসে কত, ভোগিতেছি দুঃখ॥
স্বার্থ-অন্ধ হ'য়ে, ব্যর্থ, অর্থ অন্বেষণ।
কত যত্ন শ্রম-চেষ্টা-রত, অনুক্ষণ॥
পরমার্থ দাতা, কর্ত্তা, যিনি বিশ্বময়।
তাঁহার চিন্তার জন্য, পাই না সময়॥
ধন, জন, পদ, মান, হ'য়েছে কি কাল।
দয়াময়-চিন্তা কর্ত্তে, নাহি পাই কাল॥
অর্থ অর্থ করি, ব্যর্থ, হারালেম কাল।
ভাবিনা নিকট হ'ল, শেষের সে কাল॥

অতীত বর্ষ।

সম্বৎ উনিশ শত—বত্রিশ অতীত।
পরমায়ুঃ-পরমার্থ, ছলে বিচলিত॥
হেলায় খেলায় গেল, একবর্ষ কাল।
ভাবি না, নিকট হ'ল, শেষের সে কাল॥
বিষম-বিষয়-বিষে, বিদগ্ধ হইয়া।
কি করি কি হয় কিছু, না বুঝি ভাবিয়া॥
সংসার "সাগরে" মগ্ন হ'য়ে সাধে সাধে।
কতই কুকার্য্য করি, নিয়ত অবাধে॥

ভাল বাসি, ফেণ-রাশি-তুল্য বন্ধুগণ।
দারা, সুত, ধন, জন, বসন, ভূষণ ॥
শঠমিত্র কি পবিত্র! কে করে তদন্ত?
গম্ভীর-সাগরে যেন, কুম্ভীর দুরন্ত ॥
শোকানল কি প্রবল! বাড়বাগ্নি সম।
জ্বালায় জ্বলিছে অঙ্গ, নাহি উপশম ॥
রোগ, ক্ষোভ, পরিতাপ, মহোর্ম্মি নিচয়।
দেখিয়া, আতঙ্গে অঙ্গ কাঁপে পে'য়ে ভয় ॥
কুরঙ্গ-কুরঙ্গ, তীরে, করিছে কি রঙ্গ!!
আতঙ্গ-মাতঙ্গ-ভঙ্গী-ভয়ে, কাঁপে অঙ্গ ॥
বিষয়-বাসনা-বিষ-বারি-পূর্ণ, তায়।
পিপাসু, আমার মনো-বারণ তাহায় ॥
শত যত্নে নিবারিতে, নাহি পারি হায়।
কি করি, ভাবিয়া কিছু, না দেখি উপায় ॥
মনে করি, মনঃ-করী ফিরাব যতনে।
বারণ কি মানে কভু, প্রমত্ত বারণে? ॥
নহে করী আজ্ঞাকারী, অতীব দুর্ব্বার।
জ্বলিত, সেসিন্ধু-জল খে'য়ে কত বার ॥
তথাপি বিষয়-বিষ-পানে মত্ত মন।
কি করি, উপায় কিছু, না দেখি এখন ॥
যদি পারি, জ্ঞানাঙ্কুশ করিতে প্রস্তুত।
তবেই তখন মনঃ, হবে বশীভূত ॥

বিবেক-মাহুত যদি, থাকে সন্নিহিত।
তবে কি অবশ হ’য়ে, হয় পলায়িত ? ॥
হায় প্রভো ! দীননাথ ! দীন দয়াময় ! ।
সদয় হইয়া, দাসে দাও পদাশ্রয় ॥
মনঃ-করী বশ করি, তোমার সদনে
যাইতে সতত হয়, বড় সাধ মনে ॥
অধমের উচ্চ আশা ফলা অসম্ভব।
কড়ার ভিকারী, বাঞ্ছা, অতুল্য বৈভব ॥
তোমার অসাধ্য নাথ! কিছুইত নাই।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষ হ’লে, সকলই পাই ॥
অধম তনয় পায়, ওপদ-বৈভব।
তবেই অধমনাথ-নামের গৌরব ॥

সময়-প্রধান লক্ষ্য।

সময়-প্রবাহ সদা, বহিছে স্ববলে।
“ সময় অমূল্য রত্ন ” সকলেই বলে ॥
জানিনা, কয়টী লোক, সেই রূপ চলে।
সবাকেই ফাঁকি দিয়া, কাল যায় চ’লে ॥
মুখেই সময়-ব্যাখ্যা, কাযে কই ফলে ? ।
হেলায় কি পা(ও)য়া যায়, দুরারাধ্য ফলে ? ॥
সকলেরি বাঞ্ছা, কাল রাখে করতলে।
থাকে কি অমূল্য ধন ? যায় চ’লে ছলে ॥ (১)

(১) ইহার পর হইতে যতি স্থানীয় চিহ্ন গুলির সহিত অর্থের সংশ্রব নাই।

কিরূপে যে চলে কাল, কেমন কৌশলে।
চালান জগতী পতি, কালে কোন কলে॥
বলিতে পারে কি তাহা, মানবের দলে?
কার সাধ্য নর হ'য়ে, চালে হিমাচলে॥
যেমন কুহকে স্তব, করিলে যে খলে।
অনেকেরি মনঃ প্রাণ, প্রায়শঃই গলে॥
সেই রূপ বৃথারসে, সদা মন টলে।
গরল খাইয়া নর, যথা পড়ে ঢ'লে॥
কেবল অসারে রত, সার কর্ম্ম ফেলে।
নিত্য নব বাঞ্ছা বাড়ে, যেন কাঁচা ছেলে

আজি কালি করে কর্ম্ম, এখন্ না করিলে।
এখন্ না হ'লে কর্ম্ম, হবে কি আর মরিলে?॥
যেমন বিষয় বিষে, মত্ত হয়ে মজিলে।
হৃদাসনে ভক্তি পুষ্পে, ঈশে নাহি পূজিলে॥
গুরুদত্ত তত্ত্ব কথা, এখন না শুনিলে।
বদন ভরিয়া হরি, এখন না বলিলে॥
কিহবে শেষের গতি, এখন না খুঁজিলে।
বৃথা যে সময় গেল, বুঝে ও না বুঝিলে॥
হেলায় খেলায় যথা, বৃথা কাল যাপিলে।
পাইবা ইহার ফল, কালে.কালে ফলিলে॥

দারা-সুত-ধন-মান, যাতে প্রাণ সঁপিলে।
ইহারা কি সাক্ষী হবে, দুটি অক্ষি মুঁদিলে?
ভবের বাজারে এসে, যে বেপার করিলে।
নিয়া লাভে দুনা মূল্যে, যত বস্তু কিনিলে॥
দারা-সুত ধন-জনে, যত যত্ন করিলে।
এসব ভাসিবে তব, ভূত সিন্ধু সলিলে॥

সময় অমূল্য ধন, সকলেই অনুক্ষণ,
বলিয়া থাকেন ইহা শুনাবায় শ্রবণে।
মুখেই সকলে কয়, কাজে কাজে কই হয়,
শুকপক্ষী মত বলা রাধাকৃষ্ণ বদনে॥
দেখা যায় পৃথিবীতে, অন্যে উপদেশ দিতে,
সকলেই বিলক্ষণ পটু সর্ব্ব বিষয়ে।
"বৃথাকার্য্যে দিন যায়, গেলে নাহি পাওয়া যায়,
সকলেই নিজ কার্য্য কর যথা সময়ে"।
এইরূপ উপদেশ, শত শত সন্নিবেশ,
করিয়া থাকেন সদা সকলেই সদয়ে।
বলিতে লাগেনা লাজ, সেইরূপ কটি কায,
করিয়া থাকেন কেবা তাকে ভাবে হৃদয়ে?॥
অনাদি নিধন কাল, এহ'তে কি বড় কাল,?
কালে কালে সব যায় ইহারই উদরে।

সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী, ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারী,
তাঁহাদের(ও) কালে লয় ভয়ে বুক বিদরে
কাল হয় স্বপ্রধান, কাল কত বলবান,
মাহাত্ম্য মহিমা কত কেপারে তা বর্ণিতে ? ।
ক্ষয় ভয় সুখোদয়, সকলই কালে হয়,
কাহারও আয়ত্ত নয় করতলে রাখিতে ॥
যিনি বিশ্ব জগ ক্বতি, কাল তাঁরি প্রতিকৃতি
এই কথা বলে শ্রুতি আর যত নিগমে।
সর্ব্ব ব্যাপী সর্ব্বময়, নাহি যাঁর ক্ষয়োদয়,
তাঁহাকে কি পাওয়া যায় ইচ্ছামত সুগমে ? ॥

অতএব বত নর, বৃথা কার্য্যে নিরন্তর,
কালক্ষেপ ক'রে কেন বৃথা দিন যায় হে।
কালে কর্ম্ম কর নাই, বলে যে সময় নাই,
কাল কি থাকার ধনস্রোত ব'য়ে যায় হে ॥
যে কর্ম্মের যে সময়; তখন যদি না হয়,
সে কাল অপেক্ষা ক'রে থাকে কি কাহায় হে ? ।
ভাব তখন অন্তরে, হইবে সময়ান্তরে,
এইরূপে ন্যায্য কার্য্য অনেকে হারায় হে ॥
অতএব ক্ষান্ত হও, সময়ে সুস্থির রও,
যাবে না যাবে না দিন কেবল মজায় হে ।

এই দিন দিন নয়, যে'তে হবে যমালয়,
পথের সম্বল কিছু করহ বজায় হে ॥
কর কিছে সব গেল, এখনও চক্ষু মেল,
ঐ দেখ ফাঁকিদিয়ে কাল চ'লে যায় হে ।
সতত আমোদে রত, পতঙ্গ মৎস্যের মত,
লোভে প'ড়ে বদ্ধ হও ফল নাই যায় হে ॥
দুর্লভ জনম পেয়ে, চক্ষু থা'ক্তে অন্ধ হয়ে,
না দেখিলে কোন তত্ত্ব কব দুঃখ কায় হে ।
আগে দিন হারাইয়ে, এবে সদা কাঁদে হিয়ে,
শেষের সে দিন ভাবি কাঁপে সদা কায় হে ॥

যিনি করিলে সৃজিলা বিশ্ব, সেই বিশ্বপতি ।
এক জাতি মানবের, দেখি নানা মতি ॥
কেহবা নিজকে মানে, প্রবল পণ্ডিত ।
শত যুক্তি শত শাস্ত্রে, মত অখণ্ডিত ॥
নিজে যাহা বুঝে সেই, যথার্থ সুপথ ।
প্রত্যক্ষও নাহি মানে, কি করে শপথ ? ॥
কর্ত্তব্যতা পরায়ণ, আপনাকে জানে ।
মনে করে কালে কার্য্য করে সাবধানে ॥
কেহবা কালেতে কর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎ ।
মনে করে কেন থাকি, সুখেতে বঞ্চিত ॥

সংসারের কর্ম্ম করি, কাল কাটা(ই)লাম।
আমোদ প্রমোদ সুখ, সব হারা(ই)লাম॥
দূর হ(উ)ক, যাই এবে, কিঞ্চিৎ সময়।
তাস পাশা কিম্বা দাবা, যথা খেলা হয়॥
কিঞ্চিৎ মনের সুখ, ক'রে আসি গিয়া।
গেল দিন গৃহ কার্য্য, ভাবিয়া ভাবিয়া॥
নিরন্তর অর্থ চিন্তা, শরীর শোষণ।
অবিরত পরিশ্রম, করি প্রাণ পণ॥
আর না, এখন যাই, একবার তথা।
তাস পাশা ল'য়ে লোক, সুখে আছে যথা॥
কিছুকাল আমোদ প্রমোদে থাকি রত।
এড়াই গ্লানির হাত, মানসিক যত॥
এই ভাবি মত্ত হয়ে সানন্দ হৃদয়ে।
উপস্থিত হন গিয়া, সুখের আলয়ে॥
দেখেন কেহবা আছে শিরে হস্ত দিয়া।
কেহবা টিপিছে ব'ড়ে, হাঁসিয়া হাঁসিয়া॥
কেহবা সন্ধান ক'রে, হর্ষে দেয় কিস্তি।
কত কষ্টে বা সহজে, অন্যে করে স্বস্তি॥
অন্য কয়জন যাঁরা, সুখ দুঃখ ভাগী।
প্রাণ পণ করিতেছে, নিজ পক্ষ লাগি॥
কেহ দৃঢ় রুদ্ধ করে, করে কিস্তি মাত।
ক্ষুণ্ণ ভাবে অন্যে ভাবে দিয়া শিরে হাত॥

কাল ও শিশুগণ।

ওহে শিশু গণ, শুনহ বচন,
ভাসিছ আনন্দ নীরে।
মান অপমান, প্রায়শঃ সমান,
কিছু নাহি দেখ ফিরে॥
যশঃ অপযশঃ, নহ কা'র বশ,
স্ববশ সতত দেহ।
ভাবি ভাবি ভয়, কিম্বা দুঃখোদয়,
না কর কোন সন্দেহ॥
ইন্দ্রিয় নিচয়, ঘোর দুরাশয়,
তাদের অধীন নহ।
কেবল উদর, জ্বালায় কাতর,
সদা তারি কথা কহ॥
পৃথিবীর সার, মহিমা অপার,
লোক মত্ত যার মদে।
সেই ধনে আশা, করিয়া সহসা,
না ভাস যাতনা হ্রদে॥
যার গুণে লোক, ভুলে রোগ শোক,
যার বলে সবি শোভে।
সেই ধন আশে, না ভ্রম বিদেশে,
না পড় তাহার লোভে॥

অতএব শুন, বলি পুনঃ পুনঃ,
উপদেশে দেহ মন।
হেলায় খেলায়, যেন নাহি যায়,
সময় অমূল্য ধন॥
শ্রম সহকায়, মৃদু মনঃ তায়,
সকলি কার্য্যোপযোগী।
এমন সময়, যাতে জ্ঞানোদয়,
হয়, হও মনোযোগী॥
এই সুসময়, করিওনা ক্ষয়,
গেলে পাইবেনা জেনো।
পিতা মাতা আর, যে গুরু তোমার,
তাদের বচন মেনো॥
যে সময়ে যাহা, না করিলে তাহা,
পরে হাহাকার সার।
এই ভূমণ্ডলে, শত শত স্থলে,
দেখহ দৃষ্টান্ত তার॥
কেহ উচ্চাসনে, বসি হৃষ্ট মনে,
শাসন করিছে দাপে।
কারু তৃণাসন, না যোড়ে অশন,
অতি কষ্টে কালযাপে॥
এই বাল্যকাল, নহে চিরকাল,
বুঝিয়া করহ কার্য্য।

সময়ে যতন, করিলে রতন,
গেলে ইহা আছে ধার্য্য ॥
হ'লে কাল গত, নহে প্রত্যাগত,
দেখিতেছ নিরন্তর।
দেখিয়া শুনিয়া, জানিয়া বুঝিয়া,
কেন বৃথা কাল হর ॥

যুবজন প্রতি।

তোটক।

যুব! যৌবন কৌতুক ভায মুখে।
নবকান্তি কিবা কত ভাস সুখে ॥
প্রিয় বস্তু সদার্জ্জন তৎপর হে।
সুখ বিঘ্ন মনে করি কাতর হে ॥
সুখ উৎস বটে সব ইন্দ্রিয় হে।
বিপথে চলিলে গরলোদয় হে ॥
সুখ সিন্ধু জলে কি বিহার কর।
বিষ মিশ্রিত সে জল বিঘ্ন কর॥
প্রথমে অতি মিষ্ট কি শর্ম্মদ হে(১)
পরিণামে হলাহল মর্ম্ম দহে ॥

---

১) শর্ম্ম—সুখ

তব ইন্দ্রিয়, ভোগ বিলাস পথে ।
রুর বৈধ মতে সুখ ভোগ মতে ॥
কত পান সুভোজন জন্য সদা ।
অতি বিব্রত থাকহ তীব্র ক্ষুধা ॥
শুধু বাহ্যিক কার্য্যতঃ মান্যবর ।
পরকাল ভয়ের কি ধার ধার ? ॥
গতি মুক্তি বুঝেছ নিজেরি মনে ।
কভু না তুমি তোষহ সাধুজনে ॥
বুঝিয়া পর কার্য্য কি ভাব হৃদে ।
গুরু বাক্য বিনা পড়িবা বিপদে ॥
চিরকাল কি যৌবন থাকিবে হে ।
নবকান্তি কি নিত্য বিরাজ দেহে ॥
নব-যৌবন জোর যবে টলিবে ।
তব দম্ভ কি মান কথা রহিবে ॥
অতএব মনে করি ভাবি ভয়ে ।
বিভু পাদ যুগে ভজ দাস হ'য়ে ॥

বৃদ্ধ প্রতি ।

কিগো বৃদ্ধ মহাশয় ! সতত ভাব বিষয়,
দুরাশয় কালে যে ভাবনা ।
বাল্য গিয়াছে খেলায়, যৌবন গত হেলায়,
শেষ দশা, এখন বাসনা ? ॥

আজন্ম সুখেরি তরে, কত প্রাণপণ ক'রে
পরিশ্রম করিলে যতনে।
নাপে'লে কিঞ্চিৎ সুখ আজন্ম ভুগিলে দুঃখ,
কি করিলা ভেবে দেখ মনে।
দারা-সুত-ধন-জন, সবারি সুখ সাধন,
করিতে জনম গেল ব'য়ে।
কাহার না মন পে'লে, আজন্ম খাটিয়ে ম'লে,
যাবে এবে কারে সঙ্গে ল'য়ে॥
আশা পাশে বদ্ধ হ'য়ে, মায়ার শৃঙ্খল লয়ে,
গেল দিন সংসার কারায়।
কিসে এবন্ধন যায়, নাকরিলে সদুপায়,
শেষে সার হবে হায় হায়॥
বয়স যাইছে যত, বিষয়ে আসক্তি তত,
বাড়িতেছে কি আশ্চর্য্য হায়।
ভাবনা যে শেষ আছে, সেদিন এসেছে কাছে,
পাছে পাছে শমন বেড়ায়॥
মানবীয় বুদ্ধিবলে, অথবা কলে কৌশলে,
ভুলাইতে পারিবেনা যমে।
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, ভোগিতে হ'বে সকল
ত্রাহি ত্রাহি করিবা চরমে॥
জানিয়ে এসব তত্ত্ব, থাকিলে বিষয়ে মত্ত,
অসার সংসারে সার জ্ঞান।

ক্রমে গেলে রসাতলে, তবু আছ কুতূহলে,
ভেবে দেখ এসকলি ভাণ ॥
ইন্দ্রিয়েরা তেজোহীন, বল বুদ্ধি দিন দিন,
গত প্রায় তথাপি বাসনা।
কি আশ্চর্য্য ব্যবহার অস্থিচর্ম্ম হ'ল সার,
তবু কর বিষয় কামনা ? ॥
আরকি যৌবন পাবে, আমোদেই দিন যাবে
আর কি ইন্দ্রিয় সুখ হবে ?
তবে কেন অহরহ, পরিশ্রম দুঃসহ,
সঙ্গে কি সঞ্চিত ধন লবে ? ॥
তনয় কন্যার তরে, প্রাণ পণ যত্ন ক'রে,
সঞ্চিতেছ যত ধন মান।
বুদ্ধি কি চরিত্র দোষে, সিন্ধুতুল্য ধনো শোষে,
ভাগ্য গুণে সব অন্তর্ধান ॥
অথবা সুবুদ্ধি হ'লে, তাহারাই বিদ্যাবলে,
কিম্বা বাহুবলে পাবে অর্থ।
তবে তুমি অকারণে, কেন খাট প্রাণপণে,
চিন্তা দুঃখে কালযাপ ব্যর্থ।
বিশেষতঃ ভাব মনে, সেই পুত্রকন্যা সনে,
কি সম্বন্ধ থাকিবে তখন।
একে কথা নিঃসন্দেহ, ছাড়িলে তুমি দেহ
কেবা কার পলাবে নখন ॥

ছাড়হ এসব ভাব, শেষের উপায় ভাব,
এবে নিজ কার্য্য কিছু কর ॥
যাতে গেল বুদ্ধিবল, ভস্মে ঘৃত ঢালা হ'ল,
তা ভাবিয়া হও কি কাতর ? ॥
যত বল্ বুদ্ধি বল, কিম্বা আছে যে সম্বল,
সুনিষ্ফল সে সব কেবল।
অর্জিলে যতেক অর্থ, তাহাতে ঘটে অনর্থ,
পরমার্থ বলি জেনো বল ॥
ধন জন মান কুল, সব অনর্থের মূল,
অনুকূল কেহ নহে শেষে।
প্রতিকূল অরিকুল, হ'য়ে তাহে স্থূলে ভুল,
অকূল দেখিয়া নানা দেশে ॥
ভ্রমিতেছ নিরন্তর, ব্যস্ত বাঞ্ছায় অন্তর,
মোহমদে বেড়াতেছ ভেসে।
ধীরাজ কি মহারাজ, বান্ধিবে ক'রে অব্যাজ,
সূর সুত এসে শেষে কেশে ॥
অতএব সাবধান, যদি হও মতিমান্,
এসব বাসনা তবে ত্যজ।
যিনি নিত্য নিরাময়, সর্ব্ব জীবে দয়াময়,
তাঁহার চরণ যুগ ভজ ॥
তিনি ভিন্ন গতি নাই, ডাক তাঁহারে সদাই,
তিনি সর্ব্ব জীবে সিদ্ধিদাতা।

অবশ্য হইবে পার, এই কথা সারোদ্ধার,
তিনি সকলেরি পিতা মাতা ॥
করিলে অনেক দোষ, পিতা মাতা অসন্তোষ,
হন্ বটে দেখ ভূমণ্ডলে।
কিন্তু জেনো এবিশেষ, তাঁর নাম পরমেশ,
রোষে তোষে মুক্তি বেদে বলে ॥
অসুর দৈত্য দানবে, প্রহ্লাদ ধ্রুব মানবে,
সমভাবে দেন ইষ্টস্থান।
সর্ব্ব জীবে সম দৃষ্ট, নাহি তাঁর ইষ্টানিষ্ট,
কিন্তু শেষে চাহি ভক্তিজ্ঞান ॥
নাহি যাঁর ক্ষয়োদয়, লও তাঁর পদাশ্রয়,
পতিত পাবন তাঁর নাম।
ধ্যানে জ্ঞানে কি মননে, সদা শয়নে স্বপনে,
ভাব তাঁরে পাবে দিব্য ধাম ॥
তাঁরি কথা আলাপন, কর ভজন পূজন,
সুখে মুখে লহ তাঁর নাম।
লহ তাঁহারি শরণ, যাবে জনম মরণ,
হবে তবে পূর্ণ মনস্কাম ॥

ইন্দ্রিয় ও যুবজন ।

ইন্দ্রিয় গবাক্ষ দিয়া, তোমার হৃদয় ।
যে সময়ে দেখে রম্য, সুভোগ্য বিষয় ॥
সুখ মদে মত্ত হ'য়ে, মানস বারণ ।
না মানে বিনয়াঙ্কুশ, না শুনে বারণ ॥
ধৈর্য্য যূপ লজ্জারজ্জু, কিছুই না মানে ।
আচার শৃঙ্খল কিম্বা বৈধ ভক্ষ্য পানে ॥
আশা মদে মত্ত হয়ে, হয় অনিবার্য্য ।
শান্ত ভাবে বিবেচিবে সে সময়েকার্য্য ॥
অনুক্ষণ সাবধান, থাকিবে তখন ।
কি জানি কখন কোন, করে আচরণ ॥
সে সময়ে মত্তগজে, রে'খো নেত্রে নেত্রে
যাইতে না পায় যেন, বিষয়ের ক্ষেত্রে ॥
বিষ ফলপ্রদ ক্ষেত্রে, কি গভীর পঙ্কে ।
যাইতে দিওনা, সদা রাখিও সশঙ্কে ॥
প্রবিষ্ট হইলে কষ্ট, পাবে পদে পদে ।
পাবে না উদ্ধার আর, পড়িবে বিপদে ॥
ঘোর ছটা শত্রুসদা, ফেরে পাছে পাছে ।
স্মরিও তাঁহারা দুষ্ট, চেষ্টাতেই আছে ॥
জ্ঞান রূপাঙ্কুশ আর, বিবেক মাহুত ।
দুই ল'য়ে মত্তগজে কর বশীভূত ॥

তুমিও যদ্যপি থাক, বিষয়েতে মত্ত।
তবে আর উদ্ধার জন্য কে করিবে তত্ত্ব ॥
অতএব নিরন্তর, বিষয় বাসনা।
ছাড়হ এখনো ত্যজ, অসার কামনা ॥
সতত বিষয় চিন্তা, করিতে করিতে।
সংসার সাগরে মগ্ন, দিবা শর্ব্বরীতে ॥
থাকিলে, পরেতে কিন্তু, না পাবে উদ্ধার।
ইন্দ্রিয় নিচয় হবে, অত্যন্ত দুর্ব্বার ॥
শত যত্ন করিলেও, ফিরিবে না আর।
হইবে ইন্দ্রিয় দাস, ঘোর দুরাচার ॥
ইন্দ্রিয় সুখের জন্য, সদা হবে ব্যস্ত।
যশঃমান ধন প্রাণ হারাবে সমস্ত ॥
ভুলো'না প্রাচীন বাক্য, আশা ফাঁদে পড়ি।
"দশেন্দ্রিয় করে পাপ, জীব গলে দড়ী"
বিষয় প্রলোভে ভুলে, লোভ ইন্দ্রজালে।
পড়িলে হারাবে সব, ইহ পরকালে ॥
অতএব সাবধান, হইয়ে সুপথে।
করহ ইন্দ্রিয় সুখ, যথা বিধি মতে ॥
ইন্দ্রিয় নিরোধ করা, জিতেন্দ্রিয় নয়;
ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা, জিতেন্দ্রিয় কয় ॥
দশেন্দ্রিয় বশ যেই, করে বুদ্ধি বলে।
তাহাকেই জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥

ইন্দ্রিয় নিচয়, অতি দুরাশয়
তাদের সেবক হ'য়ে।
ওহে যুবজন, সুখেতে মগন,
হইয়ে গেলে যে ব'য়ে ?॥
পে'য়ে আশুসুখ, না ভাবহ দুঃখ,
ভাবিকালে কিযে হবে।
আনন্দিত হ'য়ে, না ভাব হৃদয়ে,
কি জন্য এসেছ ভবে॥
পাণী পদ বাক্, পায়ু পস্থ নাক্,
জিহ্বা চক্ষু কর্ণ চর্ম্ম।
এই দশেন্দ্রিয়, বশ নিন্দনীয়,
বশে রাখি কর ধর্ম্ম॥
ভাবিয়ে মুহূর্ত্ত, দেখবে কিধূর্ত্ত,
দশেন্দ্রিয় বলে যারে।
তোমারি শরীরে, থাকিয়া ফিকিরে,
তোমারি দফাটা সারে॥
আশু প্রলোভনে, ভুলাইয়া মনে,
স্বাভীষ্ট সাধন করে।
প্রণয় করিয়া' তোমারে সারিয়া,
ক্ষান্ত স্তব্ধ হয় পরে॥
বাস্তবিক জ্ঞানে, বিচারিয়া মনে,
বুঝহ ইন্দ্রিয় গতি।

যে কোন ইন্দ্রিয়, পে'য়ে বস্তু প্রিয়,
ভোগেরি বাসনা অতি॥
হইয়া উন্মত্ত, না বিচারি তত্ত্ব,
তাহাতে প্রবৃত্তি হয়।
সুবুদ্ধি পলায়, মনো মজে তায়,
ভাব কত সুখোদয়॥
সেই সুখ চয়, বৈধ মতে হয়,
তথাপিও কিছু রক্ষে।
তাও অতি শয়, কভু ভাল নয়,
দেখিতেছ নিজচক্ষে॥
অবৈধ হইলে, তুমি রসাতলে,
গে'লে না ভাবিয়া শেষ।
ইন্দ্রিয় সকল, সুখেরি কেবল,
ভাগী, না পায় সে ক্লেশ॥
তারা ভুঞ্জে সুখ, তুমি ভোগ দুঃখ,
এমন ইন্দ্রিয় তরে।
মান প্রাণ ধন, কর বিসর্জ্জন,
ভাবনা তাহা অন্তরে॥
দে'খে লক্ষলক্ষ, ভূতলে প্রত্যক্ষ,
তথাপি না হয় জ্ঞান।
হতেছ বঞ্চিত, সতত লাঞ্ছিত,
তবু নাহি বুঝভান॥

থাকিতে সময়, ইন্দ্রিয় নিচয়,
বশ কর বিধি মতে।
পাবে না না সুখ, যাবে শোকদুঃখ
না হাঁসিবে মুখ সতে॥
ইহ পরকালে, না পাবে জঞ্জালে,
থাকিবে সানন্দ মনে।
মনের হরিষে, সেই জগদীশে,
পূজ রাখি হৃদাসনে॥

বিষয় এবং কর্ত্তব্যোপদেশ।

বিষয় বিষম-বিষ-ধরের সমান।
শোকতাপ আদিকর, দন্তাবলী জ্ঞান॥
মনোহর মূর্ত্তি তার আশা রম্য ফণা।
ভুলায় লোকের মনঃ, কর বিবেচনা॥
বাহ্যিক সৌন্দর্য্য তার, গাত্র শীতলতা।
তাহাতেই প্রকাশিত, তাহার খলতা॥
দেখিয়া তাহার শিরে, সুখ মণি কণা।
তাহার আশয়ে তথা, যেওনা যেওনা॥
শীতলতা উপভোগ, কিম্বা মণি আশে।
তাহার শরীরে হস্ত, দিলে অনায়াসে॥
পড়িবা বিপদ হ্রদে, না পাইবা সুখ।
লজ্জায় লোকের কাছে, না দেখাবা মুখ॥

সেবিষে জ্বলিবা সদা, নিজেই অন্তরে।
করিবে তোমারে নিন্দা, নিত্য আত্মপরে ॥
কুৎসিত বিষয় সঙ্গ, সতত করিয়া।
লোক নিন্দা নিজ ক্ষতি, দেখহ বুঝিয়া ॥
মজিওনা সুখ আশে, কিছু নাই স্বার্থ।
কেবল হারাবা শেষে, নিজ পরমার্থ ॥
দেখহ বিচারি মনে, পূর্ব্বের বৃত্তান্ত।
কি কারণে মুনিগণ, সর্ব্ব সুখে ক্ষান্ত ॥
হর্ম্মতল রম্য বলি, বোধ কি ছিলনা ?।
সঙ্গীত শ্রবণে মনে, তৃপ্তি কি হ'তনা ? ॥
প্রাণো-পমা প্রেয়সীর, সুপ্রিয় বচনে।
অধিক আনন্দোদয়, হ'ত নাকি মনে ? ॥
অতি স্বাদু ভোজনীয়, বস্তু সমুদয়।
হত নাকি ভোজনেতে, ইচ্ছার উদয় ? ॥
দেখিতে সুদৃশ্য বস্তু হ'ত নাকি আশা ?।
ঘ্রাণীয় গ্রহণে লুব্ধ, হত নাকি নাসা ?।
হ'ত নাকি তাঁহাদের, স্পর্শ সুখ বোধ ?।
কিন্তু তাঁহাদের ছিল, সকল প্রবোধ ॥
পতঙ্গ পতনোন্মুখ, দীপ বর্ত্তি ছায়া।
সদৃশ চঞ্চল সব, যেন ভোজ মায়া ॥
ক্ষণ-ভঙ্গ জানিয়া, এ, সাংসারিক সুখ।
শান্ত দান্ত মুনিগণ, ছিলেন বিমুখ ॥

অথচ বিষয় সুখ, করিতেন ভোগ।
ছিলনা তাহাতে কিন্তু, অতি মনোযোগ ॥
করিতেন বৈধসুখ, অনাসক্ত চিত্তে।
আসক্ত হতেন সদা, সেই সত্য নিত্যে ॥
গুড়ের মক্ষিকা মত লোভেমত্ত হ'য়ে।
ডুবোনা সংসার রসে সুখের আশয়ে ॥
একান্ত ডুবিলে আর, পাবেনা উদ্ধার।
পরিশেষে অনুতাপ মাত্র হবে সার ॥
মধু মক্ষিকার মত, পাখা উর্দ্ধে রেখে।
করহ বিষয় সুখ, অনাসক্ত থেকে ॥
মনোরূপ পক্ষ উর্দ্ধে রাখিয়া সুপথে।
করহ বিষয় সুখ, যথা বিধি মতে ॥
ইন্দ্রিয় অমৃত উৎস, ঈশ্বর প্রদত্ত।
বৈধ মতে কর পান, নাহ'য়ে প্রমত্ত ॥
অতি লোভে হ'লে পরে, অবিমৃষ্যকারী।
তা হতে উত্থিত হয়, ঘোর বিষবারি ॥
অতএব সাবধান হইয়ে যতনে।
করহ বিষয় সুখ, সদা শুদ্ধ মনে ॥
অলঙ্ঘ্য শাসন বিভু, পদে রাখ মতি।
আনন্দে থাকিবে সদা, হইবে সদ্‌গতি ॥

করিতে বিষয় ভোগ, ইন্দ্রিয়েরা সমুদ্যোগ,
করে যদা হইয়া অস্থির।
অমনি তুমি তখন, কর তাহে প্রাণ পণ,
সুখ আশে হইয়া অধীর॥
নাহি দেখ মান ধন, যাহাতে সুখ সাধন,
হয় তার শত চেষ্টা কর।
করি সে ইন্দ্রিয় সুখ, দূরে যায় সব দুঃখ,
কৃত কৃত্য হয় যে অন্তর॥
ঘোর অভিলাষানল, যবে হয় সুপ্রবল,
তখন তাহাতে সুযতনে।
মন্দ চর্চ্চা ঘৃতাহুতি, কর, হয় ধৈর্য্যচ্যুতি,
ক্ষতি বৃদ্ধি নাহি ভাব মনে॥
দেখ কি আশ্চর্য্য ভ্রম, দিবা রাত্রী পরিশ্রম,
ক'রে যত সঞ্চিতেছ ধন।
ভাবি ভাবি সুখোদয়, নাহি কর ধর্ম্ম ভয়,
ছলে বলে কর উপার্জ্জন॥
রিপু কি ইন্দ্রিয় বশ, হইয়া বিষয় রস,
উপভোগ করিতে করিতে।
মজি মান মোহ মদে, সহসা ঘোর বিপদে,
অনেকেরি হয় যে পড়িতে॥
রাখিতে মান জীবন, সর্ব্বস্বান্ত কর পণ,
যত থাকে বিষয় আশয়।

ভাগ্য মন্ত্র অর্থ বলে, তাই'তে উদ্ধার হ'লে,
ধনাশা প্রবল পুনঃ হয়॥
করি পুনঃ প্রাণ পণ, আবার অর্জ্জিতে ধন,
হিতাহিত থাকেনা বিচার!
যাতে হয় ধনার্জ্জন, সেই কার্য্য অনুক্ষণ,
করিতে থাকহ পুনর্ব্বার॥
আবার বিপদে পড়, ভয়ে হও জড় সড়,
জীবনার্থে পুনঃ অর্থ পণ!
এইরূপ বারম্বার, ভ্রম-চক্রে ঘোরা সার,
হইতেছে দেখ দিয়া মন॥
প্রাণার্থে সর্ব্বস্ব পণ, ধন জন্য প্রাণপণ,
সুখ আশে ভ্রমিতেছ পাকে।
মান-প্রাণ-ধন-জন, যিনি সর্ব্বদা রক্ষণ,
করেন, ভাবনা ভুলে তাঁকে॥
চরম বিচার কালে, যবে ধ'রে লবে কালে,
তখন তোমার ধন জনে।
ভুলাবেনা কিছুমাত্র, নাহি তার পাত্রাপাত্র,
শুনেনা সে বিনয় বচনে॥
আজ্ঞা দিলে ধর্ম্মরাজ, তিলেক না সহে ব্যাজ,
ভাবনা তা ক'রে অবহেলা।
সেই ধর্ম্ম রাজ পুর, শঙ্কাযুক্ত বহু দূর,
দেখ না যে বয়ে গেল বেলা॥

সুদুস্তর ভব নদী; পার হ'য়ে যাবে যদি,
পুণ্য পণ্য কিছু লহ সঙ্গে।
পার পণ্য দিলে পরে, অনায়াসে যাবে ত'রে
তা নহিলে পড়িবে তরঙ্গে ॥
দারা পুত্র প্রিয় জন, যশঃ পদ মান ধন
যে সব লইয়া কর রঙ্গ।
শেষের বিচার দিনে, একমাত্র ধর্ম্ম বিনে,
তারা সবে দিবে পৃষ্ঠ ভঙ্গ ॥
সাবধান এই বেলা, সাঙ্গ কর ভব খেলা,
ভাব মনে নিকটে সে কাল।
ডাক সেই পরমেশে, সুখে পার হবে শেষে
পাবে সুখ ঘুচিবে জঞ্জাল ॥

আত্ম প্রতি।

নিয়ত বিষয় সঙ্গ বাসনা করিলে।
সতত ইন্দ্রিয় সুখে, বিব্রত থাকিলে ॥
এ দিকে তোমার রিপু, ছয়টা প্রবল।
সুযোগ পাইয়া তারা, প্রকাশিছে বল ॥
ইন্দ্রিয় দাসত্ব কার্য্যে, আছইত রত।
ও দিকেও শত্রুদের, হ'লে হস্ত গত ॥
একবারে রসাতলে গেলে এই বার।
এখনো সতর্ক হ'য়ে, কর প্রতীকার ॥

"বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ" বলিবে অনেকে।
তা ভাবিয়ে ধর্ম্ম ত্যজি, বসিওনা বেঁকে॥
অত্যন্ত বিষয়ী যারা, ইন্দ্রিয়ের দাস।
তাহারাই ধার্ম্মিককে, করে উপহাস॥
তা বলিয়া সেই লোক, নিন্দা ভয় করি।
সভ্য হ'তে করিও না, ইন্দ্রিয় চাকরী॥
বিশেষতঃ লোক নিন্দা, ক্ষতিকর নয়।
প্রকৃত নিন্দিত হ'লে, যদি নিন্দা হয়॥
তাহাতে সতর্ক হয়, সে নিন্দিত জন।
যতনে আপন দোষ, করে সংশোধন॥
প্রকারে নিন্দুক জন, দেখ উপকারী।
সুবুদ্ধি জনে কি তাতে, করে মন ভারি?॥
বরঞ্চ নিন্দায় নাশ, হয় সে অজ্ঞতা।
সুতরাং নিন্দুক জনে, কর কৃতজ্ঞতা॥
পরন্তু নিন্দুক জন, তব নিন্দা ক'রে।
যদি মহা আনন্দিত, হয়েন অন্তরে॥
তবেত পরম শুভ, দেখ করি গ্রহ (১)।
অযত্ন সুলভ তাহা, পরমানুগ্রহ॥
পর নিন্দা মাত্র ক'রে, যাঁরা তুষ্ট হন।
তাঁহারা পরম মিত্র, অতি সাধুজন॥
পরতুষ্টি হেতু দেখ, কত শত জন।
কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ, করে বিতরণ॥

---

(১) গ্রহ — বোধ, বিবেচনা।

বিনা যত্নে বিনা ধনে, যাঁরা তুষ্ট হন
অতি উপকারী তাঁরা, ভক্তির ভাজন॥
এক মাত্র এই দুঃখ, হয় সমুদিত।
আমার কারণে তিনি, হলেন নিন্দিত॥
নিন্দুক জনেরে নিন্দা, সকলেই করে।
এইমাত্র একদুঃখ, হয় হে অন্তরে॥

— ৭ —

অতএব যে যা বলে, ক্ষতি নাহি তায়
এই বেলা কর নিজ, উদ্ধার উপায়॥
কেহ কর্ণ সুধাবাক্য বলুক তোমায়।
কখন একান্ত হৃষ্ট, হইও না তায়॥
কিম্বা বিষ বর্ষী বাক্য, কেহ যদি কয়।
তাহাতেও দুঃখ যুক্ত, ক'রো না হৃদয়॥
যাহার যে রূপ আছে, স্বভাব অভ্যাস।
তাহা হ'তে সেই গুণ, হয়ই প্রকাশ॥
আমাদের কিবা ফল, করি সে বিচার।
বস্তু গুণ হ'য়ে থাকে অবশ্য প্রচার॥
অগ্নির দাহিকা শক্তি, জলে শীতলতা।
স্বাভাবিক গুণ তাহা, কে করে অন্যথা॥
প্রক্রিয়া বিশেষে যদি, হয় গুণান্তর।
কিন্তু সেই শক্তি থাকে, তাহার অন্তর।

সে সব ভাবিয়া কিছু, নাহি ফলোদয়।
নিজ গতি নিজে ভাবা উপযুক্ত হয়॥
ভব কারাগারে রুদ্ধ মায়ার শৃঙ্খলে
হইয়া আমরা আছি, কেমন কৌশলে॥
এ শিকল কাটিবারে, সদা কর যত্ন।
তা হ'লে অবশ্য পাবে মহা সুখ রত্ন॥
বিশেষতঃ ভবারণ্য, অতি ভয়ঙ্কর।
যাতনা নিকর তথা, কৃতান্ত কিঙ্কর॥
তাহাতে শরীর গৃহে, নয়টা দুয়ার।
চির বিরাজিত তাতে, অজ্ঞানান্ধকার॥
গৃহও সুজীর্ণ প্রায়, বহু ছিদ্রময়।
কাল চোর মহাবল, অতি দুরাশয়॥
প্রতি দিন প্রতি ঘরে, করিতেছে চুরি।
কি জানি কখন কার, গলে দেয় ছুরি॥
গ্রামের প্রান্তর ভাগে, বসতি যাহার।
চোরে চুরি করে যদি, সর্ব্বস্ব তাহার॥
তবে অন্য অন্য লোক, নিজ নিকেতনে।
ধন রত্ন গুপ্ত রাখে, পরম যতনে॥
পূর্ব্বাপর এই রীতি, আছে প্রচলিত।
সে নিয়ম রক্ষা করা, অবশ্য উচিত॥
দেহরূপ গেহ হ'তে, কৃতান্ত দুর্জ্জন।
প্রতি দিন জীব রত্ন, করিছে হরণ॥

আবার দুরন্ত কাল, অলক্ষিত চ্ছলে।
পরমায়ুঃ পরমার্থ, হরিছে স্ববলে॥
দুরন্ত কৃতান্ত কাণ্ড দেখি প্রতি দিন।
কি সাহসে আছ বসে, হ'য়ে ভয় হীন॥
উদ্যোগ, সাহস, যত্ন, আদি বীরগণ।
সঙ্গে লয়ে ; জ্ঞান অসি, করহ ধারণ॥
অনাসক্তি চর্ম্ম, আর, সুশীলতা বর্ম্ম।
ধারণ করিয়া ভেদ, কর রিপু মর্ম্ম॥
সতর্কে জাগিয়া সদা, যদি ডাক তাঁরে।
তবে সে কৃতান্ত অন্তে, কি করিতে পারে?
সৃজন পালন কর্ত্তা, যিনি বিশ্বময়।
তাঁহার শরণ নিলে, আর কারে ভয়?॥
কায় প্রাণ মনঃ ধন, সমর্পহ তাঁরে।
নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে সদা, আনন্দ বাজারে॥

ভ্রম ও আশা।

দেখ কি আশ্চর্য্য আহা ভ্রমের মহিমা।
কতদূর গতি তার নাহি পাই সীমা॥
নিত্য নব বাঞ্ছা কত, হ'তেছে অন্তরে।
কার সাধ্য এজগতে, আশা পূর্ণ করে?॥
নিস্বের শতেক বাঞ্ছা, হয় প্রথমতঃ।
সহস্রেতে লিপ্সা হয়, পে'লে পরে শত॥

সহস্রাধিপতি হ'লে, লক্ষে লিপ্সা যায় ।
লক্ষ পতি ক্ষিতি পতি হ'তে সদা চায় ॥
ক্ষিতি পতি হ'লে সুর পতি হ'তে মন্ ।
এই রূপ ক্রমে বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ ॥
নিয়ত বিষয় বাঞ্ছা বিদগ্ধ হৃদয় ।
যাহার, তাহার কোথা, শান্তি সুখোদয় ?
আশার মোহিনী শক্তি, অতি চমৎকার ।
সহজে বিজয় করে, হেন সাধ্য কার ? ॥
আশার প্রভাবে হয় কল্পনা উদয় ।
ভাবিতে ভাবিতে মাত্র পরমায়ুঃ ক্ষয় ॥

মনে মনে করি কত, অর্থ উপার্জ্জন ।
সেই অর্থ ব্যবস্থায়, সদা ব্যস্ত মন ॥
আশার্জ্জিত, অর্থে, করি মনের মতন ।
সুরম্য হর্ম্ম্যাদি যুক্ত, মনোজ্ঞ ভবন ॥
মনোহর সরোবর, করিয়া খনন ।
তাহার তীরেতে করি, আনন্দ কানন ॥
নানাবিধ পুষ্প রাজী, রমণীয় বন ।
তাহার মধ্যেতে করি, বিলাস ভবন ॥
কত বিধ সুখ তথা, করি কুতূহলে ।
স্বাভীষ্ট সাধন সদা করি ছলে বলে ॥

পরম প্রেয়সী পত্নী, পে'য়ে মনোমত।
যতনে তুষিতে মন, সদা থাকি রত ॥
নানাবিধ বস্ত্র রম্য, স্বর্ণ ভূষণে।
সাজাই মনের মত, রাখি সুখাসনে ॥
মানসে মনোজ্ঞ পুত্র, হয় মতিমান্।
ধন বস্ত্র দানে করি, তাহার কল্যাণ।
তাহার উৎসব কার্য্যে কত আড়ম্বর।
অকাতরে ব্যয় ক'রে, হই মান্য বর ॥
স্বদেশে বিদেশে হয়, সুখ্যাতি ঘোষণা।
এই রূপে পূর্ণ করি, মনের বাসনা ॥
আবার দেখহ তথা, কি আশ্চর্য্য ভাণ।
করি কত পুণ্য কর্ম্ম, হ'তে পুণ্য বান্ ॥
পুণ্যাত্মা রূপেতে খ্যাত, হইতে জগতে।
পূজা অর্চ্চা ধুমধাম, করি কত মতে ॥
ক্ষমতা প্রকাশ জন্য, করি আয়োজন।
কত ঘটা করি, করি, দুর্গার পূজন ॥
আলোকে পুলক পূর্ণ, করি সর্ব্বজন।
সাজাই পূজার বাটী, মনের মতন ॥
প্রতিমা মনোজ্ঞ করি, সাজাই যতনে।
সাচ্চা কাম্ ভূগ্লি সাজ, আনি কত ধনে ॥
নবত তুলিয়া তাতে, রাখি বড় ডঙ্কা।
ধন্য মান্য গণ্য লোক, আর কারে শঙ্কা ?

বাই ঘোমটা মাত্র করি, যত পায়া যায়।
শক্‌পূর্ণ জন্য অর্থ, দিকে কেবা চায়?॥
চালি কলা ক্ষুদ্র শাটী, ফুল পত্র জল।
প্রকৃত পূজার বস্তু, ইহাই কেবল॥
সে সব দেখেনা লোকে, মিথ্যা আয়োজন
কিছু ভাল দ্রব্য হ'লে, সম্মুখে স্থাপন॥
এই রূপ সর্ব্ব কার্য্য, করি মনে মনে।
ইচ্ছা মত ব্যয় করি, আশার্জ্জিত ধনে॥
কিন্তু সেই সব অর্থ, নাহি বিদ্যমান।
উপার্জ্জন হওয়ার, (ও) নাদেখি সন্ধান॥
মনে উপার্জ্জন করি, করি এই ধার্য্য।
কি জানি থাকিলে হ'ত, কতই কুকার্য্য॥
যাঁহারা সুধন্য গণ্য, সদা পুণ্য মতি।
কিছু মাত্র লিপ্সা নাই, স্থিত ধন প্রতি॥
তাঁদের চিন্তায় লাভ, হয় সারাৎসার।
পরমায়ুঃ ক্ষয় মাত্র, আমাদের সার।
শত যত্ন চিন্তা চেষ্টা, করি সদা ব্যর্থ।
তাঁদের চিন্তায় লাভ, হয় পরমার্থ॥
পরম সুখেতে তাঁরা, করি-কাল ক্ষয়।
চরমে পরম পদ পান, সুখ ময়॥

লোভ।

আসক্তির সহচর, লোভ দুরাচার।
সতত করিয়া দেয়, আশার সঞ্চার॥
দুষ্পূর বাসনা মনে, হইলে উদিত।
তাহার পূরণ কার্য্যে, থাকি অবহিত॥
আশার প্রভাবে বাড়ে, দম্ভ মদ মান।
আমি গণ্য মান্য পূজ্য, সদা হয় জ্ঞান॥
আশালব্ধ সেই মান, পদ রাখি বারে।
কতই কুকার্য্যেরত হই বারেবারে॥
আশা পূর্ণ জন্য থাকে, সদা ব্যস্ত মন।
ছলে বলে কলে করি, অর্থ উপার্জ্জন॥
সদসৎ পাপ পূণ্য, না বিচারি তায়।
অর্থ উপার্জ্জন জন্য, সবি করা যায়॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম পক্ষে করি, নিজেই সিদ্ধান্ত।
টাকা পেলে কোন কর্ম্ম, কর্ত্তে নই ক্ষান্ত
অবিনাশী চিন্তা আসি, সদা করে ব্যস্ত।
হৃদাকাশ হ'তে যায়, সুখ রবি অস্ত॥
সতত অসুখ হেতু, ক্রোধোদয় হয়।
সুতরাং হিতাহিত, জ্ঞান নাহি রয়॥

কল্পনা।

মনের শান্তির জন্য, কল্পনা তখন।
বুঝায় মনেরে কত, প্রবোধ বচন॥

এই অর্থ অদ্য লব্ধ, হ'ল মনোনীত।
ইহাত অবশ্য পা'ব, আছে সুনিশ্চিত॥
এই ধন রত্ন রাজী, আছে বহুতর।
সে সব লক্ষিত বস্তু, পাইব অপর॥
ঐ সব জনকে জব্দ, করিয়াছি ছলে।
ইহাদিগকেও জিত, করিব স্ববলে॥
গ্রাম মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি, ধনে জনে, মানে
আমার সদৃশ আর, কে আছে এখানে?
কল্পনার এইরূপ, প্রবোধ বচনে।
কতই সন্তুষ্ট সদা, থাকি মনে মনে॥

অভিলাষ ও মনঃ।

সতত বিষয় সঙ্গ করিতে করিতে।
কতবিধ অভিলাষ, জন্মে সদা চিতে॥
কামনা জড়িত চিত্তে, হয় ক্রোধোদয়।
বাঞ্ছার ব্যাঘাতে ক্রোধ, অবশ্যই হয়॥
ক্রোধাচ্ছন্ন হ'লে পরে, সবারি অন্তরে।
অজ্ঞানতা আসি, বসি, পরে কিনা করে?॥
ক্রোধান্ধ হইলে লোক, হতবুদ্ধি হয়।
হতবুদ্ধি বাঁচা মরা, সমান নিশ্চয়॥

অতএব সদা মত্ত, বিষয় চিন্তায়।
যে কোনা ভাবহ কিছু, শেষের উপায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে, যত রত্ন ধন।
তাতেও বাসনা পূর্ণ, না হয় কখন॥
ধন, জন, মান, পদ, সব হয় ক্ষয়।
তথাপি বাসনা জীর্ণ, কিছুই না হয়॥
বরঞ্চ জ্বলিতানলে, ঘৃতাহুতি সম।
সমধিক বৃদ্ধি পায়, নহে উপশম॥
শতাধিক বর্ষ যদি, মনের মতন।
করহ বিষয় ভোগ হইয়া মগন॥
তথাপি বিষয় বাঞ্ছা, যাইবার নয়।
যত পায় আরো চায়, নাহি তার ক্ষয়॥
শতাধিক বর্ষ কর, বিষয়োপাসনা।
তথাপি না যায় পোড়া বিষয় বাসনা॥
ক্রমে ক্রমে দিন দিন, বাড়িতেই থাকে।
আশু লোভে মজাইয়ে, শেষে ফেলে পাকে॥
অতএব ক্রমে ক্রমে হও উপরত (১)
ভোগেতে বিষয় বাঞ্ছা, না হইবে গত॥
তিতিক্ষা ধারণা যুক্ত, বুদ্ধিকে সহায়।
করিয়া করহ চিন্তা অন্তের উপায়॥
মঙ্গলে পরমানন্দ, অমঙ্গলে দ্বেষ।
ছাড়হ এসব ভাব, মান উপদেশ॥

---

(১) উপরত—ক্ষান্ত।

ঘটনা বশতঃ হয়, মঙ্গলামঙ্গল ।
তা ভাবিয়া আমাদের, কিবা আছে ফল ॥
সংসার নির্ব্বাহ জন্য, অনাসক্ত চিত্তে ।
করহ বিষয় ভোগ, মন রাখ সত্যে ॥
যেমন প্রদীপ-শিখা, তমোনাশ করে ।
প্রকৃতোপদেশ দেখ, তাহার অন্তরে ॥
সম্মুখের তমোরাশি, করিয়া বিনাশ ।
উজ্জ্বল আলোকে স্থান, করে সুপ্রকাশ ॥
পশ্চাদ ভাগেতে আলো, না যায় তাহার ।
না নাশে পশ্চাদবর্ত্তী, ঘোর অন্ধকার ॥
কিন্তু সেই দীপ-বর্ত্তি, ফিরাইলে পরে ।
পৃষ্ঠ তমোরাশি নাশি, সমুজ্জ্বল করে ॥
পূর্ব্বের সম্মুখ ভাগ, হয় অন্ধকার ।
নাহি হয় সে আলোকে, আলোকিত আর ॥
যে দিকে আন্ধার ছিল, তাহা আলোকিত ।
হয় কি তোমার মনে, ইহা আলোচিত ? ॥
তব মনোদীপ মুখ, বিষয়ের দিকে ।
নিয়ত রেখছ কভু, না ফিরাও তাকে ॥
দেখিছ বিষয় রাজ্য, সদানন্দ মনে ।
করিছ কৌতুক কত, ল'য়ে ধন জনে ॥
জান না যে মায়া বাজি, এসব বিষয় ।
দেখিতে দেখিতে লয়, হয় সমুদয় ॥

সহসা নিবিবে কবে, কাল বায়ু পে'য়ে।
ভাবিবা তখন বসি একা বোকা হ'য়ে॥
অতএব সাবধান, হইয়ে এখন।
ফিরাও মানস-দীপ, করিয়া যতন॥
আত্ম রাজ্য দিকে তাকে, করিলে একাগ্র।
মনোমত যত সুখ, পাইবা সমগ্র॥
কোন রূপ আঘাতে না, হইলে নির্ব্বাণ (১)।
প্রশুদ্ধ আলোক হ'লে, পাইবা নির্ব্বাণ॥
সদা আত্ম দিকে জ্যোতিঃ, যবে হবে তার।
তখন বিষয় রাজ্য, হবে অন্ধকার॥
না দেখিবে ক্ষয় শীল, ধন জন মিত্র।
দিব্য নেত্রে দিব্য ধাম, দেখিবে পবিত্র॥
আশ্চর্য্য মনের জ্যোতিঃ, হইবে তখন।
পাইবা অতুলানন্দ, মনের মতন॥
বিদ্যালোকে দিব্য নেত্রে, দেখি দিব্য ধাম।
নিত্যানন্দ পে'য়ে পূর্ণ, হ'বে মনস্কাম॥
যদ্যপি মনেতে হয়, এরূপ বিচার।
" মনোদীপ ফিরান সে, অসাধ্য ব্যাপার॥
ইন্দ্রিয় নিচয় দেহে, থাকিতে সবল।
তাহাদিকে বশে রাখা, চেষ্টাই বিফল॥
অসাধ্য সাধন তাহা, সুসম্ভাব্য নয়।
ওসব কথার কথা, তাকি কভু হয়?॥ "

---

(১) নির্ব্বাণ—মুক্তি।

এইরূপ মনে ভাবি, হতাশ্বাস হ'য়ে ।
ছাড়িয়া দিওনা হালি, দিলে যাবে বয়ে ॥
ইন্দ্রিয় নিরস্ত রাখা, সুকঠিন বটে ।
সকল জনের ভাগ্যে, সম্ভত না ঘটে ॥
কিন্তু যার ঘটে আছে, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ।
হ'য়েছে কর্ত্তব্য কার্য্যে, যার চিত্ত শুদ্ধি ॥
ইন্দ্রিয় স্ববশে রাখি, সেই সাধুজন ।
থাকেন সাত্ত্বিক সুখ-সাগরে মগন ॥
তুমিও সময়ে সদা, সাবধান হও ।
সাধু সঙ্গ সৎশাস্ত্র, উপদেশ লও ॥
ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে, মজিও না ভোগে ।
তাদিকে রাখিবে বশে, সদা যাগেযোগে ॥
সাধু মতে শুদ্ধ পথে, করিলে চালনা ।
হইবে ইন্দ্রিয় বশ, পুরিবে কামনা ॥
কিন্তু মনঃ প্রবোধ না, মানে সে আশায় ।
যত সুখ বৃদ্ধি হয়, তত আরো চায় ॥
কখনই সুখভোগে, ক্ষান্ত নহে আশা ।
ইহা বুঝি ভাব মনে, সেই জন্য আসা ॥
ভাবিতে ভাবিতে সদা, সেই পরমেশে ।
সার সুখ পে'লে আশা, ক্রমে যাবে শেষে ।
অতুল আনন্দ যবে, হবে উপভোগ ।
তখন ছাড়িবে মনঃ, বিষয়োপভোগ ॥

বিষয় ভোগেতে সুখ, দেখ যে সকল।
এসব তড়িতালোক, সম সুচঞ্চল॥
বিশেষতঃ দুঃখ রাশি, জড়িত এসুখ।
কণামাত্র সুখ আর, সকলই দুঃখ॥
অতএব ক্রমে ক্রমে, হও উপরত।
একটু ভেবে দেখ মনে, দিন প্রায় গত॥
শেষের দুরন্ত দিন, নিকটস্থ প্রায়।
ভাবিয়া এখনো ভাব, তাহার উপায়॥
করিছ এখনো কার্য্য, যাতে মন যায়।
করিতে হইবে শেষে, সদা হায় হায়॥
উষ্ণশোণিতের জোরে, না বুঝিলে মর্ম্ম।
যাহা ইচ্ছা করিতেছ, নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
যখন কৃতান্ত আসি, দিবে দরশন।
ভাবহে তখন মনে, হইবে কেমন॥
স্মরিয়ে পূর্ব্বের কার্য্য, হইবা ব্যাকুল।
ঘোর ভয় চিন্তা আসি, করিবে আকুল॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু, না পাইবা কুল।
ধন জন যৌবন না, হ'বে অনুকূল॥
অবৈধ কার্য্যের ফল, হবে প্রতিকূল।
কান্দিবা কেবল তদা, দেখিয়া অকূল॥
যার জন্য যত ক'রে, ম'লে চিরকাল।
তারাই সময় পে'য়ে অন্তে হ'বে কাল॥

পরম প্রেয়সী পত্নী, প্রিয় পুত্র কন্যা।
কিম্বা বামা মনোরমা, রূপে গুণে ধন্যা ॥
যাহার বদন পানে, চাহিবা যখন।
সেই ঘোর শোকানলে, ফেলিবে তখন ॥
যতই সাধের বস্তু, মনের মতন।
সে সব কেবল হবে, দুঃখের কারণ ॥
বিত্ত ভূমি অর্থ আদি, যা দুঃখের ধন।
এসব হইবে তব, সুদুঃখের ধন ॥
সে সব স্মরিয়া কত, করিবা ক্রন্দন।
পাশে আসি বসি দুঃখ, দিবেক নন্দন ॥
অতএব অত্যাসক্ত, হইও না আর।
ক'রোনা নিয়ত আর, দাসত্ব মায়ার ॥
কেবল কর্ত্তব্য বোধে, কর গৃহ কার্য্য।
সতত রাখিও মনে, নিজ গৃহ কার্য্য ॥
অবশ্য পোষ্যের জন্য, কর উপার্জ্জন।
ক'রোনা সে অর্থ যেন, অপাত্রে অর্পণ ॥
রক্তজল করা অর্থ, ব্যর্থ যদি যায়।
ইহ পরকালে সার, হবে হায় হায় ॥
অর্থেই অনর্থ ঘটে, অর্থে পরমার্থ।
অর্থ মদে মজি, যেন, হারা'ওনা সত্য ॥
সতেজ ইন্দ্রিয় চয় যৌবন সময়।
নিয়তই সুখভোগে, সদা ইচ্ছা হয় ॥

মনঃ ও প্রকৃতোপদেশ

১।

সতেজঃ ইন্দ্রিয় চয়, যৌবন সময়।
নিয়তই সুখভোগে, সদা ইচ্ছা হয়॥
কষ্ট সাধ্য ধর্ম্ম কর্ম্মে, নাহি যায় মতি।
অবহেলা হয় মনে, বেদ বিধি প্রতি॥
যদিও মানসে থাকে, ধর্ম্মেতে বিশ্বাস।
তথাপি অর্জ্জিতে তাহা, না হয় প্রয়াস॥
শারীরিক সুখ কিছু, না দেখি তাহায়।
স্বভাবতঃ ধর্ম্ম কর্ম্মে, মনঃ নাহি যায়॥
বৈষয়িক সুখভোগ, বাসনা প্রবল।
সেই হেতু মগ্নমনঃ, বিষয়ে কেবল॥
নব নব ধর্ম্ম পথ, মনে হয় সৃষ্টি।
প্রকৃত ধর্ম্মের পথে, নাহি যায় দৃষ্টি॥
মনে হয় ইহাতেই, ধর্ম্ম রক্ষা হবে।
ঈশ্বরের অভিপ্রায়, এইরূপি তবে॥
হইতে পারে না কভু, একার্য্যে অধর্ম্ম।
ভ্রান্ত মতি লোকেরা, না বুঝে ধর্ম্ম মর্ম্ম॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যত, নিষেধ বিধান।
সর্ব্বকাল জন্য নয়, হয় অনুমান॥
বিশেষতঃ শাস্ত্রেযত, বিধান বচন।
কার সাধ্য সমুদায়, করে আচরণ?॥

সে সব মানিতে গেলে, গৃহীর কি চলে ? ।
সংসার নির্ব্বাহ হয়, কত কলেবলে ॥
এইরূপ মনে ভাবি, সংসারে প্রমত্ত ।
হইয়া ভুলোনা যেন, পরমার্থ তত্ত্ব ॥
উপস্থিত হবেকাল, তোমার যখন ।
মানিবেনা স্তুতি বাক্য, দুরন্ত শমন ॥
এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কিম্বা, প্রিয় বাক্য জালে ।
ভুলাইতে পারিবেনা, কালে কালে, কালে ॥
প্রার্থনা মিনতি শত, করিলে তখন ।
মানিবেনা কাল তব, প্রবোধ বচন ॥
অপেক্ষা করেনা কাল, কিঞ্চিত সময় ।
প্রাপ্তকালে কেশেধরি, লয় নিজালয় ॥
ধনী মানী গুণী যিনি, ভুবন ভিতর ।
তাঁহাকেও বলে লয়, কৃতান্ত কিঙ্কর ॥
ধনজন যৌবনকি, সহায় সম্পদে ।
রক্ষা না করিবে কেহ, সে ঘোর বিপদে ॥
মান পদ বুদ্ধিবল, মিথ্যা এসকল ।
চরমে পরম বন্ধু, ধর্ম্মই কেবল ॥

অতএব মন্, ছাড়হ এখন্,
সতত বিষয় সঙ্গ ।
বিষয় বাজারে, ফিরি বারে বারে,
কত কি দেখিছ রঙ্গ ? ॥

করিতে ব্যাপার, অস্থি চর্ম্ম সার,
সুজীর্ণ হইল অঙ্গ
রসনা বশনা, বিষয় বাসনা,
ছাড়না দেওনা ভঙ্গ ॥
কি আশ্চর্য্য খেলা, চড়ি পত্র ভেলা,
সমুদ্র পারের আশা।
নাযায় পিপাসা, নাছাড় প্রত্যাশা,
ভাবনা কিজন্য আসা ॥
হায় কি তামাসা, সহসা দুরাশা,
কর কি ভরসা পেয়ে।
দেখ নাকি মন! নিকটে শমন,
আসিছে কেমন ধেয়ে? ॥
কর প্রতিকার, অন্তে কেবা কার,
হবে হাহাকার সার।
হেলায় খেলায়, দিন চ'লে যায়;
গেলে কি পাইনা আর? ॥
যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধ, থাকিবে হৃদয়।
তাবৎ সুখদ বোধ, হইবে বিষয় ॥
ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যস্ত, তাবৎ থাকিবে।
যাবৎ প্রকৃত জ্ঞান, উদিত নহিবে ॥
জ্ঞানালোকে আলোকিত, হলে হৃদাকাশ
থাকেনা তখন আর, বিষয় প্রয়াস ॥

প্রকৃত সুখের বোধ, হয় যে তখন।
অকর্ত্তব্য কার্য্যে আর, নাহি যায় মন॥
নিত্য নিত্য নিত্যানন্দ, উপভোগ হয়।
সে আনন্দ সমীপে কি, অন্য সুখোদয়?॥
সাংসারিক সুখ, দুঃখ-রাশি আচ্ছাদিত।
জ্ঞানি জনে তাহাতে কি, হয় আমোদিত?
দীন দুঃখী অসহায়, কিম্বা নৃপমণি।
উভয়েরি সুখ দুঃখ, তুল্য দেখ গণি॥
যে পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যু-ভয় নাহি যায়।
প্রকৃতানন্দের দেখা, তাবৎ নাপায়॥
স্বর্গ সুখ ভোগেবাঞ্ছা, সকলেরি হয়।
স্বর্গ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান, সকলেই কয়॥
স্বর্গীয় রাজ্যের রাজা, দেব পুরন্দর।
মর্ত্ত্যের জঘন্য জন্তু, দেখ যে শূকর॥
উভয়ের সুখ দুঃখ, প্রায়শঃ সমান।
বিচারিয়া দেখ মনে, করি অনুমান॥
অমৃত পানেতে তৃপ্তি, ইন্দ্রের যেমন।
শকৃৎ* ভোজনে তৃপ্ত, শূকর তেমন॥
অতি প্রীতি প্রদা যথা, ইন্দ্রাণী সুন্দরী।
তাদৃশ আনন্দ দাত্রী, কুরূপা শূকরী॥
মরণ ভয়েতে ভীত, উভয়েরি প্রাণ।
অন্যান্য ইন্দ্রিয় ভোগে, তুল্য সুখ জ্ঞান॥

*শকৃৎ— মল, বিষ্ঠা

তবে আর বৃথা কেন, এসুখ কারণ।
নিয়ত আসক্ত থাকি, হারাও জীবন॥
ক্ষণ-ভঙ্গ সুখ জন্য, করি বহু ক্লেশ।
হারাও সর্ব্বস্ব কেন ? নাভাবিয়া শেষ॥
অগ্নির মনোজ্ঞ মূর্ত্তি, দেখিয়া পতঙ্গ।
সুখ আশে মহাহর্ষে, করে তার সঙ্গ॥
সুভোজ্য ভোজন জন্য, দেখ মীন গণ।
বড়িশা বেষ্টিত মাংস, করে যে ভক্ষণ॥
অগ্নির দাহিকা শক্তি, জানেনা পতঙ্গ।
সেই জন্য লোভে পড়ি, দেয় তাতে অঙ্গ॥
মীন ও বড়িশ বার্ত্তা, কিছুই নাজানে।
সেই হেতু লোভে ম'জে, মরে শেষে প্রাণে॥
আমরা এসব বার্ত্তা, জানিয়া শুনিয়া।
নিয়ত কুকার্য্য করি, বিষয়ে মাতিয়া॥
বিপদ্ জড়িত যত, বিষয় কামনা।
পূরণ করিতে কত, করি উপাসনা॥
লোভে পড়ি বদ্ধ হই, যত বার বার।
ততই দুরাশা আরো, হয় অনিবার॥
মায়া মোহে মত্ত হ'য়ে, সানন্দ হৃদয়ে।
নিয়ত ইন্দ্রিয় সেবা করি, ভ্রান্ত হ'য়ে॥
আমরা বিশেষ জ্ঞানে, হ'য়ে অধিকারী।
কতই কুকার্য্য করি, শেষ না বিচারি॥

ধিক্ ধিক্ আমাদের, মনুষ্যত্ব ভাণ।
পতঙ্গাদি অপেক্ষা ও, হ'লেম অজ্ঞান ॥
নাজানি তাহারা মজে, আমরা জানিয়া।
কি আশ্চর্য্য অজ্ঞানতা, দেখহ ভাবিয়া ॥
কেবল ইন্দ্রিয় সুখে, উন্মত্ত হইয়া।
সব হারা'লেম আহা, মায়ায় মজিয়া ॥
হায় হায় মায়াময়, বিষয় বাসনা।
পুরাইতে করি কত, পর উপাসনা ॥
যাতনা লাঞ্ছনা নিত্য, তথাপি কামনা।
ভুলে ও করিনা মনে, ঈশ আরাধনা ॥
অতএব অর্থপদ, সম্ভ্রম যৌবনে।
মজিয়ে করো'না হেলা, কভু ধর্ম্ম ধনে ॥
সুভীষণ ভবার্ণব, পারের সময়।
ধর্ম্ম বিনা এসংসারে, কেহ কারু নয় ॥
ধর্ম্মই পরম বন্ধু, ইহ পর কালে।
ধর্ম্মাস্ত্র ধরিলে পরে, কি করিবে কালে ? ॥
"যৌবনে সংসার সুখ করি উপভোগ।
শেষ কালে ধর্ম্মে দিব, সদা মনোযোগ" ॥
এই ভাবি স্বেচ্ছাচারে, হইওনা রত।
জানকি ? কখন হবে, সেই কালাগত ? ॥
নানা সুখ প্রলোভনে, আসক্ত থাকিলে।
শেষের উপায় চিন্তা, কিছু না করিলে ॥

সংসার আবিল্য জন্য, সদা ছলে ব্যস্ত।
সেই জন্য হয় নাই, যা ছিল মনস্থ॥
একথা বলিলে সেই, দুরন্ত কৃতান্ত।
কিঞ্চিৎ কালের জন্য, নাহইবে ক্ষান্ত॥
এসব বুঝিয়া হও, সদা সাবহিত।
সময়ে করহ কার্য্য, যাহা হয় হিত॥
কল্য যা করিতে হবে; তাহা অদ্য কর।
পরাহ্নের কার্য্য চয়, পূর্ব্বাহ্নে আচর।
ইন্দ্রিয় সবল আছে, বলিষ্ঠ শরীর।
ক্ষান্তি ধৈর্য্য বুদ্ধি দ্বারা, কর চিত্ত স্থির॥
সাংসারিক কার্য্য কর, অনাসক্ত চিত্তে।
প্রতিক্ষণ প্রতি কর্ম্মে, মনঃ রাখ সত্যে॥
নতুবা যখন হবে, সুজীর্ণ অবস্থা।
তখন কিহবে আর, শেষের ব্যবস্থা?॥
শারীরিক সুখ তদা, কিছু না থাকিবে!
দেহ মনঃ অবিরত, জ্বালায় জ্বলিবে॥
সদাক্ষুধা ক্ষণ ক্রোধ, ভ্রান্তি পদে পদে।
তখন কি যাবে মনঃ, পরমেশ পদে?॥
হৃদয়ের একাগ্রতা, হবে কি তখন?।
যখন সমান হবে, জীবন মরণ॥
উৎকণ্ঠা যাতনা জ্বালা, হবে অনুক্ষণ।
তখন কি হবে বিভু, চরণ স্মরণ?॥

বিশেষতঃ সে অবস্থা, পাইবে নিশ্চয়।
ভেবেদেখ সেবিষয়ে, কি আছে প্রত্যয়
অনিয়ত কাল তাহা, লোক বোধাতীত।
সতত দেখিয়া নেত্রে, হওনাকি ভীত ?।
যদি মনেকর অন্ত, সময়ে স্মরিবে।
সেভ্রমে পড়িলে পরে, সব হারাইবে॥
শেষের ভীষণদিন, পড়িলে অন্তরে।
অসুরেরো অঙ্গ কাঁপে, কি করিবে নরে
এ অঙ্গ হিমাঙ্গ হবে, যাবে বুদ্ধিবল।
ইন্দ্রিয় নিস্তেজঃ হবে, শরীর বিকল॥
কফেকণ্ঠ রোধ হবে, না সরিবে বাক্য।
তখন কি হবে আর, মনঃ প্রাণ ঐক্য ?
জগদীশ দিকে চিত্ত, যাবে কি তখন ?।
কান্দিবে যখন পার্শ্বে, প্রিয়া পুত্রগণ॥
সংসারের সুখসজ্জা, ছাড়িতে হইবে।
তখন এসব দেখি, স্থির কি থাকিবে ?॥
বরঞ্চ তখন আর, না দেখিয়া কূল।
পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরি, হইবা ব্যাকুল॥
শারীরিক মানসিক, বৈষয়িক যত।
যাতনা আছে, তা হবে, সে সময়ে শত
হবে না তখন কিছু, একথা নিশ্চিত।
সময় থাকিতে কার্য্য, কর সমুচিত॥

জাগ্রৎ স্বপনে সদা, রাখিয়া অন্তরে।
হৃদাসনে ভক্তি পুষ্পে, পূজ পরাৎপরে।

কুসুম মালিকা।

সদা* কেবল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে আছ রত।
কর যে কার্য্য যখন হয় নিজ মনোমত॥
আশু তাহাতে পাইয়া সুখ হও হরষিত।
ভাস অপার আনন্দনীরে হ'য়ে বিমোহিত॥
ভাব তখন মনেতে কত আছ কুতূহলে।
ইহা ভাবনা অন্তরে-ক্রমে গেলে রসাতলে॥
আছ আমোদ প্রমোদে মত্ত সানন্দ অন্তরে।
ভাব এইরূপ কত সুখ পাব পরে পরে॥
কিন্তু কি ভ্রমে পতিত হ'য়ে আছ রাত্রি দিন।
ইহা ভাবনা চলিয়া গেল তোমার যে দিন॥
দেখ ভবে এসে দেশে দেশে কত শত জন।
কত সন্ধান করিয়া করে অর্থ উপার্জ্জন॥
কেহ কোটীশ্বর নরবর কেহ লক্ষপতি।
কারু কি সুন্দর কলেবর যেন রতিপতি॥
কারু বীরদাপে ভূমি কাঁপে সবে পায় ত্রাস।
কারু বহু মূল্য বে'শ্ বেশ্ মুখে মৃদু হাঁস॥
কিন্তু কতিপয় দিনাত্যয় হ'লে পরে শেষে।
ক্রমে সব যায় পড়ে দায়, ফেরে দেশে দেশে॥

* প্রত্যেক পংক্তির প্রথম শব্দ গুলি অতি দ্রুত, পরের পংক্তি নিচয় ত পড়িলে সুশ্রাব্য হয়।

যদি থাকে ধন এ যৌবন থাকেনা কখন।
যায় রূপচ্ছটা যত ঘটা, আর কতক্ষণ ? ॥
যদি থাকে মাটী পরিপাটি যায় দেহ গর্ব্ব।
আহা বুদ্ধি বল যে সকল সব হয় খর্ব্ব ॥
দেখ এইরূপ অপরূপ রূপে সব যায়।
হয় চরমে পরম কষ্ট সদা হায় হায় ॥
যদি বাসনা তোমার থাকে লভিতে উন্নতি।
যদি বিষম যাতনা হ'তে পাবে অব্যাহতি ॥
যদি দুঃখের ভয়েতে ভীত হয় তব প্রাণ।
যদি লালসা মনেতে থাকে পাইতে কল্যাণ ॥
যদি মনুষ্য মধ্যেতে গণ্য হ'তে থাকে মন।
যদি সম্ভ্রম সম্মান পদ চাও যশো--ধন ॥
তবে পরম পবিত্র চিত্তে পরমেশে ডাক।
সদা বিহিত বিধান মতে তাঁতে রত থাক ॥
কর তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সদা শুদ্ধ মনে।
ভাব তাঁহার মহিমা গুণ থাক সাধু সনে ॥

আক্ষেপোক্তি।

কি আশ্চর্য্য! এখনও, সতর্ক হইয়া।
নিয়ত বিষয়াসক্তি, না ত্যজি মজিয়া ॥
সতত ইন্দ্রিয় সেবা, রত সবিশেষ।
ইচ্ছামত কর্ম্ম করি, না ভাবিয়া শেষ ॥

শোণিতের অত্যাধিক্য, হেতু হ'য়ে মত্ত।
হারা'লেম দয়া ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রদত্ত॥
স্বার্থ হেতু বিচার না, করি সত্যাসত্য।
ভ্রমেও ভাবিনা মনে, পরমার্থ তত্ত্ব॥
সুখোপায় হেতু ভূত, ইন্দ্রিয় নিচয়।
বশীভূত না রাখায়, কত দুঃখোদয়॥
হতেছে কুকর্ম্মে মতি, সদা পায় পায়।
ভাবিনা যে কি হইবে, অন্তের উপায়॥
কামাদি রিপুর বশ, হইয়া সতত।
কত ঘোর কার্য্য করি, হ'য়ে জ্ঞান হত॥
ইন্দ্রিয়োত্তেজনা হেতু, নিয়ত বিব্রত।
তাদেরি দাসত্ব করা, হইয়াছে ব্রত॥
হায় কি হইবে আহা, চরমের গতি।
তাহার উপায় কিছু, না দেখি সম্প্রতি॥
এই উষ্ণ-শোণিত কি, শারীরিক বল।
এই ধন-গর্ব্ব কিম্বা, প্রতাপ প্রবল॥
এই পদ, মান, তেজঃ, কিম্বা এ প্রভুত্ব।
এই সব পুত্র মিত্র, কিম্বা প্রিয় ভৃত্য॥
সবল ইন্দ্রিয় আদি, থাকিবে কি আর?।
কিছু দিন পরে সব, হবে ছার খার॥
স্বকীয় কুকার্য্য স্মরি, সদা হাহাকার।
করিবা বক্ষোহে চক্ষে, দেখি অন্ধকার॥

করিলা ইন্দ্রিয় সুখ, কতই প্রকার।
ধরিলা স্বকার্য্য হেতু, অদ্ভুত আকার॥
জানিও এসব মাত্র, ইন্দ্রিয় বিকার।
কেবল মায়ার কার্য্য, অন্তে কেবা কার?॥
অনিত্য সংসার তত্ত্ব, সত্য জ্ঞান করি।
সকলই মিথ্যা হ'ল, উপায় কি করি॥
এখনো অন্তরে বোধ--করি সুখ--করি।
কিছুতেই প্রবোধ না, মানে মনঃ-করী॥
অনিত্য আমোদে মত্ত, বৃথা কাল হরি।
ভাবিনা অবশ্য হবে, করিতে শ্রীহরি‡॥

আত্ম সমর্পণ।

সব যায়, হায় হায়, কি উপায়, হইবে।
মায়াময়, বস্তু চয়, বুঝি ক্ষয়, করিবে॥
মনে ভাবি--দুঃখ ভাবি, সদা ভাবি, চাইনা।
কি দুর্দ্দশা, বাড়ে আশা, কৈ ভরসা, পাইনা॥
মনে করি, পরিহরি; মনঃ--করী, মানে না।
যত পায়, আরো চায়, সদুপায়, শুনে না॥
লোভে ডুবি, খাচ্চি খাবি, এবে ভাবি, মরিরে।
আগে হা'ল, ছে'ড়ে পা'ল, দিলে বা'ল, তা কি ফিরে?॥
পারাবার, কি দুষ্পার! তা(য়) সাঁতার, জানিনা।
হবে হায়, কি উপায়, সদুপায়, মানি না॥

‡ গমন।

হা'ল —নৌকার গতি বা পার্শ্ব। (প্রায়শঃ মাঝিরা বালি বা বাউলি কহিয়া থাকে।)

সুখাশায়, পড়ি তায়, প্রাণ যায়, মরিলাম।
যে ইন্দ্রিয়, অতি প্রিয়, সে দুষ্ক্রিয়, মানিলাম॥
দয়াময়, এ সময়, নিরাশ্রয়, তনয়ে।
কৃপা করি, পদ তরি, দিলে তরি, এ ভয়ে॥
ভব-ভয়, অতিশয়, ক্রমে ক্ষয়, হইলাম।
ঘোর দায়, অনুপায়, তব পায়, ধরিলাম॥
কর পার, এইবার, কত আর, সহিব।
প্রাণ যায়, হায় হায়, কি উপায়, করিব॥
কায়মন, সমর্পণ, শ্রীচরণ, নলিনে।
রক্ষ তাত! বিশ্বনাথ! এ অনাথ, সুদীনে॥

সখেদ প্রার্থনা।

হায় প্রভো! দীন নাথ! দীন দয়া ময়!।
সদয় হইয়া দাসে, দাও পদাশ্রয়॥
নিয়ত বিষয়াসক্তি, হর, হর মায়া।
দয়া করি দাও হরি, দাসে পদচ্ছায়া॥
অজ্ঞান আন্ধারে, আর, রব কত কাল।
এইযে নিকট হ'ল সে বিকট কাল॥
কবে ছিন্ন হবে প্রভো! এই মায়া জাল।
দূরহবে সব দুঃখ, ঘুচিবে জঞ্জাল॥
পতিত পাবন নাম, জানিহে তোমার।
পতিত তনয়ে নাথ! করিবেনা পার?॥

মায়া বারি-যুক্ত ঘোর, ভব সিন্ধু জলে।
প'ড়েছি উদ্ধার নাথ! নিজ সুত ব'লে॥
কামাদি রিপুরা নক্র* মৎস্য সর্প সম।
দিতেছে সতত প্রভো! যাতনা বিষম॥
হয়েছে কুকর্ম্ম শাস্তি, বাকি নাই আর।
নিজ গুণে দয়া ময়! করহে উদ্ধার॥
কতই যাতনা আর, সব বার বার।
সুত ব'লে কর নাথ, এক বারে পার॥
হ'লেম শরণাপন্ন, তোমার চরণে।
দিওনা দিওনা মতি, কুকর্ম্মাচরণে॥
রিপু ছয় ক'রে জয়, তোমার চরণ।
স্মরণ করিতে যেন, সদা থাকে মন॥
কুকার্য্য করিতে বাঞ্ছা, ভ্রমে ও নাহয়।
করিতে পারিহে যেন, ইন্দ্রিয় বিজয়॥
দয়াময়! জ্ঞান ময়! নিত্যানন্দ ময়!।
করহে দুষ্কৃতি দূর, নাশ ভব ভয়॥
ত্রৈলোক্য তারণ প্রভো! ত্রিভুবন পতি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে তুমি, অগতির গতি॥
অগতি পতিত এই, নরাধম জনে।
কৃপা করি দিও স্থান, তব শ্রীচরণে॥
শয়নে স্বপনে যেন, লই তব নাম।
এই বার পূর্ণ যেন, হয় মনস্কাম॥

কুম্ভীর।

ভক্তি স্তুতি নীতি মতি, কিছুই ত নাই ।
সুত ব'লে শ্রীচরণে, স্থান যেন পাই ॥
ফেলনা স্ব সুতে পাকে, আর বারে বারে ।
কিছু স্থান দিও নাথ ! আনন্দ বাজারে ॥
তথায় ব্যবসা যেন, হয় তব নাম ।
সতত দেখিব নেত্রে, তব দিব্য ধাম ॥
কোথা ওহে দীন নাথ, দীন দয়া ময় ।
নিরুপায় জনে হও, স্বগুণে সদয় ॥
ভক্তি স্তুতি নতি মতি, বিহীন তনয় ।
অসীম করুণা গুণে, দাও পাদাশ্রয় ॥
সগুণে স্বগুণে তরে, স্বীয় ক্ষমতায় ।
তোমার করুণা প্রভো ! কিবা আছে তায় ? ॥
যদি এ পতিত তমে, পার কর ভবে ।
পতিত পাবন নাম, জানা যাবে তবে ॥
কাতরে করুণা কর, কমল লোচন ।
করাল কৃতান্ত ভয়ে, কম্পিত জীবন ॥
দিন দিন তনু ক্ষীণ, হীন মতি হায় ।
হ'তেছে কাঁপিছে অঙ্গ, কহিব কাহায় ॥
কৃপা কর ! কৃপা কর, কাতর কিঙ্করে ।
কি ক'রে সুঁপিবা যমে, বান্ধাবা কিঁ করে? ॥
করেছি কুকর্ম্ম কত, আর কিবা বাকী ।
নিজ কর্ম্ম ফলে ভোগী, কারে কব বা কি ॥

পদ তরি দিলে হরি, তরি এই বার।
হয়েছে সংসার সুখ, যা ছিল হবার॥
কি করি ও হরি মনঃ--করী অনিবার।
এখনো সংসারে সুখ, ভাবে বার বার॥
অসার ভাবিয়া সার, কিছু নাহি পায়।
ভাবেনা এখনো সার, কি হবে উপায়॥
হ'তেছে কুকর্ম্মে মতি, সদা পায় পায়।
অধম তনয় স্থান, পায় যেন পায়॥
কেহ পায় রাজ্য পদ, শ্রীপদ কৃপায়।
কুকার্য্য করিয়া পদ, কে কোথায় পায়?॥
কিন্তু তব শত্রু মিত্র, সম বিশ্ব পতি।
এই মাত্র আশা তুমি, অগতির গতি॥
অগতি পাতকী এই, নরাধম জনে।
কৃপা করি, দাও মতি, তব শ্রীচরণে॥
ক্ষমতা বিহীন সুত, সম্বল রহিত।
কান্দিবে কাহার কাছে, কে করিবে হিত?॥
জনক নিকটে জোর, যত খাটে জানি।
ত্রিভুবনে আর কেহ, নাহি অনুমানি॥
অতএব পিত তব, শ্রীপদ নিকটে।
প্রার্থনা চরণ তরি, পাই ভব তটে॥

সম্পূর্ণ।

হীরকচূর্ণ নাটক।

THE DIAMOND DUST.

A Drama In Five Acts.

BY AN ACTOR.

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার"

হেমচন্দ্র।

"কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা-সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী
নীরব রবাব বীণা, মুরজ, মুরলী;"

মাইকেল।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত

সন ১২৮২ সাল।

PRINTED BY Mathuranath Chatterjee. 14 Goa Bagan Street,
Calcutta. The New Sanskrit Press.
PUBLISHED BY Amritalal Bose. 149 Shambazar Street,
Calcutta.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

মল্হার রাও গাইকোয়াড়	...	বরদার মহারাজা।
দামোদর পন্থ্	... ...	এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারী।
মদন, আমান	... ...	ভদ্রলোক।
কর্ণেল্ ফেয়ার্	...	বরদার রেসিডেণ্ট।
স্যর্ লুইস্ পেলি	...	বরদার নূতন রেসিডেণ্ট্।
মহারাজা জয়পুর, মহারাজা সিন্ধিয়া, স্যর্ রাজা দিনকর রাও, স্যর্ রিচার্ড্ কুচ্, স্যর্ রিচার্ড্ মিড্, মাষ্টার মেল্ভিল	...	কমিসনারগণ।
সার্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইন্	... ...	গাইকোয়াড়ের পক্ষ ব্যারিষ্টার
মাষ্টার স্কোবল্, মাষ্টার ফিলিপ, মাষ্টার উইলসন	... ...	এড্ভোকেট্ জেনেরেল্।
ডাক্তার স্যুয়ার্ড্	... ...	বরদার ডাক্তার।
মাষ্টার সুটার্	... ...	বম্বে পুলিষ কমিসনার।
হেমচাঁদ ফত্তেচাঁদ	....	রত্নবণিক।
পিক্রু, রাওজি, আব্দুল্	.. ...	রেসিডেন্সির ভৃত্যগণ।
শশুর	...	এক জন বঙ্গদেশীয় মহাজন।

রেল্ওয়ে কর্ম্মচারীগণ, ভৃত্যগণ, ইংরাজসৈন্যগণ, উকিল, ইণ্টরপ্রিটর ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মী বাই	... ...	কনিষ্ঠা রাজমহিষী।
কুমা বাই	... ...	রাজকন্যা।
আমিনা	... ...	আয়া।

এক জন উদাসিনী।

গাইকোয়াড় নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ অন্তঃপুর।

(লক্ষ্মীবাই ও মহারাজ মল্‌হার রাও আসীন।)

লক্ষ্মী। মহারাজ! দুঃখিনী, রাজ মহিষী হওয়ার যোগ্যা নয়; আর আর মহিষীরা আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুন্দরী। তাঁরা রাজ-কন্যা, কিসে আপনার মনস্তুষ্টি হয় সে সব ভাল জানেন। আমি দুঃখীর মেয়ে, তার কিছুই জানিনে, তাই বলে কি অধীনীকে একে-বারে ভুলতে হয়? দাসীকে আপনিই বড় করেছেন; তবে কেন নাথ, দাসী আজ চারদিন রাজচরণ দর্শন পায় নি?

রাজা। প্রেয়ে! কেন আমাকে বৃথা গঞ্জনা দেও? তুমি কি জান না যে আমি তোমাকে কত ভাল বাসি? তোমার তুল্য সুন্দরী আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; বিশেষ তোমা হতে আমার বংশ রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। আমি এত দিন পুত্র মুখাবলোকন সুখে বঞ্চিত ছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় তোমা হতে আমি সেই অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেছি। তোমায় আমি ভুলবো? আহা!

যে দিন তুমি, সজল নয়নে আমার হাতে ধরে বল্লে—"নাথ! আমার গর্ভে রাজ পুত্রের উদয় হয়েছে, আর আমাদের প্রণয় গোপন রাখা কর্ত্তব্য নয়। আপনি আমাকে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ করুন্।" সে দিনকার সেই মধুময় বচন আর সলজ্জ ভাব আমি ইহ জন্মে ভুল্‌ব না,—তবে আজ কাল আমার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই, রাজ্য সংস্করণ বিষয়ে দিবারাত্র পরিশ্রম কত্তে হচ্চে, সেই জন্যই এই কয় দিন তোমার সহবাস সুখ লাভে বঞ্চিত ছিলাম।

লক্ষ্মী। নাথ! রাজ্যে এমন কি বিশৃঙ্খলা ঘটেছে যে, তা নিবারণ করবার জন্যে আপনাকে অহোরাত্র পরিশ্রম কত্তে হচ্চে?

রাজা। বিশৃঙ্খলা এমন বিশেষ কিছুই নয়। কেবল কতক গুলি কুলোকের ষড়যন্ত্র ও প্রলোভনে বশীভূত হয়ে জন কয়েক প্রজা আমার বিরুদ্ধে ইংরাজ বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করে; তা এক্ষণে আমি তাদের সকলকে আহ্বান করে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেছি।

লক্ষ্মী। তবে বোধ হয় এ গোলযোগ এখনকার মত এক প্রকার মিট্‌লো, তা এখন দুএক দিন অন্তঃপুরে থেকে বিশ্রাম করুন্ না।

রাজা। প্রিয়ে! এ গোলযোগ ইহ জন্মে মিট্‌বার নয়। যে দিন ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে, সেই দিন হতেই গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছে; সে সূর্য্য পুনরুদিত হওয়ারও আর আশা নাই; আমাদের দুঃখেরও শেষ হওয়ার আশা নাই। এখন আমাদের রাজ সম্বোধন কেবল নাম মাত্র। যখন রাজা হয়ে এক জন সামান্য রেসিডেন্টের খেল্‌নার পুতুল হয়ে থাকতে হচ্চে, তখন এ বৃথা রাজ মুকুট শিরে ধারণ করে, সং সেজে সিংহাসনে বসা অপেক্ষা, জটা বল্কল ধারণ করে বনে বাস করা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

লক্ষ্মী। ভাল, নাথ! সাহেব আপনার উপর এত বিরক্ত কেন? আপনি কি তাঁর সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন না?

রাজা। বন্ধুভাবে। দাসভাবে থেকেও তাঁর মন পেলেম না। সপ্তাহে নির্দ্ধারিত দিবসদ্বয়ে সহস্র কর্ম্ম ফেলে; তাঁর সহিত গিয়ে সাক্ষাৎ করি, এ রাজ্য সম্বন্ধীয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, তা তাঁর কোন্ পুরুষে অনুগ্রহ করেছেন যে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন? হিন্দুদের ঘৃণা কত্তে শিখেচেন, মনের সাধে ঘৃণাই করেন।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, এ ঘৃণা করায় তাঁর লাভ কি?

রাজা। লাভ,—নীচান্তঃকরণের নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। নিজের দেশে কেউ গ্রাহ্যও করে না, এখানে এসেই দেখেন—যে তাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণের কৌশল ক্রমে একটি সরল জাতি, যবন দিগের লৌহ শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে তাঁদের স্বর্ণ পিঞ্জরে আবদ্ধ রয়েছে, ভাবেন, তাঁদের নীচ দম্ভ প্রকাশের এরাই উপযুক্ত পাত্র। ইহাদের একটু সুখ, একটু উন্নতি, একটু ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লেই তাদের মনে ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হয়। কিসে এদিগকে পদতলস্থ করবে, সেই চেষ্টায় সতত বিব্রত থাকে। আমি যে কর্ণেল ফেয়ারের বিষ নয়নে পড়েছি,—ইহা ভিন্ন তার অন্য কোন কারণ নাই।

লক্ষ্মী। নাথ! সাহেব যদি মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকেন, যে আপনার সঙ্গে কখনই সদ্ব্যবহার করবেন না, তা হলে বিষম বিভ্রাট—তা হলে আপনি কদিন স্বচ্ছন্দে থাকবেন? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে কি জলে বাস সম্ভবে?

রাজা। তার সন্দেহ কি? রেসিডেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করে ইংরাজ রাজ্যধীনে কোন্ করদ রাজা নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন কত্তে পারে? তবে আমি সম্প্রতি এক শুভ সংবাদ পেয়েছি, যে গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে শীঘ্রই স্থানান্তরিত করে, এখানে এক জন সুবিজ্ঞ ভদ্র সাহেবকে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করবেন।

লক্ষ্মী। আহা! বিধাতা কি এমন দিন দেবেন! আপনার এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।

রাজা। তাঁর প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে ত অবশ্যই দেবেন। তা প্রিয়ে! এখন আমাকে বিদায় দেও; আমাকে পুনরায় রাজ সভায় যেতে হবে। রাজধানি সম্পর্কে কতকগুলি নূতন বন্দোবস্ত শীঘ্রই কত্তে হবে। এ সময় আমাকে সকল কার্য্য স্বচক্ষে দেখ্‌তে হয়। অসময়ে কাহাকেও বিশ্বাস নাই, বিশেষ দামোদরের উপর আমার অধিক সন্দেহ হয়।

লক্ষ্মী। সে কি নাথ! দামোদর, আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে কি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে?

রাজা। প্রিয়ে! তুমি নিতান্ত সরলা, তুমি জাননা যে আজ কাল ইংরাজদের সন্তুষ্ট কত্তে পাল্লেই লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। অন্ধ স্বার্থপরেরা ভ্রমেও ভাবে না যে, এরূপ তোষামোদের দ্বারা আপনাদের ফাঁদ আপনারাই প্রস্তুত করে। তা যাক্, প্রিয়ে! আর আমার বিলম্ব করা উচিত নয়; আমি এখন চল্যেম।

[প্রস্থান

লক্ষ্মী। বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে;—আর ভাব্‌লে কি হবে? আমিও যাই।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সীর গেটের সম্মুখ।

(কর্ণেল্ ফেয়ার্ ও দামোদর পন্থের প্রবেশ্।

দামো। সে সব আপনাকে কিছু বল্‌তে হবে না। আমি এত দিন রাজসংসারে কাজ কচ্চি; কাগজ পত্র, লোক জন, সব আমার হাতে; আমার অসাধ্য কি আছে? এখন আপনি ঐ দিক্ ঠিক কত্তে পাল্লেই হয়।

ফেয়ার। আমি ঠিক কত্তে পার্‌বো, তার আবার কথা? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি পাগল, আমি ত আর হিন্দুদের মত ভীরু নই যে এই সামান্য কর্ম্মে ভয় পাব। এ ত তুচ্ছ কথা, আমি মনে কল্লে এও প্রমাণ কত্তে পারি যে আমি গাইকোয়াড় বংশীয়, বরদার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আর নেটিভেরা—তাদের মধ্যে কে ইচ্ছা করে কেউটে সাপের লেজে পা দেবে? আমার হুকুম না শোনে, কার বাবার মাথার উপর এমন মাথা আছে?

দামো। তার সন্দেহ কি? আপনি রাজার জাত, এখানকার প্রকৃত রাজাই আপনি; গাইকোয়াড় শুধু নাম মাত্র সিংহাসনে বসেন। তবে কি না, কাজটা তো নিতান্ত সহজ নয়—তাই বল্‌ছি।

ফেয়ার। আমি মনে কল্লে সে সিংহাসন দুদিনে ঘুচাতে পারি। এত বড় আস্পর্দ্ধা, এত অহঙ্কার? আমার বিপক্ষে খরিতা পাঠান হয়েছে।—কিন্তু সেটী করা হবে না। আমাদের পলিসি সেরূপ নয়। আমরা যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্‌বো, তা আগেই ঠিক করে রাখি বটে; কিন্তু কাজটি এমনি ফিকিরে করি, বাইরে আড়ম্বর, বন্দবস্ত এমনি দেখাই যে লোকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারে না, বরং আমাদিগকে সুবিচারক বলে ধন্যবাদ দেয়।

দামো। তার ভুল কি? এত গুণ না থাক্‌লে কি আপনারা ভারতের একচ্ছত্র রাজা হতে পাত্তেন?

ফেয়া। তবে তুমি এখন যাও, আমিও কামরায় যাই। আর দেখ, তাও পুনিকারকে এক বার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

দামো। যে আজ্ঞে। সেলাম। কিন্তু হুজুর গরিবের বিষয় যেন স্মরণ থাকে। আমি আপনারই অনুগত।

ফেয়ার। সে বিষয় তোমায় বল্‌তে হবে না। আমার খুব মনে আছে। আমাদের কথা নড় চড় হয় না। আমরা খ্রীষ্টিয়ান্‌

আমরা মিথ্যাবাদী নই, হিন্দু নই। তুমি যা কখন স্বপ্নেও ভাব নাই, আমা হতে তাই হবে।

দামো। হুজুর! তা হলেই হলো। আপনি রাজা হন্, ইংরাজ বাহাদুরের জয় জয়কার হোক্।

ফেয়া। আচ্ছা, আমি এখন চল্লেম্।

(ফেয়ারের ভিতরে প্রবেশ)

দামো। অগ্র পশ্চাৎ না ভেবেত এই বিষম কাজে হস্তক্ষেপ করেছি, ভবিষ্যতে যে ইহার কি ফল ফল্‌বে তা একবারও ভেবে দেখিনি—আর ভাব্‌বার সময়ও নাই। অনেক আশায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি। ছেলে বেলা হতেই মনে বড় হওয়ার আশা, তার অনেক দূর সফলও হয়েছে। কিন্তু এতেও আমার তৃষা মেটেনি।—এ তৃষা মিট্‌বারও নয়—বিসূচিকা রোগীর পিপাসার ন্যায় ক্রমেই বলবতী হতে থাকে। সুখের তৃষাই মনুষ্যকে কুপথে লয়ে যায়। আমি এখনও বুঝ্‌তে পাল্লেম না, যে, এ তৃষা কত দিনে মিট্‌বে। বরদার রাজভাণ্ডার আমার গৃহে এলেই কি আমি সুখী হব? এখন ত বোধ হয়—কিন্তু সে পথ কি সহজ—ওঃ ভাব্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। স্বদেশী, হিন্দু, অন্নদাতা। ওঃ কি ভয়ানক কৃতঘ্নতা! মহারাজ মল্‌হার রাও আমাকে প্রাণের তুল্য ভাল বাসেন। তিনি ভ্রমেও কখন আমার অনিষ্ট করেন নাই। আমি কি না তাঁর মস্তকে অনপনেয় কলঙ্কের ডালি দিতে যাচ্চি; তাঁর চিরজীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত কত্তে যাচ্চি? এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হলে আমার কি দশা ঘটবে? মহারাজ আমায় কি মনে কর্ব্বেন? আমার নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবারেরা কি মনে কর্ব্বে? প্রজাগণ আমায় কি ভাব্‌বে? সমস্ত ভারতবর্ষ, হিন্দু জাতি আমার

নামে ধিক্কার প্রদান করবে। আমি জগতে অযশ কৃতঘ্নতার উপমাস্থল হব। মাত বসুন্ধরাও আমাকে স্থান দান করবেন না। কিন্তু সুখের পথে কখনই কোমল কুসুম বিক্ষিপ্ত থাকে না। আমি যখন সুখের আশায় যাচ্চি, তখন অবশ্যই কণ্টকময় পথ দিয়া যেতে হবে। তবে পরকাল—সে বাতুলের প্রলাপ—স্ত্রীলোকের বচন—মূর্খ ভীরুদের কল্পিত কথা। কবে পরকালে কি হবে ভেবে ইহ জন্মের সুখ সচ্ছন্দতার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারি না। স্বার্থ অপেক্ষা জগতে আর প্রিয়তর কি? যাই, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়। আজ আমার অনেক কাজ; ভাবলেই সাহসের হ্রাস হয়।

[প্রস্থান

(দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ)

প্রথম। আর পারা যায় না, এত মেহনত পোষায় না; আর আজ কাল সাহেবের যে মেজাজ হয়েছে। কেন বল দেখি সাহেব আজ কাল একটুতেই রেগে ওঠে? আগেত এমন ছিল না।

দ্বিতী। মেম সাহেব বিলাত গিয়েছে, সাহেব ফুট্ পড়ে আছে, কাজেই খেঁকি হয়েছে।

প্রথ। চাকরি সুখের রাজবাড়ীর। খাটুনি নেই, বুটের গুতা নেই, আর অঢেল খাওয়া দাওয়া।

দ্বিতী। বহুত তাই! আর পাওনা থোওনা? কত পাল পার্ব্বন হচ্চে, তাতে বক্‌সিসের বন্দোবস্ত কেমন? আমায় একটা রাজ-সরকারে চাকরি যোগাড় করে নিতে হবে। সেলিমকে বলব, সে আজ কাল বড় লোক হয়েছে; চিন্তে পারে ত?

প্রথ। ও কথা আর মুখে এন না। সাহেব শুন্‌লে কোড়ার বাড়ী

দেখে। ছোট সাহেব শুনেছি কলকেতায় বেড়াতে যাবে। তা হলে আমি সঙ্গে যাব। কলকেতা নাকি বড় গুলজার সহর।

দ্বিতী। অমন জায়গা কি আর আছে! আমার দাদার জামাই সেখানে এক সাহেবের কাছে চাকরি কত্তো, সে অনেক দিন সেথায় ছিল; তার মুখে যে গল্প শুনি—আজব কাণ্ড! সন্ধ্যার পর গ্যাসের আলোয় রাস্তা বাঁধা রোসনাই করে দেয়। গ্যাসের আলো জান তো—তেল নেই সলতে নেই, কলে আলো জ্বলে। চাকর বাকরকে জল তুলে মরতে হয় না; কলে জল আসচে তেতালা পর্য্যন্ত আপনি যাচ্চে। আর তাই সে কতই বল্লে মনেও থাকে না। তুমি এক দিন দাদার বাসায় যেও, তার মুখে শুনলে আর উঠতে চাবে না।

প্রথ। বোম্বাইও সহর খাসা। আমাদের এ পোড়া দেশেই কিছু নেই।

দ্বিতী। শুনচি সরকার বাহাদুর না কি রাজার ওপর হুকুম দিয়েছেন যে দেড় বৎসরের মধ্যে বরদাকে কলকেতা সহরের মত করে দিতে হবে।

প্রথ। ও বাজে কথা। এ জায়গা আবার কলকেতা সহরের মত হবে। আর তা হয়েও কাজ নেই। সহরের মত এখানে লোক কটা আছে যে অত খাজনা দেবে।

(আমিনার প্রবেশ)

ইস. আমিনা বিবি যে, ভোজ ফিরতে গেছিলে না কি?

আমি। কেন, যাব না কেন? আমার কি সখ নেই? আমি যখন বিলেতে ছিলেম, তখন রোজ হাইট পার্কে হাওয়া খেতেম।

দ্বিতী। আচ্ছা আমিনা বিবি! বিলাত সহর কেমন? কলকেতার মতন?

আমি। কল্‌কেত্তা তার কাছে আঁস্তাকুড়, সেখান থেকে ফিরে এলে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। মাইরি ভাই, এখানকার হাওয়া আর আমায় সয় না। এই দেখনা কি ময়লা হয়েছি, আর জাহাজ থেকে যখন নেবে ছিলুম, তখন দেখেছিলে ত। না তুমি বুঝি তখন হেতা ছেলেনা—দেখ্‌লে মুণ্ডু ঘুরে যেত।

দ্বিতী। ছিলুম না ভালই হয়েছে। মুণ্ডু ঘুরে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়্‌তুম্। কোন দিকে যেতে কোন দিকে যেত্তেম্। তা এবার তুমি মেম সাহেবের সঙ্গে বিলাত গেলে না কেন?

আমি। না ভাই, গেল বারে মুস্কিলে পড়ে ছিলেম্, আবার যদি সেই রকম হয় তাই গেলেম না।

প্রথ। কি, জাহাজে ঝড় তুফান পেয়েছিলে না কি?

আমি। না ভাই! সে এক মজার কথা, তা আর শুনে কাজ নেই।

দ্বিতী। কি বল না।

আমি। আর ভাই! সেখানকার এক জন সাহেব আমায় দেখে পাগল হয়েছিল। আমায় বিয়ে কর্‌বার জন্যে পেড়াপেড়ি করেছিল, তা মুখে আগুন—তাকে আমি বে কত্তে যাব কেন?

দ্বিতী। সে বুঝি তোমারই মতন সাহেব?

আমি। না, সে সেথায় এক জন বড় সাহেবের বাবুর্চি ছেল, তা সেই সাহেব নাকি অনুগ্রহ করে তাকে বাঙ্গলা মুলুকের কোথাকার মেজিষ্টার করে পাঠিয়েছে। তার এখন খুব দবদবা। বাবুর্চি না কি শীগ্‌গির আমাদের সাহবের মত বড় লোক হবে।

প্রথ। আ মরি হা! আমিনা বিবি! এমন দাঁও ছেড়ে দেয়, তখন যদি বাবুর্চি সাহেবকে বিয়ে কত্তে, তা হলে এখন মেজেষ্টারণি হয়ে সাহেবের বগ্‌লে বাদুড় ঝোলা হয়ে হাওয়া খেতে পার্‌তে

(ত্রস্তভাবে তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ

।। বেশ, যা হোক, মেয়ে মানুষের সঙ্গে খোস্ গল্প করবার এই ঠিক সময়, ও দিকে যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তার খবর রাখ না।

সকলে। (ব্যগ্রভাবে) কি, হয়েছে কি?

তৃতীয়। এখন জিজ্ঞাসা কল্লেন "হয়েছে কি?" সাহেব আজ সরবৎ খেয়েই ঢলে পড়েছেন। মহা-ভয়ী হচ্চে। সাহেব বল্‌চেন সরবতে বিষ মিশান ছিল। এখন শীগ্‌গির এস, সব চাকরকে তলব হয়েছে।

দ্বিতী। চল।

আমি। খোদা জানে।

[সকলের ত্রস্তভাবে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কর্ণেল ফেয়ার চেয়ারে উপবিষ্ট, একদৃষ্টে মেজোপরিস্থিত গেলাস দর্শন, ডাক্তার সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

ডাক্তা। গুড্‌মর্নিং আপনি এমন হয়েছেন কেন? মুখে চক হয়েছে

ফেয়া। (বিকৃত স্বরে) গুড্‌মর্নিং (গেলাস দেখাইয়া) ঐ দেখুন।

ডাক্তা। ইঃ তাইত্ত, গোটা লাল জাংচে যে। গেলাসে কি?

ফেয়া। আপনি জানেন যে আমি প্রত্যহ প্রাতে এক গেলাস করে সরবৎ খাই। কিন্তু আজ এক ঢোক খেয়ে আমার এই দশা ঘটেছে। পূর্ব্বে আরও দুদিন এইরূপ হয়ে ছিল, আমি ভেবে ছিলাম যে পামেলোর দোষে এইরূপ হয়। কিন্তু আজ হওয়াতে আমার কিছু

সন্দেহ হয়েছে—তাই আপনাকে সম্বাদ পাঠাইয়াছি, আপনি এক বার পরীক্ষা করে দেখুন।

সুয়া। এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে?

কেয়া। ডাকাচ্চি—খানসামা।

নেপথ্যে। খোদাবন্দ্।

(খানসমার প্রবেশ)

কেয়ার। আবদুল্লাকে ডাক।

খান। যে আজ্ঞে।

(খানসামার প্রস্থান ও আবদুল্লার সহিত প্রবেশ)

সুয়া। সরবৎ তুমি তৈয়ার কর?

আব। হাঁ খোদাবন্দ্।

সুয়া। আজকের এ সরবৎ কে তৈয়ার করেছে?

আব। খোদাবন্দ আমি।

সুয়া। এতে কি কি মস্‌লা দিয়াছ?

আব। খোদাবন্দ লেবুর রস, ওলা আর কেওড়া।

লেবু, ওলা, কেওড়া।—জল কোথাকার?

আব। খোদাবন্দ্ ফিল্‌টারের।

সুয়া। আপনি কি রূপ বোধ কচ্চেন। সব সরবৎ কি খেয়েছেন?

কেয়া। না এক চুমুক খেয়েই তামাটে লাগাতে সব ঐ স্থানে ফেলে দিয়েছি। আমার মাতা ঘুরিতেছে বুক ধড় ধড় কচ্চে।

সুয়া। তাইতো। আচ্ছা খান্‌সামা লেবু কোন গাছের জান?

আব। এই রেসিডেন্সির বাগানের।

সুয়া। আচ্ছা ও গাছের তলায় কি কখন সাপ দেখা যায়?

আব। কৈ খোদাবন্দ্ তা তো কখন দেখিনি।

সুয়া। তাইতো, জল কি তাঁবার ডোলে তোলা হয়েছিল?

আব। না খোদাবন্দ চামড়ার ডোলে।

সুয়া। তুমি ঠিক জান?

আব। ঠিক খোদাবন্দ।

সুয়া। তাইতো—তুমি কি আফিং খাও?

আব। না খোদাবন্দ।

সুয়া। তোমার বাপ খাইত?

আব। না খোদাবন্দ তিনি কোন নেসা করিতেন না কেবল গাঁজা খেতেন।

সুয়া। তাইতো, তাইতো, গেলাসে কি কিছু নাই?—এই যে এট্টু খাকৃরি আছে (গেলাস দেখিয়া) বস্, পাল্কি হইতে আমার বাক্স আর কেতাব লয়ে এস।

[খানসামার প্রস্থান।

কেয়া। হাঁ, আর সরবৎ ও স্থানে ফেলেছি। দেখুন ও যদি আবশুক হয়। আবদুল্লা ও খানকার মেজে চাঁচিয়া লয়ে এস (আবদুল্লার তথা করণ)।

(বাক্স ও পুস্তক লইয়া খানসামার পুনঃ প্রবেশ)

সুয়া। (পুস্তক দেখিতে দেখিতে) খানসামা খানিক কয়লার গুড়া লয়ে এস।

(খানসামার প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

এনেছ, দেখি। (গেলাসের মধ্যে চাঁচা মাটি ও কয়লার গুড়া প্রদান ও পুনঃ পুস্তক পাঠ) আপনার সিমৃপটমস্ দেখিয়া বোধ হচ্চে আপনি আরসেণিক খাইয়াছেন, তা চারকোল

আরসেনিকের চমৎকার এণ্টিডোট্ আপনি একটু কয়লার গুড়া খান।"(কেয়ারের কয়লার গুড়া ভক্ষণ)——(Experiments with the sediment in a test tube on a spirit lamp and looking the test tube with a magnifying glass) এ গুলো অক্টোহিড্রাল বোধ হচ্চে না (পুস্তক পাঠ) "This is the usual crystaline form of white Arsenic. The crystals are transparent and are usually regular Octohedrons" এযে নিশ্চয়ই আরসেনিক ; এখন কপারি টেষ্ট্ বলচেন—তাইতো কপার, কপার (পুস্তক উলটান) "It dissolves in Nitric Acid : the solution posseses the following properties:— It is blue or greenish—blue: a small quantity of Ammonia produces with it a bluish—white precipitate but an excess re-dissolves it, forming a deep blue liquid." (Experiment with Nitric acid and Ammonia) কৈ তাযে হলো না।—আপনি কপারি টেষ্ট্ বলচেন কেন ? আর বলবেন না——আমি তো ঢের টেষ্ট্ করে দেখ্লেম, কৈ কপর্তো কোন মতে হলোনা। আপনার মনে সন্দেহ হয়েছিল—আমিও ভেজে/ভুজে গরম করে দুমড়ে দামড়ে আট পলে করলেম, কেম্ভাবের সঙ্গে ও মিলে গেল—আরসেনিক ও ঠিক হলো—কপার তো কিছুতেই পেলেম না ; ভাল বাড়ী গিয়ে দেখবো যদি কপার কর্তে পারি। এখন এ চক্চকে গুলো কি ? গেলাসের গুড়ো তো নয়

কেয়া। গেলাসের গুড়ো আস্বে কোথা থেকে ?

স্ময়া। না, হতে পারে—পামেলোর রসে জ্বরে গেলাসের পার্টিকেল্স্ বেরুলে ও বেরুতে পারে,—ভাল ঠাওরাতে পাচ্চিনে, তাইতো (গেলাসের মধ্যে অঙ্গুলি পেষন) এ কি ? গেলাসে, স্ক্রাচ হলো যে ? দেখি (পুনঃ স্বজোরে পেষণ) স্ক্রাচ্ইতো বটে—বস্, হয়েছে—এতক্ষণে

বুঝেছি যে আর কিছু নয় এ নিশ্চয়ই তারাবও—উঃ Arsenic and Diamond !

কেয়া। (নিম্নস্বরে) Arsenic and Diamond ! !

স্থয়া। কর্ণেল! নিশ্চয়ই কোন পাপাত্মা আপনার অমূল্য জীবনের হন্তারক হয়েছে। এতে যে পরিমান আর্সেনিক আছে, তাতে বোধ হয় বিশজন কর্ণেল বধ হতে পারে। ভাগ্যে সমস্ত পান করেন নি। উঃ প্রভুর করুণা আজ আপনাকে রক্ষা করেছে! এখন আমি ক্রেমঃ গেলাস টা নিয়ে যাই—বম্বেতে পাঠাতে হবে—ভাল করে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

কেয়া। বম্বেতে পাঠাবেন Dr. Gray র কাছে? তবে "Private and Confidential" লিখে দেবেন।

স্থয়া। কেন?

কেয়া। কারণ আছে।

স্থয়া। আচ্ছা—গুড মর্ণিং।

কেয়া। গুড মর্ণিং।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সি।

পেলি ও স্টুটার্ সাহেব উপস্থিত।

পেলি। আপনাকে আজকাল অত্যন্ত পরিশ্রম কত্তে হচ্চে, কিন্তু এ পরিশ্রম আপনার বিফলে যাবে না। কার্য্য উদ্ধার হলে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে বিশেষ সম্মান কর্ব্বেন।

স্টুটা। আমি সে আশায় এ কার্য্যে এতো পরিশ্রম কচ্চি না। যে দুরাত্মা আমার স্বদেশীয় এক জন মহাত্মার অমূল্য জীবন নষ্ট কত্তে উদ্যত হয়েছিল, সেই পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড প্রদানই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। ইংরাজ বিদ্বেষী হিন্দুর সর্ব্বনাশ করা অপেক্ষা ইংরাজের আর কি অধিক গৌরবের বিষয় আছে?

পেলি। আহা! আহা! সাধু! সাধু! প্রিয় স্টুটার্! তুমিই যথার্থ ইংরাজ। মাতঃ গ্রেট্‌ব্রিটেন্ যে কি সুকর্ণে তোমা হেন রত্ন প্রসব করেছিলেন, তাহা আমি এক মুখে বল্‌তে পারিনে। যদি ব্রিটনের সমস্ত সন্তান তোমার ন্যায় দেশ হিতৈষী ও স্বজাতি-প্রিয় হতেন, তাঁহা হইলে কি ভারত ভূমির এত দিন এত দুরবস্থা থাকিত? এক শত বৎসরের উপর ইংরাজেরা ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেছেন, এখনও, হিন্দু রাজাদের এত দূর প্রভুত্ব! এক জন সামান্য করদ রাজা হয়ে মহামান্য রেসিডেন্টের প্রাণনাশে উদ্যত! উঃ—একে রেসিডেন্ট্ তাতে আবার কর্ণেল্! মনে হলে শোণিত উষ্ণ হয়!

স্ট্রার। মহাশয়, যদি অলঙ্ঘ্য সাগর উল্লঙ্ঘন করে ভারতবর্ষে এসে কেবল সামান্য দুই এক জন চোর ধরেই ক্ষান্ত হই, এইরূপ অত্যাচারী রাজা গণকে পদানত কত্তে না পারি, তবে আমাদের জন্মই বৃথা—ভারতবর্ষে আসাই মিথ্যা। এ বজ্র-মুষ্টি কি কেবল চোরের পৃষ্ঠের জন্য সৃষ্ট হয়েছে।

পেলি। তার সন্দেহ কি, অত্যাচারার অত্যাচার হতে হিন্দুদিগকে মুক্ত কত্তেই আমাদের ভারতবর্ষে আসা। আপনি ইতিহাস খুলে দেখুন যবন ও মহারাষ্ট্রীয়রাই পূর্ব্বে ভারতবর্ষের প্রধান অত্যাচারী ছিল। সেই এক জন যবন রাজাকে আযোধ্যার সিংহাসন চ্যুত করে মহাত্মা ডেল্‌হাউসি আপনার নাম চিরস্মরণীয় করে গেছেন। এই নীচান্তকরণকে পদানত কর্ত্তে পাল্লে লর্ড্‌ নর্থ ব্রুক্‌ ও প্রাতঃস্মরণীয় হবেন। আমাদের নাম ও হিন্দুদের কিছু কালের জন্য মনে থাকবে।

স্টুটা। কিন্তু হিন্দুরা বড় অকৃতজ্ঞ। মূর্খেরা বোঝেনা যে, আমরা যে এ সকল কার্য্য কচ্চি সে কেবল তাদেরই হিতের জন্য। হিন্দু রাজগণ তাদের রিতিমত শাসন কর্ত্তে পারে না, এই জন্য সেই সকল রাজ্য আমাদের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনা,—নইলে আমাদের বৃথা ভারগ্রস্থ হওয়ার আবশ্যক কি?

পেলি। তার সন্দেহ কি।

স্টুটা। কিন্তু, আপনি দেখবেন যে সকল প্রজার হিতের জন্য এত অর্থ ব্যয় করে, এত পরিশ্রম করে, এত বুদ্ধির কৌশলে মলহার রাও দোষী কিনা, প্রমাণ করবার উদ্যোগ করা যাচ্চে, সেই সকল প্রজাগণই এর পর আমাদের কুৎসা করবে এবং "অত্যাচারীই হোক; আর যাই হোক, আমাদের মহারাজকে আমাদের দাও" বলে চীৎকার করে জ্বালাতন করবে।

পেলি। সেটা কি জানেন, হিন্দুরা নাকি এখনও অসভ্য আর

সরল প্রকৃতি, সেই জন্যই আমাদের সভ্যতার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। আর কিছু দিন আমাদের সহবাসে থাকলে সভ্য হবে, তখন আর এরূপ বলবে না।

স্টুটা। দেখুন দেখি কত বড় অন্যায়, মল্হাররাও বিনা পরিশ্রমে এতটা ধন সম্পত্তি একলা ভোগ কচ্চে, আর ইংলণ্ডে কত সুসভ্য ইংরাজ অন্নাভাবে মারা যাচ্চে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, বরদা রাজস্বের শতাংশের একাংশ হলেই মল্হাররাওয়ের যথেষ্ট হয়, বক্রি অংশ দ্বারা কত শত ইংরাজ প্রতিপালন হতে পারে। এবং তারা সুখে থাকলে পৃথিবীর কত উপকার হয়।

পেলি। যথার্থ! ভারতবর্ষের আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, ধন যথেষ্ট আছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। খোদাবন্দ্! মহারাজ আস্ছেন।

পেলি। সঙ্গে কে কে আছে?

ভৃত্য। খোদাবন্দ্ সঙ্গে আর কেউ নেই, কেবল জন কতক শরীর রক্ষক।

ভৃত্যের প্রস্থান।

পেলি। বেস হয়েছে। মাষ্টার স্টুটার আপনি যান, রাজভবনের সীমার বাহিরে যেরূপ কথা আছে সৈন্য ঠিক করে রাখুন গে, আর শীঘ্র কাপ্তেন জ্যাক্সন্‌কে বলে পাঠান যে তিনি রিতিমত সৈন্য লয়ে রাজ বাটীতে যান, আর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি শীল্ করেন।

স্টুটা। আচ্ছা! গুড্ মর্নিং—আমি আর দেরি করবো না।

প্রস্থান।

পেলি। আজকের কার্য্য যদি নির্ব্বিঘ্নে সমাধা কর্ত্তে পারি তাহা হলেই আমার মুখ রক্ষা হবে। যে সে নয়,—এক জন রাজাকে বন্দি করা, সহজে যে সম্পন্ন হয়, এরূপ বোধ হয় না। যা হোক, বরদায় আমাদের সৈন্যবল আজ কাল বিস্তর।

(মল্‌হাররাওয়ের প্রবেশ।)

আসুন মহারাজ!

রাজা। আপনি আমায় ডেকে ছিলেন, তাই একবার সাক্ষাৎ কর্ত্তে এলেম।

পেলি। বড় বাধিত হলেম—আপনার শারীরিক কুশল ত?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ। অপরাধীর অনুসন্ধানের কত দূর হল?

পেলি। আজ্ঞে সেই সম্পর্কীয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।

রাজা। এর আর কষ্ট কি। আমা দ্বারা যতদূর হতে পারে সাহায্য কত্তে প্রস্তুত আছি। সে ব্যক্তি যদি আমার বিশেষ আত্মীয়ও হয় তথাপি তার সমুচিত দণ্ড বিধান হলে আমি সুখি হব।

পেলি। আজ্ঞে এ গোলযোগের সূত্র পাত হয়ে অবধি আপনি আমাদের যেরূপ সাহায্য কচ্চেন তার জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ আছি। এখন আর একটী অনুগ্রহ কত্তে হবে।

রাজা। বলুন—

পেলি। আপনি, বোধ হয়, অবগত আছেন, যে সকল সাক্ষি বন্দি হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মহারাজকে অপরাধী বলে নির্দ্দেশ কচ্চে।

রাজা। লোক পরম্পরায় শুনেছি বটে, কিন্তু জগদীশ্বর জানেন আমি দোষী কি না।

পেলি। আমিও ইচ্ছা করি যে ইহা যেন মিথ্যা হয় এবং আপনি

পুনরায় আপনার সিংহাসনে বসে কুশলে রাজত্ব করুন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য আপনি আপনার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হবেন। আপনাকে বন্দী ভাবে অবস্থিতি কত্তে হবে এবং আমার প্রতি সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করবার ভার অর্পিত হয়েছে।

রাজা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) বন্দী—আমায় বন্দি হতে হবে—যথা ইচ্ছা, সচ্ছন্দে করুন—এক্ষণে আমি আপনারি হস্তগত।

পেলি। না মহারাজ, আমি তা পারবো না। ইংরাজ দিগকে তত নীচ প্রকৃতি বিবেচনা করবেন না। আমি আপনাকে আহ্বান করে এনেছি এবং আপনিও বিশ্বস্ত মনে এসেছেন, আপনার প্রতি এস্থানে আমি কোন অন্যায় ব্যবহার কত্তে পারিনে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্রিটিশ রেসিডেন্সির সীমা অতিক্রম করে আপনার রাজ্যে পদার্পণ করুন, তথায় লোক জন প্রস্তুত আছে, আমিও আপনার পশ্চাতে যাচ্চি, সেই স্থানে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের অনুজ্ঞা পত্র আপনার সমক্ষে পাঠ করে নিয়মানুযায়িক আপনাকে বন্দী করবো।

রাজা। মহাশয়, তার আর আবশ্যক কি? আমি যখন বিফল বাধা দিতে উদ্যত না হয়ে আমার স্বাধীনতা আপনার হস্তে অর্পণ কর্চ্চি; তখন আর আমাকে রাজমার্গে উপস্থিত করে, সর্ব্বসমক্ষে অপমান করবার প্রয়োজন? সৈন্যগণ সামান্য লোকের ন্যায় আমার বন্দী করবে—আর আমার প্রজাগণ তাই দেখবে, সেইটী কি আপনার অভিপ্রেত?

পেলি। মহারাজ! আমি আমার নিজের প্রভু নই।

রাজা। ব্রিটীশ রেসিডেন্সির মধ্যে আমি স্বাধীন,—নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ব্বো, আর সেই অমূল্য স্বাধীনতা ধন আমা হতে অপহৃত হবে। জগদীশ্বর জানেন—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু এক্ষণে কিসে তার প্রমাণ হবে?—কে আমার নির্দ্দোষীতা সাব্যস্ত কত্তে এসে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করবে? সেরূপ মিত্র মেলা দুর্লভ। এখন

সামান্য মিত্র মেলাও দুর্লভ! এ দুঃসময়ে আমি যে মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে আছি এ ও আমার ভয়ঙ্কর শত্রু—মৃত্যুই এখন আমার একমাত্র প্রিয়—বান্ধব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(মদন ও আয়ানের প্রবেশ)

আয়া।—মহাশয়! কল্পনা করে এ নিদারুণ কথা কে জিহ্বাগ্রে আনতে পারে? আমি স্বচক্ষে দেখেছি—মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

মদ। আহা! স্বপ্নেও যাহা কেউ কখন ভাবেনি তাই হলো। ভাই তুমি কেমন করে তা স্বচক্ষে দেখলে?—আমার শুনে যে মনের ভিতর কেমন কচ্চে, তা আর কি বলবো—আহা! যে ভারতভূমি পূর্ব্বে কুসুম-দাম সজ্জিত দীপাবলি তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা-সম শোভমান ছিল, এক্ষণে তার কি দুর্দ্দশা হচ্চে।—পুষ্পমালা এক্ষণে শুষ্ক—দীপ নির্ব্বাপিত। আচ্ছা ভাই, বরদাবাসী কেউ কি সে স্থানে উপস্থিত ছিল না?—গভীর নিশায়, গৃহাভ্যন্তরে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়নি,—দীপ্ত দিবালোকে, প্রকাশ্য পথে, মহারাজ অপমানিত হয়ে বন্দী হলেন—অবশ্যই প্রজাগণ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল; তারা কি সকলে শবের ন্যায় এই জঘন্য ব্যাপার দর্শন কল্লে?

আয়া। তারা আর করবে কি। কার সাধ্য সেই শ্বেত কান্তি ভীমকায় সৈন্যগণের সম্মুখে অগ্রসর হয়। প্রায় সকলেই ভয়ে পলায়ন কল্লে, কেবল কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

তাদের মধ্যে কেহ কেহ বল্লেন "এ কি অত্যাচার! সামান্য লোকের ন্যায় মহারাজকে বন্দী করা নিতান্ত অন্যায়" তাতে এক জন ইংরাজ বিকৃত স্বরে "মহারাজ" এই কথা বলে বিদ্রুপ করে হেঁসে উঠ্‌লো। কিন্তু পেলি সাহেব তাকে চুপ কত্তে হুকুম দিয়ে ভদ্রতা করে বল্লেন যে "তোমাদের মহারাজকে সামান্য লোকের ন্যায় বন্দী করা হয় নাই, মহারাজ শুদ্ধ এক্ষণে রাজবাটীর পরিবর্ত্তে রেসিডেন্সিতে বাস করবেন, তাঁর প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করা হবে না।" এক জন পেলি সাহেবকে মিনতি করে বল্লেন "যদি মহারাজ বন্দী নন, তবে এ সকল ইংরাজ সৈন্যের আবশ্যক কি? দেশীয় সৈন্যগণ চিরকালই মহারাজের শরীর রক্ষা করে, আপনি তাদেরই নিযুক্ত করুন"।

মদ। তাতে পেলি সাহেব কি বল্লেন?

আয়া। তিনি তাঁর স্বাভাবিক সভ্যতার সহিত ভদ্রলোকটীকে বাঁদর বুঝিয়ে দিলেন;—বল্লেন "এ তোমাদের নিতান্ত ভ্রম। যে ইংরাজ সৈন্যগণ মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর শরীর রক্ষা করে তারাই তোমাদের মহারাজের শরীর রক্ষক হবে এ বরং সৌভাগ্যের বিষয়।" ভদ্র লোকটী বুঝলেন ব্যাপার কি—বৃথা বাক্য ব্যয় বিফল বিবেচনায় আস্তে আস্তে প্রস্থান করলেন।

মদ। ভাই, কি হলো—মহারাজ কি আর কখন স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হবেন না—হিন্দু রাজ্যে বাস করি বলে গৌরব করা কি একে বারে শেষ হল!

আয়া। ভাই, একে বারে নিরাশ হইও না। এর মধ্যেই তুমি মহারাজ রাজ্যচ্যুত হবেন বলে আশঙ্কা কচ্চ কেন? গবর্ণর জেনেরেল মত দিয়েছেন যে, তিন জন বিজ্ঞ ইংরাজ ও তিন জন হিন্দুরাজ মিলিত হয়ে একটী কমিসন্ বসবে—তাদের সমক্ষে যদি মহারাজ আপনার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ কত্তে পারেন, তা হলে তিনি বরদার সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হবেন।

মদ। তুমিও যেমন ভাই, "উঠন্তি মুলের পত্তনেই চেনা যায়।" কমিসন্‌টা লোক দেখান মাত্র। সিংহাসন পুনরায় দেবার ইচ্ছে থাকলে প্রথমে এরূপ অপমান কত্তো না। যে সকল প্রজারা স্বঃ চক্ষে মহারাজের এ দুর্দ্দশা দেখলে, তাদের সম্মুখে আর তিনি কোন্ মুখে সিংহাসনে বসবেন?

আয়া। না না ভাই, এটি তোমার ভ্রম। তুমি তবে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরকে বিশেষ জান না। তাঁর ন্যায় অপক্ষপাতী রাজনিতীজ্ঞ শাসন কর্ত্তা এ দেশে অল্পই এসেছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে অনুমতি দিয়েছেন যে, যদি কর্ণেল ফেয়ারকে বিষদানের অপবাদ মহারাজের বিপক্ষে প্রমাণ না হয়, তা হলে তাঁর সিংহাসন তাঁকে পুনরায় দেওয়া হবে।

মদ। ধন্য তাঁর বদান্যতা! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে তিনি সাধারণকে এ সৎকার্য্য দেখাবার অবসর পাবেন না,—কারণ, ভারত বর্ষীয় পুলিষ সাক্ষী সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ পটু। যখন রেসিডেন্সির দুই চার জন সামান্য ভৃত্যের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে মহারাজকে বন্দী করা হয়েছে তখন, যে এর উপর বিশ ত্রিশ জন মুটে মজুরে গাড়ওয়ান জোগাড় কত্তে পাল্লেই মহারাজকে আণ্ডামানে পাঠান হবে তার আর সন্দেহ আছে? তাতে আবার পন্থু মহাশয় ঘরের ঢেঁকি কুমীর।

আয়া

মদ। মন্ত্রীবর দামোদর।

আয়া। ওঃ ঐ এক বেটা ধাড়ী পাজি। ছোটলোকদের কথায় বিশ্বাস করে কি মহারাজকে দোষী করা হবে? বেটাদের সঙ্গে আমাদের কথা কইতে লজ্জা হয়। মহারাজ যে ওদের ডাকিয়ে তেতলায় বসে পরামর্শ করেছেন, কমিসনারগণ এ কথা বিশ্বাস কর্ব্বেন কেন?—

কেন কর্ব্বেন না—পুলিষে ধরেছে, কয়েদ করে.. ..
করিয়েছে আবার কমিসনারদের কাছে সপথ করে বল্‌বে এ আর বিশ্বাস করবে না? পুলিষ কি আর তেমন লোককে ধরে, না পাঠায়,-আর বোঝ না ভাই, মহারাজ সাহেবকে বিষ খাওয়াতেও পারেন আর চাকরদের সঙ্গে ইয়ারকি দিতেও পারেন, তা বলে রাওজি কি মিথ্যা বলতে পারে!

আয়া। থাক ভাই, আর ও কথায় কাজ নেই—সন্ধে হল, চল বাড়ী যাই; আবার কে কোথা থেকে শুন্‌বে, আর সাক্ষী বল্লে ধরে নে যাবে।

মদ। মিথ্যা নয়।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্বশুরের প্রবেশ)

কেও—কেও!—পালায় কে?—

শ্বশু। ও বাবা, কোথায় যাব।—আবার এখানেও শিপুই,—না বাবা আমি কিছুই জানিনে।

মদ। কি গো, শ্বশুর, ওকি হাঁপাচ্চ কেন, পালাচ্ছ কোথায়?

শ্বশু। কেও মোদোম নাকি, সত্যই মোদোম না শিপুই—আর ও বোক্তি কে?

মদ। ও আমাদের আয়ান, চিন্তে পাচ্চ না।

শ্বশু। আয়ান চোন্দোর, সত্যতো। কৈ দাঁত দেখি (মদন ও আয়ানের হাস্য) না না, বর্বোচনা করো, আমি ভয় পেয়েছি।

আয়া। ভয় কিসের?

শ্বশু। আরে জামোয়া শোনোনা, আমারে সাক্ষী ধত্তে এসেছিলো।

মদ। সাক্ষি ধত্তে?—কি, কি ব্যাপার কি?

শ্বশু। বেপার ভয়ালোক—তুমি তো বেরিয়ে এলে, আমি, মনে করো, দোখিনের কুটুরিতে তামুক খাচ্চি, ওয়াক্‌ বোলি পান তৈয়ের

কচ্চে, এমন সোময় দরোজায় কে ধাকা দিলে। আমি বোল্লি কেও, মোদোন? তা ববোচোনা করো, উত্তোর দিলে না, জোর্রে জোরে ধাকা দিতে লাগ্‌লো। আমি বোল্লাম পোসোম্ন হবোটো খোয়োতো,—বল্লি নেমে আসি, দেখিনা সিঁড়ির কাছে লোঘি কুকুরটো এসে দাড়ালো। আমি বোল্লেম, লোঘি তুই খোরির মধ্যে যা। মনে কর, লোঘিতো দোড়িয়ে খরির মধ্যে গেলো।—

মদ। আরে হয়েছে কি বলনা—ওসব তোমার কে শুন্‌তে চায়।

খশু। আরে তুমি থামো, সকোল কথা খুলি না বোল্লি আয়ান চোন্দোর বুঝতি পারবে কেন?—মোনে কর, সোবে মাত্রো আমি লাচ দোরটী খুলেচি—অমনি ববোচনা করো, তিন চার বোক্তি চোকিতের ন্যায় আমারে পাক্‌ড়া কোল্লে।

মদ। তাদের মধ্যে কি কোন সাহেব ছিল?

খশু। না; সোকোলগুলাই হিন্দুস্থানীর মত পাগবাধা। তার পরে, মোনে করো, জিজ্ঞাসা কল্লি তুমি কি করো, ববোচোনা করো, আমি বল্লেম, "আমি এতো আর চিনির ববোসা করি"—তা বল্লে "সর্‌বোতের চিনি তুই দিয়েছিলি, তোকে পুলিষে যেতে হবে" বোলেই, মোনে করো, আমাকে পাচ্‌থেকে ধাকা দিতে২ নিয়ে যায়। আমি, ববোচোনা করো, বড় বিপদে পড়লাম। এক জন, মোনে করো, আমার গায়ের রোপোর্ খানা শক্ত মোতো কোরে দুই হস্তে ধরি আছে। আমি একডা বুদ্ধি খাটালেম, মোনে করো, এক ঝট্‌কান দিয়ে রোপোর খানা ফেলিয়ে থুয়ে চকিতের ন্যায় দোড়িয়ে পালাইয়ে এলাম।

মদ। আহা, আহা! তোমার প্রতি এতো অত্যাচার!

খশু। অত্যাচার তো, ববোচোনা করো, আজ কাল অনেকের প্রতিই হচ্চে, পথে আস্‌তে দেখলেম জহুরিদের বাড়ী মহা গোল-যোগ।

আয়া। কোন্ জহুরি?

খশু। ঐ কভেচাঁদহেমচাঁদ—তা তাঁকেও সাক্ষ্য দিতে হবে বোলে মার্ত্তে মার্ত্তে লোয়ে যাচ্চে।

মদ। তা এখন পালাচ্চ কোথা—এস আমার সঙ্গে বাড়ী এস, কোন ভয় নেই।

খশু। হাঁ ভয় নেই তো তুমি বল্লে, ওাদকে ববোচোনা কর, আমায় পাকুড়া করবার জন্যে প্রেকাট্ মেরে দিয়েছে—বাড়ী আমি যাবো না—একবার কাহুর বাড়ী যেতে পাল্লে হয়—সে বড় শক্ত মানুষ—সেখানে, ববোচোনা করো, সিপুই ছেড়ে সাহেবের হাঙ্গামা চোল্বে না। সেদিন, মোনে করো, দুজন পুলিষের সাহেবকে হাকিয়ে দিয়েছে। তোমরা থাকো—আমি, ববোচোনা করো, আর দাঁড়াতে পারিনে। মনে করো, তারা প্যাচিয়ে প্যাচিয়ে আসুচে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

আয়া। কার বাড়ী গেল?

মদন। কাহুর—কাহু এক জন নূতন মহাজন—আমার বড় আত্মীয়—আমি প্রায় যাঁর বাড়ীতে থাকি—অতি ভদ্রলোক—ঐ যিনি আমার সঙ্গে সেদিন লাহোর গিয়েছিলেন।

আয়া। ওঃ—আচ্ছা এ লোকটাকে তো অনেক দিন দেখ্‌চি—খশুর বলেই জানি—ব্যাপার খানা কি?

মদ। ওর বাড়ী পূর্ব্ব বঙ্গদেশ, লোকটী বড় সরল, বহুদিন সপরিবারে এখানে আছে, আমার বড় অনুগত—চলুন এখন যাওয়া যাক, দেখা যাক কি হচ্চে—

আয়া। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

লক্ষ্মী বাই আসীনা।

লক্ষ্মী। (রোদন স্বরে গীত)

রাগিণী জংলা ঝিঁঝিট, তাল ঠেওট।

প্রাণ মম সদা কাঁদিছে।
প্রাণ মম সদা নাথ বিরহে দহিছে—
ওঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ ॥
পোড়া বিধি বাম, নিদয় হয়ে,
প্রাণ-নাথ-সহ-বাস-সুখ হরিছে ॥

আহা! কি কুক্ষণে এ হতভাগিনী এ রাজ বাটীতে প্রবেশ করেছিল।—অভাগিনীর জন্যই সমস্ত সর্ব্বনাশ হলো।—যে দিন হতে আমি এই রাজপুরীতে প্রবেশ করেছি সেই দিন হতেই মহারাজের বিপদের সূত্রপাত।—কেন আমি মহারাজের প্রতি অনুরক্তা হলেম! হৃদয়েশ্বরই বা কেন আমায় ভাল বাসলেন।—কেন তিনি এ কুলকন্যাকে আদর কল্লেন।—এখন আমার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মাচ্ছে।—লোকালয়ে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা বোধ হয়—রাজপুরীতে কারুর পানে মুখ তুলে চাইতে পারিনে, সেই জন্যই সর্ব্বদা এই কুসুম কাননে নির্জ্জনে বসে থাকি।—কিন্তু এই কুসুম কানন কি এখন সেইরূপ সুখপ্রদ আছে?—পতি যে কি ধন তা মহারাজের গলে বরমাল্য দিয়েই জেনেছি—পূর্ব্বে জানতেম না। পূর্ব্বে সর্ব্বদা আপনার রূপের গর্ব্বে মত্ত হয়ে বেড়াতেম, কিন্তু এখন—এখন সে

গর্ব্ব কোথায়?—কেন আমি প্রাণনাথের জন্য পাগল হয়ে বেড়াচ্চি—কেন আমি তাঁর অদর্শনে জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্চি।—আহা! যখন মহারাজের হাত ধরে এই কুসুম কাননে ভ্রমণ কত্তে আসতেম তখন এই কানন অমর ভবন সদৃশ বোধ হতো।—আর আজ—আজ সেই কানন, সেই প্রমোদ কানন—আমার দাবানল বেষ্টিত ভয়ঙ্কর নিবীড় বন অপেক্ষা ভীষণ বোধ হচ্চে।—পতি যে কি ধন তা বিচ্ছেদ না হলে বোঝা যায় না—জ্যোৎস্না না থাকলে অমা-নিশার ভীষণতা কে বুঝতে পারতো?—এই সেই কুসুম কানন—সেই তরু-দলে পুষ্প-দাম—সেইরূপ প্রস্ফুটিত—সেই সরোবরে সরোজিনী সেইরূপ নিমিলিতা—নীল কাদম্বিনী কোলে শশধর সেইরূপ ভেসে ভেসে যাচ্ছে।—কিন্তু আমার হৃদয় কেন জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হচ্চে,—বুঝতে পেরেছি; তার কারণ আছে।—অবলা রমণীর—বিশেষ হিন্দু রমণীর পতি বিনা অন্যগতি নাই—পতি বিহীনা নারী পৃথিবীর সকল সুখেই বঞ্চিত।—আহা, আহা! প্রাণনাথ এখন কোথায়?—কারাগারে। সুখপূর্ণ রাজ অট্টালিকায়, সুবাসিত কুসুম শয্যায়, প্রণয়িণীগণ বেষ্টিত হয়ে যাঁর নিদ্রা হতোনা, তিনি কিনা এখন ভীমকায়, ইংরাজ সৈন্যগণ বেষ্টিত—ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত! ওঃ! মনে হলে বুক ফেটে যায়! আর কখন কি তাঁকে হৃদয়ে ধারণ কত্তে পাবো?—আর কখন কি তিনি আমার নবশিশুর আধ আধ কথা শুনে তার মুখ চুম্বন কত্তে কত্তে আমার প্রতি সুহাস কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্ব্বেন!—আহা, আহা! রাজ্যেশ্বর হয়ে তাঁর কপালে এই ছিল! এত অপমান! ওঃ কি পরিতাপ!—কি করি—কোথায় যাই,—কে আর এখন আমার সহায় হবে—কে আর আমার দুঃখে দুঃখী হবে—কে এখন আর আমার বিলাপ বাক্যে মহারাজের সাপক্ষ হবে!—আহা!—কুমা, যদিও আমার সপত্নী তনয়া, তবুও তাকে আমার নিজের সন্তানের মত ভাল বাসতে ইচ্ছে হয়—

কি তার যুদ্ধ—কি তার মহত্ত্ব—কি তার তেজ—কিন্তু সকল বৃথা—হিন্দুকুলের গৌরব রবি অস্তমিত। নিশ্চয়ই আমরা অনাথিনী হব——পথের কাঙ্গালিনী হব——উদরের অন্নের জন্য শিশু সন্তান কোলে করে আমাকে নগরের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কত্তে হবে।—সুখের আশায়—ভালবাসার আশায়—মহারাজকে আত্ম সমর্পণ করেছিলেম। তার শেষ ফল কি এই—অনাথিনী—ভিখারিনী—পথের কাঙ্গালিনী! (নীরবে রোদন)

(কুম্মা বাইয়ের প্রবেশ)

কুম্মা। এই যে ছোট মা এইখানে আছেন—মা আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চি—ওকি মা তুমি বসে বসে কাঁদচো মা!—ছি মা তুমি রাজমহিষী; সামান্যা রমণী নও—এ তোমার উচিত নয়! হাঁ মা এখন কি আমাদের কাঁদবার সময়—রাজমহিষীর বা রাজকন্যার অশ্রুজল কি মহারাজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবে। —এখন আমাদের কি কান্নার সময়—কে মা আমাদের কন্নায় ভুলবে —বরং মা এখন উদ্যোগ কর, যাতে মহারাজ নিষ্কৃতি পান— সমস্ত সংবাদপত্র সম্পাদক আমাদের সহায়—মা কি বলবো জগদীশ্বর আমায় রমণী করে সৃজন করেছেন —কিন্তু তবুও ছাড়্‌বো না—শুনিছি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর বড় দয়ার শরীর—এবার মা আমি তাঁর দয়ার পরীক্ষা করবো।

লক্ষ্মী। বাছা যদিও তুমি আমার স্বপত্নী তনয়া, তবুও তোমাকে আমার আপন তনয়া বল্‌তে মনে মনে বড় অহঙ্কার হয়—বাছা, তিনি ধন্য যে তোমার মতন অমূল্য রত্নকে গর্ব্ভে ধারণ করেছেন। বাছা যদিও আমি তোমার মা, কিন্তু এ বিপদ সাগরে তুমিই আমাদের এক মাত্র ভরসা—তোমা বিনে কে আর আমাদের সান্ত্বনা দেয়—কে তোমার মত "মহারাজকে তাঁর রাজ সিংহসনে আবার বসাব" বলে আমাদের আশ্বাস দেয়—তুমি যদি মা আমার গর্ভজাত মেয়ে হতে—তা,হলে

আর আমি কোন সুখের লালসা কত্তেম না—যদি মা কোন উপায়ে তোমার জন্মদাতাকে—আমার হৃদয়েশ্বরকে—উদ্ধার কত্তে পার। তুমি অতি বুদ্ধিমতি তেজস্বিনী রমণী—যথার্থ রাজকুলবালার গৌরব। তোমা ভিন্ন এ কর্ম্ম আর কাহাকেও সম্ভবেনা—যদি মহারাজকে কোন উপায়ে আবার স্বাধীনতা দিতে পার, বল মা আমায় মার মতন ভাববে—সৎমা বলে ঘৃণা করবে না—বল মা একবার বল—তোমার মত মেয়ে বহু কালের পুণ্য ফলে জন্মে।

কুমা। হাঁ মা—আমি কি কখন তোমায় অমান্য করেছি? মা কখন কি তোমায় সৎমা বলে ভেবেছি?

লক্ষ্মী। বাছা তোমার স্বভাব যে তা নয়। তুমি কি মা কখন শত্রুকেও ঘৃণা করেছে! তবে কি না মা আমার অদৃষ্টকে যে বিশ্বাস নাই।

কুমা। মা! অদৃষ্ট যে আমাদের সকলেরই সমান, মা!—এ বরং সৌভাগ্যের বিষয় যে আমায় আপনি এত স্নেহ করেন। আপনার স্নেহময় কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে তা আমি বল্‌তে পারিনে। তা মা রাত হয়েছে, এখন আর এখানে থেকে কাজ নাই। মা শুতে পাচ্চেন না।

লক্ষ্মী। সেকি, দিদি এখন শোন্‌নি? চল, মা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

কমিসন সভা।

কমিসনারগণ, সার্জেণ্ট্ ব্যাল্যেণ্টাইন, স্কোবল্, নাজির, ইণ্টর্প্রেটর, উকিলগণ, গাইকোয়াড়, কর্ণেল্ ফেয়ার, সার্ লুইস্ পেলি, দর্শকগণ ও আমিনা উপস্থিত।

ব্যাল। মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াতে ইচ্ছা করেছিলেন, তুমি কি করে জানলে?

আমি। আমি ইংরাজ বাহাদুরের নিমক খাই—যা যা হয়েছে সব ঠিক ঠিক বলছি। পিক্ৰ আর রাওজির মুখে শুনেছিলেম যে মহারাজা বিষ খাওয়াবেন।

ব্যাল। ঐ দুই জনের মুখে যদি কিছু না শুন্তে, তা হলে মহারাজা যে কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা কচ্চেন, তোমার এ সন্দেহ হত না?

আমি। না, তা হলে মহারাজার উপর কোন সন্দেহ হতো না।

ব্যাল। আচ্ছা, এ বিষয়ের কথা পিক্ৰ আর রাওজি তোমায় কবে বলেছিল?

আমি। ওরা দুজন মহারাজের বড় প্রিয় প্রাত্র ছিল।

ব্যাল। আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্চি না। পিক্ৰ আর রাওজি তোমায় বিষের কথা কবে বলেছিল?

আমি। কৈ, পিক্ৰ আর রাওজি ত আমাকে কিছু বলেনি, সে আর দুজন বলেছিল।

ব্যাল। তবে কেন বল্লে, পিক্রু আর রাওজি বলেছে?

আমি। তা—তা—আমি অত ঠাউরে বলিনি।

ব্যাল। তুমি কি সজ্ঞানে আছ? না, এখন ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা কচ্চেন?

আমি। আপনি কি ভাবচেন আমি মিথ্যা বল্‌চি। আমি পাঁচ পাঁচ বার বিলাত গিয়েছি;—এই সার্টিফিকেট দেখুন। (রোদন ও সকলের হাস্য।)

ব্যাল। যদি রাওজি আর পিক্রু বলেনি, তবে কে বলেছিল?

আমি। ঐ—ঐ—ঐ করিম আর কাজি, হাঁ, হাঁ ঠিক্ ঠিক্। ভুলে গিয়েছিলেম, অনেক কথা অত কি মনে থাকে?—মেয়ে মানুষ বই ত নয়।

ব্যাল। এ কথা তুমি সাহেবকে বলেছিলে?

আমি। না, তা আমি কেমন করে বল্‌বো।

ব্যাল। যখন তুমি জানলে যে তোমার মনিবকে বিষ খাওয়াবে, তখন তুমি তাঁকে বলে, বাঁচাবার চেষ্টা কল্লে না কেন?

আমি। আমি জান্‌তেম না যে হিন্দুরাজা এক জন সাহেবকে এমন করবে। এমন ত কখন হয় নি।

ব্যাল। স্পুটার সাহেব কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে "মহা-রাজা তোমাকে বিষের কথা বলেছেন কি না?"

আমি। স্পুটার সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি বল্লেম বিষ খাওয়ার কথা কিছু জানি না; আমি যা জান্‌তেম তাই বলছি।

ব্যাল। আচ্ছা, বল দেখি আকবার আলি কি তার ছেলে আবদুল আলি তোমাকে বলেছিল যে "মহারাজা অবশ্যই বিষের কথা বলেছেন।"

আমি। হাঁ তারা আমাকে ভয় দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বটে—

ব্যাল। স্থটার সাহেব সেখানে ছিল?

আমি। কখন?

ব্যাল। যখন তোমায় ভয় দেখায়?

আমি। কৈ, আমায় কেউ ভয় দেখায়নি ত। আমি ভয় পাবার মেয়ে!

ব্যাল। আঃ! আর এক কথা। তুমি মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন করে।

আমি। বরদা সহরটা আমি বড় চিনি না—আমি বিলেত গিয়েছি, কানপুর গিয়েছি, জব্বলপুর গিয়েছি, সিমলার পাহাড় গিয়েছি, আর আর কত যায়গায় গিয়েছি (কাঁদিয়া) আমি এরেবিয়ায় গিয়েছি, নাইনিতল পাহাড়ে গিয়েছি—

ব্যাল। তুমি যদি এই রকম বল, তা হলে সিমলে ছেড়ে এণ্ডামানে যেতে পারবে। এখন বল মহারাজের কাছে গিয়েছিলে কেমন করে?

আমি। গাড়ি চড়ে গিয়েছিলেম।

ব্যাল। যাও—

[আমিনার প্রস্থান।

স্কোব। রাওজি রহিমন্।

(রাওজির প্রবেশ ও ইণ্টরপ্রেটর দ্বারা শপথ করণ)

স্কোব। বল তুমি এ মকদ্দমার বিষয় কি কি জান? কার সঙ্গে মহারাজের কাছে গিয়াছিলে, কিছু টাকা পেয়েছিলে কি না, কে তোমায় বিষ দিয়েছিল—কিরূপে তুমি সরবতে বিষ দাও আর কি জন্য তুমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও?

রাও। ধর্ম্ম অবতার! আমি রেসিডেন্সির হাওয়ালদার, বড় গরিব—আমি কোন মতেই রাজি হইনি—তবে সেলিম আর যশো-

বস্ত রাও রোজ রোজ এসে বল্‌তো যে মহারাজ আমার সঙ্গে দেখা কত্তে চায়। তাই শেষে ভাবলেম, অত বড় লোকটা রোজ রোজ ডেকে পাঠাচ্ছেন না যাওয়াটা ভাল হয় না। তাই মনে করে এক দিন বেড়াতে বেড়াতে গেলেম। মহারাজ আমায় বল্‌তে বলে অনেক খাতির যত্ন কল্লেন, আর বল্লেন যদি আমি তাঁকে রেসিডেন্সির খপরা-খপর এনে দিতে পারি তা হলে আমায় খুসি কর্ব্বেন। আমি বল্লেম, মহারাজ আমার বিয়াহ করবার সাধ হয়েছে, কিন্তু হাতে টাকা নেই। মহারাজ শুনেই আমাকে পাঁচশো টাকা দেবার হুকুম দিলেন। টাকা পেয়ে আমি কিছু খুসি হলেম—সেই অবধি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে হাবিলিতে যেতেম। পিক্রও আমার সঙ্গে যেত। এক দিন মহা-রাজ পিক্রকে জিজ্ঞেসা কল্লেন যে সহেব খানা খাবার সময় তাঁর বিষয় কিছু বলেন কি না? পিক্র বল্লে "সাহেব আপনার বাতে ভাল হবে তাই বলেন, সাহেবের সঙ্গে ভাব রেখে চল্লে আপনার ভাল হবে, আর ছোট মেম সাহেবের আপনার উপর বিশেষ টান আছে।"

স্কোব। পিক্রর সঙ্গে মহারাজের আর কোন কথা হয়েছিল?

রাও। না ধর্ম্ম অবতার, সেবার আর কোন কথাই হয়নি—তার পর, পিক্র গোয়া থেকে ফিরে এলে পর, দুজনে যেবার যাই সেবার মহারাজ পিক্রকে একটা কিসের মোড়ক দিলেন; পিক্র জিগেস করে "এতে কি আছে?" মহারাজ বল্লেন "বিষ" পিক্র বল্লে "আমি এ নিয়ে কি কর্ব্বো?" মহারাজ বল্লেন "সাহেবের খানায় মিসায়ে দিও" পিক্র বল্লে "তা আমি পার্ব্বো না, সাহেবের হটাৎ কোন ভাল মন্দ হলে আমি ধরা পড়ে মারা যাব" মহারাজ বল্লেন "সে ভয় নাই, সাহেবের যা হওয়ার হয় দুই তিন মাস পরে হবে।" পিক্র ও টাকা পেয়েছিল, কত তা জানিনে।

স্কোব। তুমি কবে মহারাজের নিকট বিষ পাও তা বল।

রাও। সে, যে দিন নরুদ্দুর সঙ্গে যাই। মহারাজ আমায় একটা মোড়োক দিয়ে সাহেবের সরবতে মিশিয়ে দিতে বলেন, আর বল্লেন যে কাজ হয়ে গেলে তিনি আমায় এক লাখ টাকা দেবেন। তাই আমি সাহেবের সরবতে বিষ মিশায়ে দিয়ে ছিলেম।

ব্যাল। তুমি কত দিন কর্ণেল ফেয়ারের কর্ম্মে আছ?

রাও। প্রায় দেড় বছর।

ব্যাল। সাহেব তোমায় ভাল বাসতেন? তোমার তাঁর উপর কোন রাগ ছিল?

রাও। কিছুনা, তিনি আমায় খুব ভাল বাসতেন।

ব্যাল। সেই জন্যই তুমি একেবারে তাঁর প্রাণ নাশ কত্তে উদ্যত হয়ে ছিলে?

রাও। মহারাজ যে আমায় টাকা ঘুস দেব বলে লইয়ে ছিলেন। আমি গরিব মানুষ—আমায় তিনি এক লাখ টাকা দেব বলে ছিলেন।

ব্যাল। তবে সাহেবের প্রাণ হত্যা কর্ত্তে তুমি এক প্রকার কৃত সঙ্কল্প হয়েছিলে?

রাও। মহারাজ সাহেবকে খুন কত্তে চেয়ে ছিলেম।

ব্যাল। হাঁ হাঁ মহারাজই খুন কত্তে চেয়ে ছিলেন—কিন্তু তুমি হাতে করে মার্‌তে চেয়েছিলে?

রাও। হুজুর আমি একে গরিব মানুষ, তায় আবার একজন শিখিয়ে দেছে, আমার অপরাধ কি? দোহাই সাহেবের—আমি বড় গরিব।

ব্যাল। তুমি স্কুটার সাহেবের কাছে বলেছ যে মহারাজ তোমাকে একটা সিসি করে বিষ দিয়াছিলেন; তা সে বিষ সাহেবকে দাওনি কেন?

রাও। তার একটু আমার গায়ে পড়েগিয়ে ফোস্কা হয়, তাই

পাছে সাহেবকে দিলে তাঁর কোন বিপদ হয় সেই জন্য ফেলে দিয়েছিলেম।

ব্যাল। সাহেবের সরবতে যে বিষ দিয়েছিলে, সে কি তাঁর খিদে বাড়বে বলে?

রাও। তা—তা—তা—ধর্ম্ম অবতার আমি বড় গরিব।

ব্যাল। আচ্ছা—তুমি নয়ন্দুর সাক্ষাতে বলেছিলে যে তুমি বোতলের বিষ দিয়েছ?

রাও। সে আমি মিছে

ব্যাল। মিথ্যা কথা বল্লে তুমি কিছু থাক ভাল, না?

রাও। আজ্ঞে হাঁ—না, আমি গরিব মানুষ, আমার মিছে কথায় দরকার কি? নয়ন্দু আমায় একশবার জিজ্ঞেসা কর্ত্তো, তাই মিছে মিছি বলে ছিলেম।

ব্যাল। সুটার সাহেব অবশ্য তোমাকে সহস্র সহস্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, আর তুমি বোধ হয় সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা তাঁর সমক্ষে বলেছ—যাও।

[রাওজির প্রস্থান।

ইন্ট। পিক্রু ডিসুজা।

(পিক্রুর প্রবেশ।)

ইন্ট। শপথ কর।

পিক্রু। (শপথ করণ)

স্কোব। তোমার নাম কি, কি কাজ কর, এ মকদ্দমার তুমি কি জান বল?

পিক্রু। আমার নাম পিক্রু ডিসুজা, আমি ফেয়ার সাহেবের বট্‌লার, এ মকদ্দমার এমন কিছু জানিনে—তবে, সেলিম আমার

রাজার বাড়ী যাওয়ার জন্যে প্রায়ই ডাক্‌তো আর একবার পঞ্চাশ টাকাও দিয়ে ছিল—তা আমি কখন যাইনি।

ব্যাল। কখন যাও নি?

পিক্র। না ধর্ম্ম অবতার।

ব্যাল। রাওজিকে চেন?

পিক্র। চিনি, এক সঙ্গে কাজ করে—মুখের আলাপ।

ব্যাল। রাওজির সঙ্গে কবার রাজবাড়ীতে গিয়াছিলে?

পিক্র। একবারও নয়।

ব্যাল। সে কি! মহারাজ তোমায় কখন কিছু দেন নি?

পিক্র। আমি কখন যাই নি, তা তিনি কোথা থেকে দেবেন?

ব্যাল। আর রাওজি যদি বলে থাকে যে তুমি তার সঙ্গে রাজবাড়ী গিয়াছিলে।

পিক্র। ধর্ম্ম অবতার! তা হলে সে মিছে কথা বলেছে—আমি কখন যাই নি।

ব্যাল। যাও।

[পিক্রর প্রস্থান।

স্কোব। কর্ণেল কেয়ার (কর্ণেল কেয়ার হলওয়ামার্ণ ও শপথ করণ) আপনার নাম কি, আর এ মকদ্দমা সম্পর্কে কি কি জানেন?

কেয়া। আমার নাম রবার্ট কেয়ার—বম্বে আর্মির কর্ণেল। ১৮ই মার্চ্চ ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বরদার পলিটিকেল রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হই। আমি প্রত্যহ সকালে মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে এসে পামেলোর সরবৎ খেতেম। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৬ই নবেম্বর দু দিন সরবৎ খেয়ে আমার শরীরে অসুখ বোধ হয়েছিল। ৮ই সরবৎ খাইনি। ৯ই মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে আস্‌তে রাওজি সেলাম কল্লে—অন্য দিন সে সেলাম কত্তো না। আমি তার প্রতি মনোযোগ না করে ঘরের

মধ্যে গেলেম। এক চুমুক সরবৎ পান করেই আমি চিঠি লিখতে বসলেম। আধ ঘণ্টা পরে মুখে তামাটে স্বাদ পেলেম, আর শরীর কেমন কর্ত্তে লাগলো। আমার বেশ বোধ হলো সরবৎ খেয়েই এরূপ হয়েছে। তখনি সরবৎটা ফেলে দিলেম—গ্ল্যাসটা ফিরে টেবিলের উপর রাখবার সময় দেখি গ্ল্যাসের গা দিয়ে খাঁকৃরির মতন গড়িয়ে পড়ছে আর গ্ল্যাসের তলায় কতকটা ঐ রূপ রহেছে। আমার মনে কিছু সন্দেহ হলো—ডাক্তার স্যুয়াড্‌কে লিখে পাঠালেম। তিনি এসে পরীক্ষা করে বল্লেন সরবতে বিষ মিসান ছিল।

ব্যাল। মহাশয়! ১৮ মার্চ্চ বরদায় আসেন, এর পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন?

কেয়া। এর পূর্ব্বে আমি নর্থ্ গুজরাটে পালনপুরে পলিটিকাল রেসিডেণ্ট্ ছিলেম।

ব্যাল। সে কর্ম্ম ক দিন করে ছিলেন?

কেয়া। ছয় সপ্তাহ—আমি আর ও অনেক অনেক কর্ম্ম করেছি।

ব্যাল। পালনপুরের পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন?

কেয়া। আপার সিন্ধে ফ্রণ্টিয়ার ব্রিজের পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আর চিফ্ কমিসনার ছিলেম।

ব্যাল। সে কর্ম্ম আপনি কি জন্য ত্যাগ করেন?

কেয়া। আমি ছুটিলয়ে বিলাত গিয়েছিলেম—

ব্যাল। ফিরে এসে পুনরায় সে কর্ম্ম করে ছিলেন?

কেয়া। না।

ব্যাল। কেন?—আপনাকে কি সেকর্ম্ম থেকে বরতরফ করা হয়েছিলো?

কেয়া। না—না—হাঁ—তাই বটে!

ব্যাল। এই যে গাইকোয়াড়ের লক্ষ্মী বাইয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়?

কেয়া। হাঁ, ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ এই যে।

ব্যাল। সেই সময় আপনার সঙ্গে মাহারাজের কোনরূপ মনান্তর হইয়াছিল ?

কেয়া। হাঁ—সেই সময় মহারাজ, গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের কাছে খরিতা পাঠান।

ব্যাল। ভাল—আপনার মাথায় না একটা ফোড়া হয়েছিল, আর ডাক্তার সুয়ার্ড তার চিকিৎসা করেছিলেন ?

কেয়া। হাঁ।

ব্যাল। ব্যারামের সময় ও আপনি সরবৎ খেতেন ?

কেয়া। হাঁ—

ব্যাল। আচ্ছা, ৬ই আর ৭ই দু দিন যখন অসুখ হয়েছিল, আর আপনার সন্দেহ হয়েছিল যে সরবতের দোষে এরূপ হচ্চে তখন সে সময় সরবৎ পরীক্ষা করান নি কেন ?

কেয়া। তা তখন আমি ঠিক বুঝ্তে পারি নাই, সরবতের দোষে কি না—আর কখন আমার এমন সন্দেহ হয় নাই যে কেউ আমাকে বিষ দেবে।

ব্যাল। তবে ৮ই তারিখে সরবৎ পান করেন নি কেন ?

কেয়া। তার কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ কর্ত্তে পারি না, বোধ হয় সে কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

ব্যাল। এখন আপনি অনুগ্রহ করে যথার্থ কারণ বলুন। এ সমুয্যের কমিসন এবং মনুষ্যের সাক্ষ্য দ্বারা এস্থানে দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় হবে।

কেয়া। অন্য কারণ আমি কিছু এখন নির্দ্দেশ কর্ত্তে পাচ্চি না—

ব্যাল। আচ্ছা আপনি ডাক্তার গ্রেকে যে পত্র পাঠান, তাতে লেখা ছিল যে, আপনি কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট গোপনীয় সংবাদ পেয়েছেন যে আপনাকে বিষ দেওয়া হবে, তাতে আর্সেনিক,

ডায়ামণ্ড্ ডাস্ট্ আর কপার থাকবে—বলুন দেখি; কর্ণেল ফেয়ার—কোন্ বিশ্বাসী লোক আপনাকে এ গোপনীয় সংবাদ দেয়?

ফেয়া। তা আমার স্মরণ নাই।

ব্যাল। স্মরণ নাই বল্লে চল্‌বে না—"বিশ্বাসী লোক" "গোপনীয় সংবাদ" দিলে আর তার নাম মনে নেই!

ফেয়া। অনেক লোকে আমায় সংবাদ দিত—অনেক দরখাস্ত আমার কাছে পড়্‌তো।

ব্যাল। বড় লোক হলেই ও কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়—এখন বলুন দেখি, ভাওপুনিকার এ সংবাদ আপনাকে দিয়াছিল কি না?

প্রেসি। কর্ণেল ফেয়ার, আপনি সার্জেণ্ট্ ব্যালাণ্টাইনের প্রশ্নের উত্তর দিন—বৃথা সময় নষ্ট কর্বেন না।

ফেয়া। ভাওপুনিকার হলেও হতে পারে।

ব্যাল। মহাশয়! হতে পারের কর্ম্ম নয়—কেন আমার সঙ্গে কপটতা করেন—আপনি ভদ্র সন্তান, বিদ্বান, সৈনিক পুরুষ—আপনি এই সামান্য প্রশ্ন বুঝতে পাচ্চেন না? বলুন একেবারে ভাওপুনিকার কি না?

ফেয়া। হাঁ, বোধ হচ্চে সেই।

ব্যাল। আঃ—"বোধ হচ্চে" ছেড়ে স্পষ্ট কথা বলুন।

ফেয়া। হাঁ সেই বটে।

ব্যাল। আচ্ছা—এখন বসুন। (ফেয়ারের উপবেশন)

স্কোব। ডাক্তার সুয়ার্ড্।

(ডাক্তার সুয়ার্ডের প্রবেশ)

স্কোব। বলুন আপনার নাম কি? কর্ণেল ফেয়ারের বিষ পান সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

সুয়া। আমার নাম জর্জ্ এডুইন্ সুয়ার্ড্। আমি বরদার রেসি-

ডেন্সির ডাক্তার সাহেব। ৯ই নবেম্বর প্রাতে আমি কর্ণেল ফেয়ারের নিকট হইতে এক খানি পত্র পেয়ে রেসিডেন্সিতে গেলেম। বারাণ্ডায় দেখলেম নর্সু গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে আছে—সে আমার দেখে সেলাম কল্লে না; কিন্তু রাওজি তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত থেকে ছাতা আর টুপি নিলে—পূর্ব্বে কখন সে এরূপ কর্ত্তো না—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি কর্ণেল ফেয়ার হাঁ করে বসে আছেন।—আমি মনে কল্লেম তাঁর হাঁচি পেয়েছে, তার পরে দেখলেম না—বরাবরই হাঁ করে রইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বল্লেন সরবৎ খেয়ে এরূপ হয়েছে—আমি সরবৎ পরীক্ষা করে তার মধ্য হইতে আর্‌সেনিক আর ডায়মণ্ড ডাষ্ট্ পেলেম।

ব্যাল। কর্ণেল ফেয়ার পূর্ব্বে কখন আপনাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সন্দেহ হয়, যে কেউ তাঁকে বিষ খাওয়াবে?

সুয়া। হাঁ পূর্ব্বে তুই এক দিন বলে ছিলেন।

ব্যাল। আপনি কি কি দ্রব্য দিয়ে সরবৎ পরীক্ষা করেছিলেন?

সুয়া। জল আর কয়লা।

ব্যাল। যে জল আর কয়লা ব্যবহার করে ছিলেন, সেই জল আর কয়লা প্রথমে পরীক্ষা করেছিলেম?

সুয়া। না।

ব্যাল। তা হলে আপনি অন্যায় করেছেন। আপনি জানেন, যে সকল দ্রব্য মিশ্রিত করে বিষের পরীক্ষা করা হয়, অনেক সময় সেই সকল দ্রব্যই বিষ সংযুক্ত থাক্তে পারে?

সুয়া। মিথ্যা নয়, তখন আমি অতটা ভাবি নাই।

ব্যাল। আচ্ছা বলুন দেখি ডাক্তার, আর্সেনিকের স্পেসিফিক্ গ্র্যাভিটি কত?

সুয়া। ভুলে গিয়াছি।

ব্যাল। আচ্ছা আমি বলে দিতেছি। ৩ই গুণ, কেমন ঠিক কি না?

সুয়া। আমার মনে হচ্চে না। ডাক্তার গ্রে এখনি বল্‌তে পারেন।

ব্যাল। ভাল, এটা বলতে পারেন, আরসেনিক্ জলে ডোবে া ভাসে?

সুয়া। মহাশয় আমায় আর পেড়াপেড়ি কেন? ডাক্তার গ্রে কে জজ্ঞাসা করুন।

ব্যাল। বিলক্ষণ! সকলই দাদার উপর বরাৎ? তবে কি আপনি বদায় হবেন?

সুয়া। আজ্ঞে, তা হলে বড় বাধিত হই—আমার আর কেন?

প্রস্থান।

স্কোব। হেমচাঁদ ফতেচাঁদ।

(হেমচাঁদ ফতেচাঁদের প্রবেশ ও শপথ করণ)

স্কোব। তোমার নাম কি? কি কি জান বল?

হেম। ধর্ম্ম অবতার! আমার নাম হেমচাঁদ ফতেচাঁদ। আমি এই নগরে জহরতের ব্যবসা করি। আমি এ মকদ্দমার কিছু জানিনে।

ব্যাল। (একখানি খাতা দেখাইয়া) এ খাতা কার?

হেম। আমার।

ব্যাল। মল্‌হাররাও গাইকোয়াড়কে তুমি কখন কোন হীরা বিক্রয় করেছিলে?

হেম। না।

ব্যাল। কখন না

হেম। কখন না। একবার দেখাতে লয়ে গিয়াছিলেম, তা ফেরৎ হয়েছিল।

ব্যাল। তবে মহারাজের নামে এ সব খরচ লেখা কেন?

হেম। ও সব মিথ্যা।

ব্যাল। মিথ্যা কিরূপ?

৬

হেম। গজানন্দ্ ভিটল্ দারোগা মহাশয় আমায় জোর করে লিখিয়া লয়েছিলেন।

ব্যাল। তুমি লিখ্লে কেন?

হেম। না লিখে করি কি? পুলিষের সঙ্গে কি ঝগড়া কর্ব্বো।

ব্যাল। তুমি যথার্থ বলছ পুলিষের লোকে তোমায় উপর জোর করে তোমার খাতা বদল করে লয়েছে?

হেম। মিথ্যা বল্বার আমার আবশ্যক কি? আজও পর্য্যন্ত সিপাহীরা আমায় প্রত্যহ বিরক্ত করে।

ব্যাল। তুমি শপথ করে বল্ছ, মহারাজকে কখন হীরা বিক্রয় করনি। কেবল পুলিষের লোকের পীড়নেই খাতা জাল করেছিলে?

হেম। হাঁ আমি শপথ করে বলছি কখন মহারাজকে হীরা বিক্রয় করি নাই, কেবল পুলিষের ভয়েই খাতায় মিথ্যা লিখেছি।

ব্যাল। চমৎকার ব্যাপার! আচ্ছা যাও।

[হেমচাঁদের প্রস্থান।

কাউ। মহারাজ! এক্ষণে আপনার যা বক্তব্য থাকে বলুন।

রাজা। কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ প্রদান সম্বন্ধে আমার মান্যবর প্রিয় সুহৃদ গবর্ণর জেনেরলের মনে আমার প্রতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ জন্মে দেওয়া হইয়াছে। সেই সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি আমাকে এই অবসর প্রদান করিয়াছেন। আমিও তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ এবং জগতের সকলের সমক্ষে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণেচ্ছায় বলিতেছি যে, কর্ণেল ফেয়ারের সহিত আমার পূর্ব্বে কখনও কোনরূপ শত্রুতা ছিল না এবং এখনও নাই। আমি স্বীকার করি যে আমার ও মন্ত্রীগণের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে রেসিডেন্টের অমনোযোগেই আমি রাজকার্য্য সুচারুরূপে সংস্করণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম। তজ্জন্যই মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ২রা নবেম্বর গবর্ণরজেনে-

রেল বাহাদুরের নিকট একখানি খরিতা পাঠাই। যদিও কর্ণেল ফেয়ার এ বিষয়ে অনেক বাধা দিয়াছিলেন, তথাপি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, যখন তিনি বম্বে গবর্ণমেণ্ট্ হইতে একবার অখ্যাতি লাভ করিয়া পদচ্যুত হন, তখন আমার প্রার্থনা অবশ্যই গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুর গ্রাহ্য করিবেন। এবং আমার এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমমূলক হয় নাই, ২৫ নবেম্বর কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি যে বরদা ত্যাগ করিবার আদেশ হয়, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণনাশেচ্ছায় কখন কোন প্রকার বিষ ক্রয় করি নাই এবং কখন কোন ব্যক্তিকে এরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করি নাই। আমিনা, রাওজি, নর্‌সু এবং দামোদরপন্থ এ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার প্রতি বর্ণই মিথ্যা। রেসিডেন্সির কোন ভৃত্যকে কখন আমি চর রূপে নিযুক্ত করি নাই এবং বিবাহ আদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম ভিন্ন, আমার আজ্ঞায় রাজভাণ্ডার হইতে কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

আমি নির্ভয় চিত্তে কমিসনের সম্মুখে এই সমস্ত ব্যক্ত করিলাম, আপনাদের সুবিচারের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে,—আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমায় বলুন আমি উত্তর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। পুনরায় ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, যে আমার শত্রুগণ আমার প্রতি যে ভয়ঙ্কর দোষারোপ করিয়াছে আমি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধী।

ব্যাল। মহামান্য কমিসনরগণ। বিনা কারণে বহুতর নিষ্ঠুর নিগ্রহ সহ্য করিয়া বরদার মহারাজ মল্‌হাররাও গাইকোয়াড় আজ সুবিচার আকাঙ্ক্ষায় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত। বিবেচনা করে দেখুন কি যৎসামান্য সংশয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অমূল্য স্বাধীনতা ধন হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। প্রজাগণ সমক্ষে সামান্য লোকের ন্যায় অপমান করিয়া তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে।

ইতি পূর্ব্বে কোন বিচারালয়ে কোন অভিযোগে এত অসঙ্গত, অসম্ভব ও ভয়ঙ্কর মিথ্যা সাক্ষ্যের সমষ্টি দৃষ্ট হয় নাই। কি উপায়ে এই সকল সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান। কি উপায়ে এই নির্ব্বিরোধ নিরপরাধ রাজার মস্তকে এই ঘোর কলঙ্কের ভার অর্পিত হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান। পুলিষ কর্ম্মচারীগণ যে কত বুদ্ধির কৌশলে, কত পরিশ্রমে, কত অনুসন্ধানে এই সকল সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হেমচাঁদ ফতেচাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা পুলিষের অধীনে কারারুদ্ধ ছিল। যখন প্রথমে সাক্ষীদিগকে বন্দী করা হইয়াছে ও তৎপরে তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে তখন কে এ কথা বিশ্বাস করিবে যে তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করা হয় নাই—কারণ, পুলিষপ্রহরীগণ যে কত ভদ্র ও নিরীহ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পার্লিয়ামেণ্টের বিধিমতে পুলিষ সংগৃহীত সাক্ষ্য বিচারালয়ে অগ্রাহ্য, এমন কি পুলিষের সহিত সাক্ষীর সকল রূপ সংস্রব নিষিদ্ধ—কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই ;—পুলিষের যথেচ্ছাচারিত্ব দমনের কোন বিধিই নাই ;—এখানে পুলিষের ক্ষমতা অসীম—এবং অসীম ক্ষমতাই অত্যাচারের মূল। যখন পুলিষ ইচ্ছা করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া ইচ্ছামত কারারুদ্ধ করিতে সক্ষম, তখন কোন ব্যক্তিরই এ দেশে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস অসম্ভব।—এবং এই অভিযোগেরই সূত্রে কত ব্যক্তি এরূপ নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। রেসিডেণ্টের সরবতে বিষ পাওয়া গেল, পুলিষের প্রতি অপরাধী অনুসন্ধানের ভার ন্যস্ত হইল। এরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধী ধৃত করিতে না পারিলে পুলিষের মহা অপযশ—একে স্বকার্য্য উদ্ধার, যশোলিপ্সা,—তাহাতে ক্ষমতা অসীম—তখন যে সদুপায় পরিবর্ত্তে কোন কোন স্থলে অসদুপায়ও অবলম্বন কর

হইয়াছে তাহার আর বিচিত্র কি! এরূপ উপায়ে সংগৃহীত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য অসঙ্গত ও পরস্পর অনৈক্যই হয়। প্রায় সকল সাক্ষীই স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা এ দুষ্কর্মে সহযোগী, তন্মধ্যে পাপিষ্ঠ রাওজিই প্রধান। সে স্বীকার করিল যে সে স্বহস্তে কর্ণেল ফেয়ারের সরবতে বিষ মিশ্রিত করিয়াছে ও মহারাজ যখন তাহাকে ঐ বিষ দেন তখন পিক্র সে স্থানে উপস্থিত ছিল। এড্‌ভোকেট জেনেরেল মহাশয় রাওজির সাক্ষ্যের পোষকতায় পিক্রকে আহ্বান করেন—সকলে একাগ্র চিত্তে পিক্রর সাক্ষ্যের প্রত্যাশা কর্ত্তে লাগিলেন—স্থির হইল পিক্রর সাক্ষ্যের উপরেই মহারাজের ভাগ্য নির্ভর করিবে। কিন্তু পিক্র ডিস্‌জোর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে একটু ধর্ম্ম কণা লুকায়িত ছিল তাহার অসাবধান শিক্ষক তাহা দেখিতে পান নাই। এত যত্নে, এত পরিশ্রমে এক জন নির্দ্দোষী রাজার সর্ব্বনাশের জন্য যে একটী মিথ্যার মঞ্চ প্রস্তুত হইল, সত্যবাদী পিক্র তাহার ভিত্তির মুল উৎপাটন করিল। আর এক দুরাত্মা দামোদর—যাহা হইতেই সকল বিষের উৎপত্তি। যে দিন মহারাজ বন্দী হন, সেই দিনই তাহাকে বন্দী করা হয়। ১৭ দিন সে কতকগুলি সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল—সে আপনিই স্বীকার করিয়াছে যে সৈন্যগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আশায় সে নিজদোষ স্বীকার করে।—তখন তাহাকে পুলিষের হস্তে অর্পিত করা হইল; সেস্থানে রাওজি ও নরসুর সাক্ষ্যের পোষকতায় স্বীকার করিল যে, "আরসেনিক্ এবং ডায়ামণ্ড্ ডাষ্ট্" সেই সঞ্চয় করিয়াছে—আর কোনি গোল নাই—স্থির করা হইল, যদি দামোদর মহারাজকে দোষী করে তবে সে নিষ্কৃতি পায়, যদি মহারাজ নিষ্কৃতি পান তবে দামোদরের নিস্তার নাই—কারণ সে নিজ মুখে দোষ স্বীকার করিয়াছে—কিন্তু পুলিষের মনমত কার্য্য করিলেই দামোদর নিজ স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ জায়গীর প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু জগ

ঈশ্বর জানেন এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীর পরিণাম কি! কৃতঘ্ন পামর দামোদর নিজের প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত মহারাজকে দোষী নির্দ্দেশ করিল। মহারাজকে দোষী করিয়া কেবল যে সে এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইল এমন নয়—সে বহুদিবসাবধি মহারাজের সর্ব্বনাশ করিতেছিল—মহারাজের ধন দ্বারা নিজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে-ছিল। নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে যে রাজাদেশে সে সমস্ত হিসাব পত্র জাল করিয়াছে,—কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হইল যে মহারাজ তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে কোন অনুশাসন পত্র দিয়াছেন কি না, তখন সে নিরুত্তর রহিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহারাজ বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতককে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মহারাজের বিশেষ দোষ নাই—ধনীগণ প্রায়ই জঘন্য কর্ম্মচারীগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। তাহারা প্রতিপদে তাঁহা-দিগকে বঞ্চনা করে, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, প্রতিপদে প্রভুর সহিত চাতুরী করে—কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালীগণ তাহাদিগের মধুর বচনে ও বাহ্যিক সৌহার্দ্দে এরূপ অন্ধ হন যে ভ্রমেও তাহাদিগকে অবি-শ্বাস করেন না। মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার নাই। স্যর্ লুইস্ পেলি মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে মহারাজ অতি মধুর প্রকৃতি, সর্ব্বদা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। আরও বিবে-চনা করুন যে ব্যক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্ম করে তাহার চিত্ত কি কখন স্থির থাকিতে পারে? হৃদয়ের ভাব কি কখন লুক্কায়িত থাকে—নিশ্চয়ই তাহা চক্ষে প্রকাশ পায়! চতুর দামোদর সকলের অপেক্ষা নির্ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহারও মুখে, তাহার প্রতি বর্ণ উচ্চারণে আমি সলজ্জ ভাব নিরীক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ যখনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন তখনি তাঁহার মুখে নিরপরাধের প্রসন্নতা ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হয় নাই। আর কেনই

বা তিনি এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন? কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণনাশ করায় তাঁহার লাভ কি? রাজকার্য্য সম্বন্ধেই উভয়ের মনান্তর ছিল এবং সেই জন্যই মহারাজ ২রা নবেম্বর গবর্ণর জেনেরেলের নিকট এক খানি খরিতা পাঠান—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদা ত্যাগের আদেশ আসিবে, তবে তিনি খরিতার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই ৯ই নবেম্বর এই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম দ্বারা আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলেন একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? ধিক্ সেই কুচক্রীগণকে, যাহারা মহারাজার মস্তকে এই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে!—ধিক্ সেই নিরাশয় সংবাদপত্রসম্পাদকগণকে, যাহারা মহারাজের বিরুদ্ধে এই ঘোর মিথ্যাপবাদ দেশে দেশে রটনা করিয়াছে! এবং যে সকল অর্থলোভী সেই কুচক্রীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, তাহাদিগকেও ধিক্!

কমিসনার মহোদয়গণ! এখন একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন; কি সামান্য সংশয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি মিথ্যাসাক্ষীর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া নিরপরাধ, নির্ব্বিরোধ মহারাজ মল্‌হাররাও গাইকোয়াড়কে অপমানের সহিত অপদস্ত করা হইয়াছে! স্বাধীনতা হরণ পূর্ব্বক কারাগারের কঠোর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছে! তাঁহার সর্ব্বস্ব আক্রান্ত হইয়াছে!—কমিসনর মহোদয়গণ! একবার দেখুন! একজন মহদ্বংশীয় মহারাজ সিংহাসনচ্যুত হইয়া, নিতান্ত অসহায় অবস্থায়, সুবিচারাকাঙ্ক্ষায় আপনাদিগের সম্মুখে নিজ নির্দ্দোষিতা নিজ মুখে ব্যক্ত করিলেন এবং আমিও তাঁহার পক্ষ সমর্থনাশয়ে আমার নিজের বিশ্বাস আপনাদিগের গোচর করিলাম। যদি আমার মনের ভাব আপনাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, যদি ঐ নিরীহ প্রপীড়িত রাজকুমারের নির্দ্দোষিতার বিষয়ে আমার অন্তঃকরণের সহিত আপনাদিগের অন্তঃকরণের ঐক্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি

মহারাজ সগৌরবে লুপ্ত সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন। (উপবিষ্ট)

স্কোব। কমিসনার মহোদয়গণ! আমার প্রতি যে গুরুতর ভার ন্যস্ত হইয়াছে তাহা সম্পন্ন করিতে আমি নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার মনের ভাব ও বিশ্বাস কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বিজ্ঞতম বন্ধু সার্জেণ্ট্ ব্যালে-ণ্টাইন্ মহাশয়ের বক্তৃতার উপর অধিক কিছু বলিবার নাই। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—কেবল আমাদের কেন, সমস্ত ইয়োরোপের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যে বিদ্যার প্রভাবে তিনি ইংলণ্ডের ব্যারিষ্টারদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্র-গণ্য হইয়াছেন, ভারতবর্ষে আসিয়া, এই মনোহর বক্তৃতা দ্বারা, এ স্থানেও অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গেলেন। কিন্তু ভারত-বর্ষে এই তাঁর প্রথম আগমন, সুতরাং ভারতবাসীদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় তিনি সবিশেষ অবগত নহেন, তজ্জন্যই তিনি কতি-পয় বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি পুলিষের উপর বিলক্ষণ দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে পুলিষের নিন্দা করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহারা কখন না কখন ভয়ঙ্কর অপরাধ করিয়া পুলিষের নিকট বিলক্ষণ উপদেশ লাভ করিয়াছে—কেন না, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এস্থানের পুলিষে অতি মহৎ এবং ভদ্র ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত আছেন; তাঁহাদিগের সম্মানসূচক উপাধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আরও বিবেচনা করুন, গাইকোয়াড়কে দোষী করায় পুলিষের স্বার্থ কি?—যে কেহ হউক না এক জনকে অপরাধী নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারা এ বিষম কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। হেমচাঁদ ফতেচাঁদ যে পুলিষের বিপক্ষে বলিয়াছে, সে কেবল, তাহার একজন প্রধান ক্রেতার রক্ষা হেতু।

আর এক বিষয়, বিজ্ঞ সার্জেণ্ট্ বলিয়াছেন যে, মহারাজের মুখে নিরপরাধিতার চিহ্ন স্পষ্ট বিরাজমান—কিন্তু তিনি জানেন না ভারতবাসীগণ মনোভাব গোপনে কত সক্ষম! অন্তরে তাহাদের যতদূর কষ্ট হউক না কেন, মুখে তাহাদের সর্ব্বদাই প্রসন্নতা প্রকাশ পায়। তিনি বলিয়াছেন যে, মহারাজ যখন গবর্ণর জেনেরেলের নিকট খরিতা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খরিতার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল ফেয়ারের প্রতি বরদা ত্যাগের আদেশ আসিবে, তখন কি নিমিত্ত তিনি কর্ণেলকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবেন? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, কিরূপে মহারাজ এ সিদ্ধান্ত করিলেন? মহারাজের বিবাহে রেসিডেণ্ট্ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে বরদা হইতে বিদায় দিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন—তিনি এক ধনুতে এককালে দুই শর যোজনা করিয়া ছিলেন—একটী দ্বারা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী খরিতা পাঠাইতে ছিলেন, অপরটীর দ্বারা দামোদর বিষ প্রয়োগের বন্দোবস্ত করিতে ছিলেন। আমার যাহা দৃঢ় বিশ্বাস তাহা কমিসনারগণের নিকট প্রকাশ করিলাম। সাক্ষীগণও যে পুলিষ কর্ত্তৃক শিক্ষিত নয়, তাহারও প্রমাণ হইল। এক্ষণে কমিসনার মহোদয়গণ! যদি আমার মতের সহিত একমত হন এবং সকল ভদ্র সাক্ষীগণের সত্য সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সার্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইন্ মহাশয় যাঁহাকে "প্রপীড়িত রাজা" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আপনাদিগকে কষ্টের সহিত তাঁহাকে অপরাধী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবিরাভ্যন্তর।

কর্ণেল ফেয়ার, মাষ্টার ফিলিপ, মাষ্টার উইল্সন উপস্থিত।

উই। কর্ণেল! আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ?

ফেয়া। "ওভাৰ্লেণ্ড অমৃতবাজার পত্রিকা।"

ফিলি। উইল্সন্! তোমার সঙ্গে ব্রায়েণ্ট এণ্ড মে কোম্পানির জানা শুনা আছে?

উই। কেন?

ফিলি। তাদের লিখে পাঠাও যে এক রকম ম্যাচ্ তৈয়ের করে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়, that will "ignite *only*" the Native Press.

উই। হা!—হা!—হা!—এই জন্য! তা নেটিভ পেপারের কথা শুনে কে? আপনারাই লেখে—আপনারাই পড়ে—বড়লোকে কেউ গ্রাহ্যও করে না।

ফিলি। না, না, না—ওরা আজকাল ইংলণ্ডে কাগজ পাঠাতে আরম্ভ করেছে। ঐ ওভাৰ্লেণ্ড অমৃত বাজার দেখেই তো "পেল্‌মেল বজেট" সে আর্টিকেলটা লেখে। হোমের কাগজ গুলো আজ কাল ভাল চলচে না। "পেল্‌মেল বজেট" "টাইমস্" দুই খারাপ হয়ে গেছে, তা নইলে নেটিভ পেপার থেকে 'সিলেকসন' করে? আবার নেটিভ পেপার বলে নেটিভ পেপার—অধন্য "অমৃত বাজার"!

ফেরা। নেটিভ পেপারের মধ্যে "হিন্দুপেট্রিয়ট" কতকটা ভাল; —যথার্থ লয়েল।

ফিলি। তা, শুদ্ধ নেটিভ পেপারদের দোষেন কেন? "ইংলিশম্যান"

"টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া" কি লোক হাঁসাচ্চেন? এঁরা গাইকোয়াড়কে যে কি সোনার চক্ষে দেখেছেন তা বোঝা যায় না।—পেপার আমার "বম্বে গেজেট"।

উই। কেন? "পাওনিয়ার" "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস্" "ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্ম্যান"—

ফেয়া। হাঁ কলিকাতারও নূতন কাগজখানি লিখছে ভাল।

ফিলি। এডিটার হওয়া সহজ কথা নয়—অনেক বিদ্যা চাই—এমন কি, ভবিষ্যৎ জানবার ক্ষমতা না থাকলে কাগজ চালান দুষ্কর।

ফেয়া। কাগজে লিখুক আর যাই করুক, আসল কথা গবর্ণর জেনেরল বহাদুরের মতের উপর নির্ভর কচ্চে।

ফিলি। তিনি যে মত স্থির কর্‌বেন তা আমি এখনি বলে দিতে পারি—তিনি ত আর অবিবেচক নন—তাঁর মত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গবর্ণরজেনেরল এখানে কজন এসেছেন?

উই। কর্ণেল! আপনার না প্রমোসন্ হয়েছে?

ফেয়া। হাঁ হয়েছে বটে, কিন্তু বরদা ত্যাগ করে যেতে আমার বড় দুঃখ হচ্চে।

(ডাক্তার সুয়ার্ডের প্রবেশ)

গুড্‌মর্ণিং ডাক্তার! ভাল আছেন ত? বসুন।

সুয়া। (সকলকে গুড্‌মর্ণিং করিয়া) হাঁ আছি ভাল। এখন আর বোধ করি আপনার কোন অসুখ নাই?—এখন আর কুপারি ট্রেষ্ট্ পান্‌না?

ফেয়া। (হাস্য করিয়া) না। আচ্ছা ডাক্তার, আমার হাঁচি পেয়েছিল আপনি কিরূপে অনুমান করেছিলেন?

সুয়া। আপনার হাঁ করা দেখে। হাঁ করা হচ্চে হাঁচির একটা ইম্পর্টাণ্ট্ সিম্‌প্টম্।

কিলি। সে যাক, ডাক্তার সাক্ষ্য দেবার সময় আপনি সকল কথাতেই ডাক্তার গ্রেকে রেফার্ কল্লেন কেন?

সুরা। ও তো আর সাক্ষ্য দেওনা নয়, যেন ডব্‌লিন্ ইউনিভর্সিটির ডাইভাভোর্ষি একজামিনেসন্, আমি ত আর ষ্টডি করে একজামিন দিতে যাইনি যে, মুখে মুখে কেমিষ্ট্রীর প্রশ্নের অনর্গল উত্তর দেব। আর সার্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন যে ল ছেড়ে মেডিসিন্ আরম্ভ করেছেন, তা আমি কি করে জান্‌বো?

কিলি। তা বটে ত—ডাক্তার! আমার ক্ষমতা থাকিলে, তোমায় আমি প্রমোসন দিতেম।

সুরা। আমি হকারের কাছ থেকে এক খানা চেম্বার্স কেমিষ্ট্রি কিনেছি—আবার আরম্ভ কর্ব্বো—এবার আর আমায় কেউ ঠকাতে পার্ব্বে না।

ফেয়া। আমাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে যেতে হবে। গত মেলের চিঠি পড়ে অবধি এক বার নিতান্ত যাবার ইচ্ছে হয়েছে।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। হজুর সেলাম—

ফেয়া। (বিরক্তি ভাবে) কেও দামোদর—তুমি এখানে কেন?

দামো। (কর জোড়ে) আজ্ঞে ধর্ম্ম অবতার, আপনার কাছে এলেম।

ফেয়া। আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

দামো। আজ্ঞে সকলেই এখন আমাকে ঘৃণা করে—তাই আপশরণাপন্ন হতে এলেম। দেশের লোকের কাছে আমার আর মুখ দেখাবার যো নেই।

ফেয়া। জান, তুমি আমার প্রাণ হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে? কমিসনের সম্মুখে একথা স্বীকার করেছ।

দাঁমো। আজ্ঞে। ধর্ম্ম অবতার আমি—

কেয়া। চুপ, কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক—তুই আমার সম্মুখ হতে দূর হ। নরঘাতক। কোন্ মুখে তুই আবার আমার কাছে এসেছিস?—দেশের লোকে তোর মুখ না দেখে, বনে যা। এখান হতে এখুনি দূর হ।

দামো। হা, বিধাত। আমার পাপের সমুচিত প্রতিফল হয়েছে। বনে যাওয়াই আমার শ্রেয়ঃ—এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই।

[প্রস্থান।

কেয়া। ব্লডি ব্রুট্।

স্নুয়া। চল, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

পথ।

(মদন ও আয়ানের প্রবেশ)

আয়া। এমন কমিসন পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই।

মদ। এমন প্রহসনও পূর্ব্বে কখন অভিনীত হয় নাই।

আয়া। সে কি?

মদ। তা বই কি। আমার কথা সত্য কি না শীঘ্রই জান্তে পার্ব্বে।

আয়া। আমার ত বেশ বিশ্বাস হচ্চে, যখন কমিসনারদিগের মহারাজকে দোষী করার পক্ষে একমত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন।

মদ। কমিসনারগণ কিরূপ মত প্রকাশ করেছেন, বিশেষ শুনেছ?

আয়া। ইংরাজ কমিসনারগণ সকলেই মহারাজকে দোষী স্থির

করেছেন বটে, কিন্তু হিন্দুকমিসনারগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলেছেন ; বিশেষতঃ জয়পুরের মহারাজ যে মন্তব্য প্রেরণ করেছেন, শুনলেম তাহা অতি চমৎকার।

মদ। যখন তিন জন ইংরাজই এক মত প্রকাশ করেছেন, তখন আর হিন্দু রাজাদিগের মতের আবশ্যক কি ?

আয়া। না সেটি হবার যো নাই। লর্ড নর্থব্রুক্ সে প্রকৃতির লোক নন, তাঁর কাছে অবিচার হওয়ার নয়। এত দিন পর্য্যন্ত তিনি কোন অন্যায় ব্যবহার করেননি, সেই জন্য দেশের লোকের মুখে তাঁর আর সুখ্যাৎ ধরে না। এখন যদি তিনি অন্যায়রূপে গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করেন, তাহা হইলে তাঁর নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্ক হবে। এখন দেশের লোকে তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে।

মদ। শুনলেম নাকি মহারাজের কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি নাই। সে দিন তাঁর উকিল তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার প্রার্থনা করাতে প্রথমে তাহা গ্রাহ্যই হয় নাই, পরে অনেক স্তুতি মিনতির পর সাব্যস্ত হল যে উকিলকে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দেওয়া হবে বটে, কিন্তু পেলি সাহেব তথায় উপস্থিত থাকবেন।

আয়া। হাঁ এরূপ নিয়ম হয়েছে বটে। তা যাই হোক দুই এক দিনের মধ্যেই গবর্ণর জেনেরেলের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে। আর আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে মহারাজকে সম্মানের সহিত তাঁর সিংহাসন অর্পণ করা হবে। আরও বিবেচনা করুন, যখন বিলাতের "টাইম্‌স," "পেল্‌মেল্ বজেট্" বোম্বাইয়ের "ইন্দুপ্রকাশ" "টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া" মান্দ্রাজের "নেটিভ্ পব্‌লিক ওপিনিয়ন্" বাঙ্গালার "ইংলিশ্‌ম্যান" "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া" "অমৃত বাজার" প্রভৃতি সকল স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সকল প্রাণপণে মহারাজের পক্ষ সমর্থন কচ্চেন, তখন এত লোকের মনঃকষ্ট দিয়া কি লর্ড নর্থব্রুক্ মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বেন ?

মদ। ঐ যা বল্লে ওতেই কিঞ্চিৎ ভরসা আছে, প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সকলই মহারাজের পক্ষে, তাতে আবার আমাদের ভাগ্য-ক্রমে সুবিজ্ঞ, অপক্ষপাতী, প্রজারঞ্জক লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় এক্ষণে গীবর্ণর জেনেরেল।

আয়া। আক্ষেপের বিষয় "হিন্দু পেট্রিয়ট" বঙ্গদেশের এক খানি প্রধান কাগজ, শুনেছি তার সম্পাদকও এক জন দেশীয় কৃতবিদ্য, কিন্তু তিনিতো গাইকোয়াড়ের পক্ষে একটী কথাও বল্লেন না, বরঞ্চ বিপক্ষ পক্ষ সমর্থন করেছেন!

মদ। তাইত "হিন্দুপেট্রিয়ট" এমন হল কেন, কিছু বুঝতে পাচ্চি না। সেবার আমি যখন বঙ্গদেশে যাই, আমার সঙ্গে সম্পাদকের পরিচয় হয়েছিল—লোকটী জাত্যংশে তেলি, দেখতে সুশ্রী নন, কিন্তু কথায় বার্ত্তায় বড় ভাল বোধ হয়েছিল—শুনচি এখন তিনি "অনরেবল্" হয়েছেন।

আয়া। ওঃ তাই বলি—তেলি! হাত পিচলে গেলি, অনরেবল্ হলি—তবে বাবুর যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি! মহাশয়, দাঁড়-কাকের বাসায় কি কখন শুক পক্ষী বাস করে?

মদ। সে যাক, "পুনা সরজক সভা" গবর্ণর জেনেরেলের নিকট যে আবেদন পাঠায় তার কি হল?

আয়া। কৈ তার কিছুই শুন্তে পাইনি। দুরন্ত দামোদরের কি অবস্থা হয়েছে শুনেছেন। এখন আর বাড়ীর বার হবার যো নাই, পথে বাহির হলেই চতুর্দিক্ থেকে তাকে গালিদিতে থাকে, পরশ্ব শুনলেম, কতকগুলি লোক তার বাড়ীর সম্মুখে মহাগোলযোগ করেছিল, ভয়ে বাহির হলো না, তা নইলে নিশ্চয়ই বোধ হয় বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম পেতেন।

মদ। নরপিশাচের নাম মুখে আন্‌লেও পাপ আছে। ওকে জীয়ন্ত দগ্ধ কল্লেও আমার রাগ যায় না।

আয়া। আহা! নগিনদাস ব্রজভূষণদাস বেচারার জন্য বড় দুঃখ হয়—আহা! দেখুন দেখি সার্জেণ্ট্ ব্যালেণ্টাইনকে কেবল একটু প্রশংসা করে ছিল বলে কিনা একেবারে ওকালতি কর্ত্তে নিষেধ? —বড় আক্ষেপের বিষয়।

মদ। তুমিই দেখ, তোমার যে অটল বিশ্বাস, তোমাকে যে কিছুতেই বুঝাইতে পারিনে।

আয়া। তাই, সকলই বুঝি, কিন্তু কর্ব্বো কি, আমাদের হচ্চে "চোরের মার কান্না" বলবারও যো নেই কোট্বারও যো নাই। আর এক কথা হচ্চে "আশা বৈতরণী নদী"—আশার বলেই মনুষ্য বেঁচে থাকে।

মদ। বিধাতার মনে যা থাকে তাই হবে, দুর্ব্বলের দৈবই বল। এখন আমাদের উচিত সকলে কিছু চাঁদা করে ব্রজভূষণ দাসকে কোন উপায় করে দেওয়া।

আয়া। হাঁ আমি "অমৃত বাজারে" ঐ বিষয়ে একটী প্রস্তাব পড়েছি, এখন দেশের সমস্ত লোক মত দিলে হয়।

মদ। দেশের লোকের, বিশেষ হিন্দুদের এটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন একবার রেসিডেন্সির দিকে যাবে, একবার চলনা কোন সংবাদ এসে থাকে ত জান্তে পারা যাবে।

আয়া। যাবেন, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগর প্রান্তে সরোবর কূল।

(এক জন উদাসিনীর প্রবেশ।

উদা। (গীত)

তিলককামদ—ঝাঁপতাল

"মলিন মুখ চন্দ্রিমা ভারত তোমারি
রাত্র দিবা ঝরিছে লোচন বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি॥
এদুঃখ তোমারি, হায় রে, সহিতে না পারি॥"

[প্রস্থান।

(দামোদরের প্রবেশ)

দামো। ওঃ এখানেও ভারতের ক্রন্দন ধ্বনি! এ হাহাকার রব কি আমায় ধিক্কার প্রদান করবার জন্য আমার অনুসরণ করেছে—কোথাও আমার সুখ নাই—লোকে আমাকে দেখলেই পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, অর্থপিশাচ বলে ঘৃণা করে। আগে আমি সকলের পুজ্য ছিলেম এখন আমি সকলের ঘৃণাস্পদ হয়েছি। যে অর্থের [illegible] আমি এত কল্লেম, যে অর্থের জন্য আমি সকলের চক্ষের বি[illegible], যে অর্থের লালসায় অন্ধ হয়ে এত যন্ত্রণা ভোগ কচ্চি, এখন সেই অর্থই আমার চক্ষের কঙ্কর হয়েছে। আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধন-সম্পত্তিই আমায় অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করে। যখনি আমার ধন রাশির প্রতি দৃষ্টি পড়ে তখনি আমার হৃদয়ে সহস্র বিষধর-দংশন যন্ত্রণা উপস্থিত হয়! ওঃ! অর্থলিপ্সা হতে

ভয়ঙ্কর আর কিছুই নাই—কিছুতেই মানুষের আর এত সর্ব্বনাশ করে না। অর্থ সাধুকে অসাধু করে, আত্মীয়কে পর করে, চির-পরিচিত মিত্রকেও শত্রু করে। দারুণ শত্রুরও যেন কখন অর্থলিপ্সা না হয়।—কর্ণেল ফেয়ার! তোমার খাদ্য মধ্যে শত সহস্র কলসী বিষ মিশ্রিত হউক, শত সহস্র রোম হীরক চূর্ণ তোমার সুমিষ্ট পানীয়কে বিষাক্ত করুক—কিন্তু তুমি দরিদ্র থাক—অর্থ লিপ্সা কখন যেন তোমার হৃদয়ে প্রবেশ না করে। সুবর্ণের মোহিনী মূর্ত্তি মধ্যে যে গরল লুকায়িত থাকে তাহা হীরক চূর্ণ অপেক্ষা সহস্র গুণে তীব্রতর! ওঃ! আমি কি দুষ্কর্ম্মই করেছি! আমার লোভেই, আমার স্বার্থপরতাতেই এই বিপুল রাজ বংশ ধ্বংস হলো। যতই আমি এই বিষয় চিন্তা করি, ততই আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। মলহাররাও! তুমিও আমা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী—কারা-গারে তুমি বা কত যন্ত্রণা সহ্য কচ্চ!—সিংহাসন হারা হয়ে তুমি বা কত মনস্তাপ পাচ্চ!—এ পাপ হৃদয় যে যন্ত্রণায় অহর্নিশি জ্বলচে তার সঙ্গে কোন কষ্টেরই তুলনা হয় না। সকল প্রকার যাতনার সঙ্গেই আমি এ দারুণ মনোবেদনার বিনিময় কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। পূর্ব্বে পরকাল বাতুলের প্রলাপ বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেম। অনুতাপ যে কি ভয়ঙ্কর শাস্তি তা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করিনাই।—কিন্তু এখন যে এ জ্বালা আর সহিতে পারি না। এ আগুণ কি নির্ব্বাণ হওয়ার নয়!—অম্বরে কি এমন জলধর নাই যার বর্ষণে দুর্ভাগা দামোদরের হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণ হয়!—ওঃ! জগদীশ্বর! আর যে সহ্য হয় না—যথেষ্ট হয়েছে—আমায় বলে দাও কোন্ প্রায়শ্চিত্ত কল্লে এ পাপ যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাই!—ইহ কালেই এই—এর পর যদি আমার পরকাল থাকে—ওঃ বিধাত! তা হলে কি হবে?—আমার মত পাপীর জন্য বোধ হয় নূতন নরকের সৃষ্টি হবে!—আর যে এখন পরকালকে পূর্ব্বের মত তাচ্ছিল্য কর্ত্তে পারিনা!—এখন যে প্রতিক্ষণেই নরকের

ভীষণ মূর্ত্তি আমায় ভয় প্রদর্শন কচ্চে—কি জাগ্রতে কি নিদ্রিতে, সকল সময়েই বিকটাকৃতি যমদূতগণ আমায় তাড়না কচ্চে।—ওঃ আর যে দেখিতে পারিনে।—আর যে সহ্য হয় না!—জ্বলে গেলেম, জ্বলে গেলেম!—হৃদয় যে পুড়ে গেল!—ওঃ জগদীশ্বর! আর কেন—এত যন্ত্রণাতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি! বরঞ্চ এ রসণাকে শতসহস্র খণ্ডে বিভক্ত করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্বো—এ হৃদয়কে পদতলে দলিত করে শ্মশানে বিসর্জ্জন দেব, তথাপি কখন আর অর্থের কথা মুখে আন্‌বো না, হৃদয়েও স্থান দেব না। জগদীশ্বর! তোমার কুপুত্রত অনেক আছে, কিন্তু তোমার ত্যজ্যপুত্র অসম্ভব। তবে কেন এ পাপিষ্ঠের উপর করুণা কর্চ্চনা!—ওঃ বুঝেছি! এ অপবিত্র জিহ্বা তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণে উপযুক্ত নয়!—এ পাপ কলুষিত হৃদয় তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি চিন্তার জন্য নয়। তবে আমার উপায় কি হবে? মনুষ্য আমায় পরিত্যাগ করেছে—তুমিও পাপীকে ত্যাগ কল্লে—তবে আমি কোথায় যাব—কোথায় এ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াব। কোথায় গেলে, কি কল্লে, এক দিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার শান্তিলাভ কর্ব্বো?—পৃথিবীর সকল স্থানেই ঘুরে বেড়াব—নিবীড় বনে, তমোময় গিরি-গুহায়, ভীষণ মরুভূমে, গম্ভীর সাগর তলে তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করে দেখবো, কোথায় শান্তি আমার ভয়ে লুক্কায়িত আছে।

উন্মত্তভাবে প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রেসিডেন্সি মধ্যস্থিত একটী গৃহ।

মল্‌হার রাও আসীন।

রাজা। জগদীশ্বর! কি পাপে আমার অদৃষ্টে এত শাস্তি লিখে-ছিলে? অবশেষে এই দারুণ মনোবেদনা দেবার জন্যই কি আমাকে এত সুখের অধিকারী করেছিলে?—ওঃ আমি কি ছিলেম আর কি হয়েছি! ভারতবর্ষের মধ্যে সুরম্য বরদা নগর আমার রাজধানী, লক্ষ লক্ষ রাজভক্ত মনুষ্য আমার প্রজা, আমার ভাণ্ডার অসংখ্য ধন রাশি ও বিবিধ রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ—শান্তি পূর্ণ রাজ ভবন পরি-বার বর্গ ও আত্মীয় স্বজনের আনন্দে আনন্দময়—এক মাত্র পুত্র ধনে আমি বঞ্চিত ছিলেম, বিধাতা আমার সে আশাও পূর্ণ করেছিলেন, সংসারের কোন সুখেরই আমার অভাব ছিল না—কিন্তু এখন আমি একেবারে অতল সাগরে নিমগ্ন হলেম, সকল সুখে বঞ্চিত হলেম। এই অল্প দিনের মধ্যে কি অভাবনীয় ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হল?—সেই সিংহাসন আমার শূন্য—ঐশ্বর্য্য আমার পরহস্তগত—আর সেই আন-ন্দময় রাজভবন আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার হাহাকারে এক্ষণে শ্মশান অপেক্ষা ভীষণতর! কর্ণেল্ ফেয়ার্ আমাকে বিষ নয়নে দেখলেন,—তাঁর সুমিষ্ট পানীয় মধ্যে বিষ প্রবিষ্ট হল, —সেই বিষ আমার অমৃত-ময় সুখ-পূর্ণ সংসারকে দগ্ধ কল্লে! এখন বরদার সামান্য কৃষকও আমা অপেক্ষা সুখী, আমা অপেক্ষা স্বাধীন,—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর পুত্র কন্যা সহবাসে সেও শান্তি লাভ করে—নিকৃষ্ট বন্য পশু পক্ষীরাও আমা অপেক্ষা সুখী, তারাও ইচ্ছামত বিচরণ কর্ত্তে পারে,

ইচ্ছামত আপন স্ত্রী পুত্রদের নিকট যাইতে পারে—কেউ নিবারণ কর্ত্তে নেই, কেউ বাধা দিতে নেই। কিন্তু আমি মনুষ্য—রাজা, আমার সে ক্ষমতা নাই!—আমি এখন বন্দী, ঘোর মিথ্যা কলঙ্কের ভার মস্তকে ধারণ করে বন্দী! পরাধীনতা অপেক্ষা যন্ত্রণা আর জগতে কিছুই নাই। প্রায় দুই মাস হল আমি এখানে বন্দী, জানিনা কত দিনে মুক্ত হব—কখন মুক্ত হব কি না তাহাও সন্দেহ! (চিন্তা) কে আমার নামে এ কলঙ্ক রটনা কল্লে?—কে আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—কে আমাকে স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহবাস সুখে বঞ্চিত কল্লে? কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনা, কার দোষ দিব। দামোদর! তোমার প্রতি ত কখন কোন অন্যায় ব্যবহার করি নাই—তোমাকে ত আমি প্রাণের তুল্য ভাল বাস্‌তেম—তবে কেন তুমি আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে?—না তোমারি বা দোষ কি?—অদৃষ্ট এখন আমার প্রতি বাম—না হলে তোমার সাধ্য কি যে তুমি একা আমার বিরুদ্ধাচরণ কর? (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) এখন এ কলঙ্ক কি মোচন হবে না? গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুরের মনের সন্দেহ কি নিরাকরণ হবে না? কমিসনারগণের ত মতের ঐক্য হয় নাই, এতেও কি তাঁর সন্দেহ দূর হবে না? লোকে তাঁকে সুবিচারক বলে সুখ্যাতি করে—আমার অদৃষ্টে কি তিনি বিমুখ হবেন? বোধ হয় না, বিশেষ যখন প্রজাগণ আমার পক্ষ, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান লোক আমার পক্ষ, শুন্‌তে পাচ্চি ইংলণ্ডের কতকগুলি সংবাদ পত্র ও কোন কোন প্রধান ব্যক্তি আমার সহায়তার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, এতেও কি আমি মুক্তি লাভ কর্ব্বো না—কবে লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায় প্রকাশ হবে?—তাঁর অনুকূল অভিপ্রায়ের আশাতেই আমি জীবন ধারণ করে আছি।—যে মুহূর্ত্তে আমি সেই শুভ সংবাদ পাব, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হবে—আহা! সে দিন কি আমার আনন্দের দিন হবে? আবার আমি সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে আমার পুত্র তুল্য প্রজাবর্গের মঙ্গল চিন্তায়

নিযুক্ত হব। আবার আমার প্রাণাধিকা সুমা-র সুমধুর বচন শুনে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত কর্ব্বো—আবার সেই নয়নানন্দ নবকুমারকে অঙ্কে লয়ে তার মুখ চুম্বন কর্ব্বো—আবার সেই হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করে এ দগ্ধ হৃদয় শীতল কর্ব্বো—নিরানন্দ রাজ ভবন আবার আনন্দে পরিপূর্ণ হবে। (চিন্তা)

(মিড্ সাহেবের প্রবেশ।)

আসুন মহাশয়—কোন সংবাদ এসেছে কি? আর কত দিন আমাকে এখানে এরূপে বাস কর্ত্তে হবে?

মিড্। না মহারাজ! এখানে আর আপনাকে অধিক দিন থাক্তে হবে না। ক্ষণকাল পূর্ব্বেই আমি লর্ড নর্থব্রুকের নিকট হইতে অনুশাসন পত্র প্রাপ্ত হয়েছি; এই—

রাজা। (সাগ্রহে) তবে আমি যা চিন্তা কচ্ছিলেম, তাই হয়েছে। গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুর আমার প্রতি সুবিচার করে আমার সিংহাসন আমায় প্রত্যর্পণ করেছেন? জগদীশ্বর! লর্ড নর্থব্রুককে চিরজীবী করুন।

মিড্। না মহারাজ, সিংহাসনে বসবার আশায় আপনি জলাঞ্জলি দিন। আপনার প্রতি বরদা ত্যাগের আদেশ এসেছে।

রাজা। জগদীশ্বর কি কল্লে! এত আশা দিয়ে আমায় একেবারে নিরাশানীরে নিমগ্ন কল্লে? মহাশয়, স্পষ্ট করে বলুন, কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

মিড্। আপনার প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হয়েছে।

রাজা। হা! নির্ব্বাসন! মহাশয় সদয় হউন—বলুন আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে! নির্ব্বাসন মৃত্যু অপেক্ষা সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর!—আর নির্ব্বাসনের কথা বল্‌বেন না—

মিড্। আজ আপনাকে কর্নাগর ত্যাগ কর্ত্তে হবে, যত দিন

জীবিত থাকবেন আর কখন এ নগরে প্রবেশ কর্ত্তে পাবেন না।
ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের অপ্রতুল নাই—গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে
আপনি যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বাস কর্ত্তে পাবেন।

রাজা। মহাশয়। আর স্বচ্ছন্দের কথা মুখে আনবেন না—
স্বরাজ্য ত্যাগ করে, বরদা ত্যাগ করে অন্যত্রে বাস আর নরকে বাস
আমার পক্ষে উভয়ই সমান—প্রিয় ভূমি বরদা ভিন্ন যে স্থানে বাস
কর্ব্বো সেই স্থানেই নরক যন্ত্রণা। মহাশয় নির্দ্দয় হবেন না—বলুন
আমার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়েছে!

মিড্। ওঃ কি পাপ! কি অকৃতজ্ঞতা! আপনার নামে নরহত্যার
অভিযোগ হয়েছিলঃ প্রাণ দণ্ডই তার উচিত শাস্তি। কিন্তু গবর্ণর-
জেনেরেল বাহাদুর অনুকূল হয়ে আপনার সে অপরাধ মার্জ্জনা করে
কেবল কু-শাসন অপরাধে আপনার প্রতি নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়া-
ছেন—আপনার প্রতি যে তাঁর কত অনুগ্রহ তাহা কি আপনি দেখ্তে
পাচ্চেন না?

রাজা। কি বল্লেন, মহাশয়, কু-শাসন অপরাধে নির্ব্বাসিত
হচ্চি? কি আশ্চর্য্য! আবার এ কথার উৎপত্তি কোথা থেকে হল?
এক বিষ দানের অপবাদে আমি বন্দী হলেম, বিচারালয়ে নীত হলেম,
সর্ব্ব সমক্ষে অপদস্থ হলেম, অবশেষে তার প্রমাণ হল না বলে কি
আমার প্রতি কু-শাসনের অপবাদ অর্পিত হল? তবে এ কমিসনের
কি আবশ্যক ছিল? এত অর্থ——

মিড্। মহারাজ! আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই—আপনি
যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজা। কখন আপনাদের এ কণ্টককে দূর করবার কল্পনা
করেছেন?

মিড্। আজ,—এই দণ্ডে।

রাজা। এই দণ্ডে! বরদায় কি আমি আর এক নিশাও যাপন

কর্ত্তে পাবো না ? আহা ! প্রিয় স্বদেশ, সাধের রাজ্য, হৃদয়ের বন্ধু, স্নেহময় পুত্র কন্যা, প্রিয়তমা ভার্য্যা, সকলই জন্মের মত ত্যাগ কর্ত্তে হবে, এ জীবনে আর দেখ্‌তে পাব না !—আমার মত হতভাগা জগতে আর নাই; এখন একবার জন্মের মত তাদের নিকট বিদায় লয়ে আসি——

মিড্‌। মহারাজ ! তার আর আকাশ নাই। যে সকল ভৃত্য আপনার সঙ্গে যাবে, তারা এতক্ষণ সকলেই আপনাপন পরিবারের নিকট বিদায় লয়ে এসেছে—আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারিনে—আপনি এক্ষণই আসুন।

রাজা। আপনার জিহ্বা কি তপ্ত লৌহে নির্ম্মিত ? এ নিদারুণ কথা আপনি কি রূপে মুখে আন্‌লেন ? সামান্য ভৃত্যগণও বিদেশ গমন কালে আপনাপন স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদায় লয়ে এল, আর আমি চির জীবনের জন্য রাজ্য, সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয় মাতৃভূমি, স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকেই পরিত্যাগ করে চল্লেম, আর একবার তাদের নিকট জন্মের মত বিদায় লতে পাব না ? কি পরিতাপ ! হা হৃদয় বিদীর্ণ হল ! প্রাণেশ্বরি ! আমি জন্মের মত চল্লেম—কিন্তু একবার তোমায় দেখতে পেলেমনা—যাওয়ার সময় একটী কথাও কহিতে পেলেম না। প্রাণের কুমা ! তোমার হতভাগ্য পিতা জন্মের মত দেশান্তরিত হল—কিন্তু যাওয়ার সময় তোমায় একটী কথাও বলে যেতে পেলেম না।—হা ! একবার জন্মের মত আদরের ধন নবকুমারকে যাওয়ার সময় কোলে কর্ত্তে পেলেম না—আহা অজ্ঞান শিশু কিছুই জান্‌চে না তার অভাগা পিতার কি দুর্দ্দশা হয়েছে। জগদীশ্বর ! তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ, দেখো আমার অনাথা পরিবারগণ যেন অন্নাভাবে না মারা যায়—তোমা ভিন্ন তাদের আর সহায় কেউ নাই—এ পৃথিবীতে তাদের মুখ পানে চাইবার আর কেউ নাই।

মিড্‌। মহারাজ, চলুন।

রাজা। বন্দীকে বন্ধন করে লয়ে চলুন—আর শিষ্টাচারের প্রয়োজন কি? চলুন কোথায় লয়ে যাবেন—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

রেল্‌ওয়ে ষ্টেসন।

(বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত, প্রহরীগণ ও কর্ম্মচারীগণ নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান)

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) আজ তারের খপর সব বন্দ হল কেন?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) মিড্ সাহেবের হুকুম, পেলি সাহেব বিলাত গেছেন, উনি এখন রেসিডেণ্ট্।

প্র কর্ম্ম। (জনান্তিকে) গাইকোয়াড়কে কি এই গাড়িতে এখান থেকে পাঠান হবে?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) হাঁ।

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) সব কাজ এত চুপি চুপি হচ্চে কেন?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) পাছে প্রজারা গোলমাল করে।

প্র-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) আচ্ছা রাজা এখন কোথায়?

দ্বি-কর্ম্ম। (জনান্তিকে) চুপ্, ঐ বোধ হয় সব আস্‌চে।

(মিড্ সাহেব, ও সৈন্যগণ বেষ্টিত মলহার রাওয়ের অধোবদনে প্রবেশ)

মিড্। অল্ রাইট্?

ষ্টেসনমাষ্টার। অল্ রাইট্।

মিড্। মহারাজ, সকলি প্রস্তুত, আপনি শকটারোহণ করুন।

রাজা। জগদীশ্বর!

মিড্। আর বৃথা সময় নষ্টের প্রয়োজন কি?

রাজা। না! আমি প্রস্তুত আছি—তবে মহাশয়ের নিকট একটী শেষ অনুরোধ। শুনচি আমার প্রাণাধিকা কন্যা এই নিকটস্থ দেব মন্দিরে তার হতভাগা পিতাকে দেখবার জন্য এসেছে, অনুমতি দিন, বিশ্বাস না হয় প্রহরী সঙ্গে দিন,—একবার চির-জীবনের জন্য তাকে আলিঙ্গন করে আসি—আহা! সরলা বালিকা উন্মত্তার ন্যায় আমায় দেখবার জন্য এতদূর এসেছে—মহাশয় সদয় হউন, আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করুন—সিংহাসনচ্যুত নির্ব্বাসিত দুর্ভাগা রাজার এই শেষ প্রার্থনা রক্ষা করুন।

মিড্। মহারাজ! কেন অধৈর্য্য হন, কেন আমায় বারম্বার বিরক্ত করেন, এ আপনার কন্যার সহিত দেখা করবার সময় নয়—আপনি শীঘ্র শকটে আরোহণ করুন।

রাজা। মৃত্যু কি আমার ভয়ে পলায়ন করেছে?—এ অপমান, এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না—এদের অনুরোধ করাই আমার মুর্খতা—

নেপথ্যে। কেউ বাধা দিতে চেষ্টা করো না—আমি কারুর বারণ শুন্‌বোনা। রাজকুমারী কুমা নিশ্চয়ই তার পিতার নিকট যাবে, কেউ নিবারণ কর্ত্তে পাবে না।

রাজা। (সচকিতে) একি! এনা কুমার কণ্ঠধ্বনি?—আমার প্রাণাধিকা কুমা কি এখানে?

(বেগে কুমার প্রবেশ)

একি! আমার প্রাণ পুত্তলি লজ্জার প্রতিমা কুমা এখানে কেন?

কুমা। (রাজচরণে পতিত হইয়া সরোদনে) বাবা! চল্লে, জন্মের মত আমাদের পরিত্যাগ করে চল্লে—আমার বাবা বলা কি জন্মের মত শেষ হলো—আর কি তুমি তোমার এত সাধের কুমাকে আদর কর্বেনা—বাবা! আর কি তোমার চরণ দেখতে পাব না—আমার মার দশা কি হবে!—মা! আমার আজ পথের কাঙ্গালিনী

হলো—আহা, আহা! এ নিদারুণ বার্ত্তা শোন্‌বামাত্র তিনি মুর্চ্ছা গেছেন—ওঃ মা, মাগো! তোমার দুর্দ্দশা দেখেই আমি রাজবাটী হতে ছুটে বেরিয়ে এসেছি।

রাজা। মা। উঠমা! আমার হৃদয়ের ধন উঠ—যাবার সময় আর আমায় বাধা দিও না—আর মা আমায় মায়ায় মুগ্ধ কর না—আর এ দগ্ধ হৃদয়ে ছুরিকাঘাৎ কর না—তোমার হতভাগা পিতা জন্মের মত চল্লো—ঘোর কলঙ্কের ভার লয়ে চির অন্ধকারে চল্লো।

কুমা। (উঠিয়া) বাবা! আমি শান্ত হয়েছি—আর কাঁদব না, সহসা মনোবেগ সংবরণ কর্ত্তে পারি নাই তাই কেঁদেছি—কিন্তু বাবা, আর কাঁদবোনা, আর এখানে কেঁদে তোমায় কাঁদাবো না। এখন আমি বরদা নগরে প্রতি প্রজার দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো; ভারতবাসী হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্ব্বো, তাদের উৎসাহিত কর্ব্বো, দেখ্‌বো তারা উৎসাহিত হয় কিনা, আমার দুঃখে দুঃখিত হয় কিনা।—স্বয়ং গিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর সমক্ষে ক্রন্দন কর্ব্বো! বাবা! দেখবো এত করেও আবার তোমাকে সিংহাসনে বসাতে পারি কি না।

রাজা। মা, তুমি যে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী—তুমি তা অনায়াসে পার।

মিড্‌। রাজ কন্যার আর এখানে থাকা উচিত নয়—মহারাজ কেন বিলম্ব কচ্চেন?—শীঘ্র যাত্রা করুন।

রাজা। (কুমাকে আলিঙ্গণ করিয়া) তবে মা তোমার দুঃখী পিতাকে জন্মের মত বিদায় দাও।

কুমা। ওঃ বাবা!—বাবা! বাবা! (নীরবে রোদন

রাজা। মাতঃ জন্ম ভূমি! তোমার অভাগা সন্তান তোমার নিকট হতে জন্মের মত বিদায় হল।

[রাজার শকটোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

(উন্মত্ত ভাবে আলুলায়িত কেশে লক্ষ্মী বাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কৈ?—আমার হৃদয়েশ্বর কোথা?—কৈ কাহাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্চি না—তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? ওঃ! আমি কোথায় যাব? রাজ ভবনে ফিরে যাব না, এই স্থানেই প্রাণ-ত্যাগ কর্ব্বো—

কুমা। মা! কর কি? কর কি? রাজমহিষীর কি এস্থানে আসা উচিত?

লক্ষ্মী। একি কুমা এখানে? মা, এখানে আস্‌তে আর দোষ কি?—আর আমার লজ্জা কি?—কাল যখন আমাকে শিশুসন্তান কোলে করে নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্ত্তে হবে, তখন আমার লজ্জা কোথায় থাক্‌বে? এখন বল মা কুমা, মহারাজ কোথায়?—আমার হৃদয়েশ্বর কোথায়?—আমার কণ্ঠরত্ন কোথায়?—আর যে আমি সহ্য কর্ত্তে পারিনে!—আমি যে তাঁকে একবার জন্মের শোধ দেখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে আস্‌চি—বিধাতা তাতেও বাদ সাধ্‌লে? এ নিষ্ঠুর রথ কি আমাকে অনাথিনী করবার জন্যই, আমার হৃদয়ের রত্নকে আমার হৃদয় থেকে ছিঁড়ে লয়ে যাবার জন্যই এদেশে এসেছিল? ওঃ বুক যে ফেটে যায়—আর যে সহ্য হয় না! আমার উপায় কি হবে! আমার অভাগা সন্তানের উপায় কি হবে? কে সে দুঃখিনীর ছেলের মুখ পানে চাইবে? আর কে অভাগিনীর সন্তানকে আদর করে কোলে কর্ব্বে? ওঃ! মা! মাগো! আমি রাজরাণী পথের কাঙ্গালিনী হলেম! রাজপুত্র কাঙ্গাল হল! হা এমন সর্ব্বনাশ কখন কারুর হয় না—

কুমা। মা! আর এখানে থাকা উচিত নয়—নিকটস্থ দেব মন্দিরে আমার শিবিকা আছে, চল মা বাড়ী যাই—সেখানে গিয়ে সকলে একত্রে হাহাকার কর্ব্বো। এতক্ষণ হয় ত মা আমার প্রাণত্যাগ করেছেন।—ওঃ! মহারাষ্ট্র কুলের গৌরবরবি আজ অস্তমিত হল।

[যবনিকা পতন]

কল্পিত ভাগবত

অর্থাৎ

বসুদেবদৈবকী-উপাখ্যান।

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কুমারখালী।

মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল. জ্যৈষ্ঠ।

বিজ্ঞাপন।
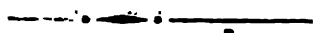
মহামুনি বেদব্যাস-প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত আংশিকাবলম্বন এবং কলিকালীয় অনেক কংসের চরিত্র অনুকরণ পূর্ব্বক এই কল্পিত ভাগবত রচিত হইয়াছে। মহীন্দ্রদি নিবাসী পৌরাণিক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ শিরোমণি মহোদয় বলিয়াছেন, "রসিকগণ, রাখালের কবিতা ও পাগলের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াও তন্মধ্য হইতে রসাকর্ষণ করিয়া থাকেন" আমি তাঁহার বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই এতৎগ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে সুধীগণের নিকটে প্রার্থনা, দোষভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহার সারভাগ গ্রহণ করিলে শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

বরিশাল।
মহারাজগঞ্জ

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য।

কল্কিত ভাগবত

উপক্রমণিকা।

পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি অবস্থিতি করিতেন। একদা গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে মধ্যাহ্ন-কালীন প্রখর দিনকর-কিরণে, অবনী অগ্নিবৎ উত্তপ্তা হইলেন। দিঙ্মণ্ডল, ধূলায় ধূসরবর্ণ হইয়া উঠিল। অসঞ্চালিত সমীরণে নিদাঘ কাল যেন মূর্ত্তিমান হইয়া জীবগণকে যৎপরোনাস্তি যাতনা দিতে আরম্ভ করিল। নিস্পন্দিত তরুগণের শাখা হইতে শুষ্ক পল্লব সকল স্খলিত হইয়া ভূ-তলে পতিত এবং গুল্মলতা রসশূন্য ও পুষ্পিত পাদপ সকল ম্লান কুসুমে শ্রীহীন হইতে লাগিল। পক্ষীগণ, পল্লবিত বৃক্ষ-শাখায় অবস্থিতি করিয়াও গতক্লম হইল না, চঞ্চু বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাকুলতার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। তৃষিত চাতক ঊর্দ্ধমুখে জল দে জল দে স্বরে, জলধরকে আহ্বান করিয়া যেন বারম্বার জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। মৃগকুল, তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং ক্লমার্ত-

গণ, ক্ষেত্রকর্ষণে নিতান্ত শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে স্বীয় স্বীয় গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। গো-বৃন্দ, পিপাসায় কাতর হইয়া জলাশয়াভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। সরোবরের সুশীতল জল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। জলজ-দল, পদদলিত তৃণের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িল। কেবল সরোজিনী, প্রিয়বান্ধবের প্রদীপ্ত কান্তি দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া কুমুদিনীকে উপহাস করতঃ যেন পতি-সোহাগের চিহ্ন বিকাশ করিতে লাগিল। সতী, প্রাণান্তেও পর-পতির মুখাবলোকন করেন না, কুমুদিনী স্ত্রীজাতিকে ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য যেন মুদিতা হইয়া রহিল। জলচর পক্ষিগণ, জলাবিহারে বিমুখ হইয়া বৃক্ষের শীতল ছায়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। পথিকগণ, তপনোত্তপ্ত পথ গমনে অসমর্থ হইয়া, কেহবা আশ্রম-বাসিদিগের আশ্রয়, কেহবা বৃক্ষ-মূলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তপোবনবাসী ঋষিগণ, মধ্যাহ্ন কালীন যজ্ঞে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পৌরাণিক সূত, মহামুনি শৌনকের আশ্রমে সমাগত হইলেন।

মুনিগণ, বৈষ্ণব-চূড়ামণি সূতকে স্বয়মাগত দেখিয়া সাধু-সমাগমোচিত সাদর সম্ভাষণে আসন প্রদানান্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। সূত, সসম্ভ্রমে মুনিগণের পাদদ্বন্দ্ব বন্দনা পূর্ব্বক কুসাশনে সমাসীন হইয়া

করপুটে নিবেদন করিলেন, হে ভূ-দেবগণ! মদ্বিধ হীনকুলোদ্ভব সূতাধমের প্রতি এরূপ অভ্যর্থনা কেবল আপনাদিগের নৈসর্গিক ঔদার্য্যের কার্য্য। মহাত্মাগণ সর্ব্বত্র সমদর্শন করিয়া থাকেন, শত্রুমিত্র ও পাত্রাপাত্র, কিছুরই বিচার করেন না; নিতান্ত কলুষিত চিত্তকেও প্রেমামৃতদ্বারা ধৌত করিয়া স্বভাবে আনয়ন করেন। ঈদৃশ না হইলে, সূর্য্যবংশাবতংস ভগবান্ রামচন্দ্র, মৈত্রভাবে গুহকের অপবিত্র কুলকে পবিত্র করিবেন কেন? অতএব, যেমন অরুণোদয়ে জগতের ধ্বান্ত অস্ত, চন্দ্রমার শুভ্র কিরণে জগন্মণ্ডল সুশীতল এবং স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহ-পিণ্ড সুবর্ণ হয়, তদ্রূপ ভবদীয় পদদর্শনে মদীয় অজ্ঞানান্ধকার অপনীত, সুধাময় সদালাপে পাপতাপ শীতল এবং ধর্ম্মোপদেশে পাপভার-বহনশীল অপবিত্র দেহ পবিত্র হইল।

মহামুনি শৌনক, সূতের এবম্বিধ শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ কহিলেন, সূত! সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই যে সৎ ও বিনীত হয় এমত নহে। কত শত সৎকুলোদ্ভব অতুল্য বিভবশালী [illegible] বুদ্ধিবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিরাও সাধু-ঘৃণিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে জনসমাজে তিরস্কৃত ও রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে। তাহারা কি সাধুশব্দের বাচ্য হইতে পারে? অপরের

কথা কি, মুনি-কুমারেরাও যদি ধৃতি, ক্ষমা, দম, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীঃ, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশ-বিধ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা না করেন, তবে তিনি মূঢ় চণ্ডাল হইতেও শতগুণে অধম হন। আর যদি চণ্ডাল ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করে তবে সে ব্যক্তিও মুনি হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। তুমি মহামুনি বেদব্যাসের প্রিয় শিষ্য ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহে অলঙ্কৃত, অতএব তুমি যথার্থ সাধুবাদের পাত্র।

শৌনক, এইরূপ সদালাপে সূতকে পরিতৃপ্ত করতঃ কহিলেন, সূত! আমরা ভাবী কলিকালের ভয়ে ভীত হইয়াছি। এখন অলীকালাপে কাল হরণ করা আমাদিগের উচিত হয় না। কেননা, কলির অধি-কারে লোক সকল মহাপাপে মুগ্ধ হইবে; অধর্ম্ম, শরীরী হইয়া ভূ-মণ্ডলে বিচরণ করিবে; অধিকাংশ মনুষ্যই কামান্ধ হইয়া গম্যাগম্য; ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিবে-চনা করিবে না; শিষ্য, গুরু-পত্নী হরণ, গুরু, শিষ্য-পত্নীর সংসর্গ বাঞ্ছা করিবে। স্ত্রৈণ পুরুষেরা পদানত ভৃত্যের ন্যায় পত্নীর প্রিয়কার্য্য সাধনে পরম পূজনীয় পিতামাতাকে তিরস্কার করিবে ও গৃহের বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। তাঁহারা অন্নাভাবে দীনহীনের ন্যায় দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিবেন। আহা! কুলাঙ্গার

পুত্র তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। পিতা-মাতাও পুত্রের প্রতি স্নেহশূন্য হইবেন। বেদবেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা রহিত হইবে। দ্বিজগণ, অর্থলোভে শূদ্রের দাসত্ব-পাশে বদ্ধ হইয়া স্ব-ধর্ম্ম বর্জ্জন করিবে। শূদ্রেরা দ্বিজোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা করিবে। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ দেবার্চ্চনা, পিতৃশ্রাদ্ধ, অতিথি সেবাদি সাত্ত্বিক ব্যবহারের চিহ্নও থাকিবে না। লোকে নৃত্যগীত উৎসবাদিতে সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত থাকিবে। সুরা, বারাঙ্গনার সহিত মিলিত হইয়া তাহার অনুকূল পক্ষ সমর্থ করিবে। দ্বন্দ্বপ্রিয় অসত্যবাদী মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন জনগণ জনসমাজে মান্যগণ্য হইয়া সগর্ব্ব উন্নতবক্ষেঃ গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া গমন করিবে। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় লোক-হিতৈষী পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন সাধুগণকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া কেহ মনুষ্য বোধ করিবে না। সৎ পুরুষেরা অবনত-বদনে কালমাহাত্ম্যের আলোচনা করিবেন। রাজগণ, রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনায় বিরত থাকিয়া সর্ব্বদা মৃগয়া ও পর্ব্বতবিহারে স্বাস্থ্যসুখ সম্পাদনে যত্নবান থাকিবেন। বৈতনিক রাজ-কর্ম্মচারিগণ, রাজনীতি-বিরুদ্ধা-চরণে প্রজাপীড়ন করিবে, ছলে বলে প্রজার বিত্তা-পহরণে ত্রুটি করিবে না। প্রজারা অবিচারে উচ্চৈঃস্বরে

রোদন করিবে। প্রজেশগণ, তাহাতে কর্ণপাতও করিবেন না। এইরূপ পাপাচরণে বসুন্ধরা ঘন ঘন কম্পিতা হইবেন। কখন বা অনাবৃষ্টি, কখন বা অতিবৃষ্টি, কখন বা প্রবল বাতাঘাতে গ্রাম, নগর ও শস্যাদি বিনষ্ট হইবে। মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষজন্য বহুতর জীব কালের করাল কবলে পতিত হইবে। কলি-কালের, এইরূপ মাহাত্ম্য পিতামহ ব্রহ্মার বদনে শ্রবণাবধি আমাদের হৃৎকম্প হইতেছে। অতএব কলিকলুষ নাশনের অসিস্বরূপ জগদীশ্বরের গুণানুবাদ বর্ণন করিয়া ঘোর কলিকালের ভয় হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। যে পুরাণ শ্রবণে পাণ্ডুকুল-তিলক রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম পবিত্র হইয়াছিলেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণান্তর্গত বসুদেবদৈবকী-উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া আমাদের কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

সূত, মুনিগণের অমৃতময় প্রশ্ন শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে মুনিবৃন্দ! আপনারাই ধন্য ও ভাগবতোত্তম, এত গুণান্বিত না হইলে ভগবান বৈকুণ্ঠপতি ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষার্থে কমলাসনার চিরবাঞ্ছিত হৃদয়ে ভৃগুমুনির পদলাঞ্ছন ধারণ করিয়া আপনাকে পবিত্র বোধ করিবেন কেন? অতএব দর্শন, স্পর্শন অবগাহনে যেমন ত্রিলোকতারিণী সুরধুনী

ত্রিবিধ লোককে পবিত্র করেন, তদ্রূপ হরি-কথা প্রশ্নে শ্রোতা, বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা এই ত্রিবিধ লোক পবিত্র হয়। আমি মহামুনি বেদব্যাসের নিকটে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সংসারত্যাগী ব্যাসাত্মজ, শুকদেব, রাজা পরীক্ষিতকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

বসুদেবদৈবকী-উপাখ্যান

প্রথম কল্প।

পুরাণবক্তা সূত, মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজাতিগণ! মহামুনি বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত বিবিধ রসে পরিপূর্ণ, তাহার নিগূঢ়ার্থ সম্যক প্রকারে হৃদ্বোধ হওয়া সুকঠিন, তবে তদন্তর্গত বসুদেবদৈবকী-উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে মথুরা নগরীতে যদু ও ভোজ বংশীয়দিগের বাসাস্থন ছিল। মহারাজা যযাতির অভিশম্পাতে যদুকুলে কেহ রাজা ছিলেন না। সুরসেন নামক একজন কেবল যদুদিগের অধিপতি ছিলেন। তিনি, নৃপাসনে

সমাসীন হইয়া রাজ্য শাসন করেন নাই বটে, কিন্তু রাজতুল্য সুখসম্ভোগে জীবন যাপন এবং প্রাণপণে যদুকুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভুবনবিজয়ী রূপ ও গুণবিশিষ্ট বসুদেব নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

বসুদেব, অতিশয় প্রিয়দর্শন এবং আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্তহৃদয়, ক্ষীণকটি, কম্বুকণ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ, সরল নাসিক, পুণ্ডরীকাক্ষ ও আকর্ণভ্রূদ্বয়-দ্বারা শোভামান ছিলেন। তিনি এরূপ মেধাবী ছিলেন যে পঞ্চদশ বর্ষ-বয়ঃক্রম সময়ে সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বীয় উপাধ্যায়গণকে যশস্বী, ও আপনিও যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। বসুদেব পরম ধার্ম্মিক ও তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। হিংসা মৎসর্য্যাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল তাঁহার অন্তঃকরণকে অধিকার করিতে পারিত না। তিনি ন্যায়ানুগত কার্য্যদ্বারা সকলের মনোরঞ্জন, শত্রুমিত্রকে সম্মান জ্ঞান এবং ব্যক্তি মাত্রেরই দুঃখে দুঃখ, সুখে সুখ বোধ করিতেন। শূরসেনাত্মজের বদান্যগুণে নগরে দীনভাবাপন্ন কেহ ছিল না। ধীমান বসুদেব, পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতার স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। কোন ব্যক্তির সহিত অনর্থক বাক্যব্যয় করিতেন না। যাহা অবশ্য বক্তব্য তাহাই বলিতেন। প্রতিদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধানান্তে শুদ্ধাম্বর পরিধান পূর্ব্বক

পবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। উপাসনাবিষয়ে কাহারও সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেন না। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গলদাতা এক জগদীশ্বর ব্যতীত উপাস্য দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। বসুদেব অতি সুখে গর্ব্বিত ও অতি দুঃখেও ম্রিয়মাণ হইতেন না। আপনার যশঃ ও পৌরুষ কি আত্ম-কৃত পরোপকার, আপনার মুখে ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। অন্যের রূপ, গুণ, সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষাযুক্ত হইতেন না। তিনি জানিতেন যে অহিংসাই এক সুখের কারণ, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই পরম তৃপ্তি, ক্রোধ অতি দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধিস্বরূপ, ক্রোধ ও লোভ হইতে মনুজের মনুষ্যত্ব থাকে না। মহাত্মা বসুদেব, পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ, সর্ব্ব প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান এবং ক্ষুধার্ত্তকে ভোজ্য, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয়, রোগীকে ঔষধ, শ্রান্তকে আসন, ও বিপন্নকে আশ্রয় প্রদান করিতেন। বসুদেবের শীলতাগুণে নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সুখী হইয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্ব গুণসম্পন্ন পুত্র প্রাপ্তে সুরসেনের আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

তৎকালে ভোজবংশে উগ্রসেন ও দেবক নামে দুই

রাজা ছিলেন। জ্ঞাতি সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের পরস্পরের অভেদ্য সৌহৃদ্য ছিল। দেবক, উগ্রসেনকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মান্য করিতেন এবং স্বীয় রাজ্যাংশের শাসনভার উগ্রসেনের প্রতি অর্পণ করিয়া আপনি উগ্রসেনের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতেন। উগ্রসেনও দেবককে অনুজের ন্যায় স্নেহ করিতেন। শাসন সংক্রান্ত কিম্বা সাংসারিক কার্য্যই হউক, দেবকের পরামর্শ ব্যতীত কিছুই করিতেন না। কিয়ৎকালান্তে রাজা উগ্রসেনের, বিপুল বলসম্পন্ন কদাকার এক পুত্র জন্মিল। সেই বিকটমূর্ত্তি বালক, জন্মকালীন এরূপ বিকৃত স্বরে রোদন করিয়াছিল যে, সেই ভীষণ শব্দে, দিঙ্মণ্ডল প্রতিশব্দিত হইয়া উঠিল। নির্ম্মল গগনমণ্ডলে ঘন ঘন গর্জ্জন হইতে লাগিল। সারমেয়গণ ঊর্দ্ধমুখে ক্রন্দনস্বরে ডাকিতে লাগিল। বায়স সমূহের অশুভকর বিকট রবে নগরবাসিগণ উদ্বিগ্ন চিত্ত এবং রাজভবন ভয়াকীর্ণ হইল।

প্রসবকাতরা রাজমহিষী, পুত্র-মুখাবলোকন করিবেন কি, তাহার মর্ম্মভেদী চীৎকার শ্রবণে অচেতন প্রায় ধরাশায়িনী হইলেন। ধাত্রী, ভয়প্রযুক্ত চিত্র পুত্তলিকার মত অনিমিষ নয়নে বালকের মুখপানে কেবল চাহিয়া রহিল।

ভোজরাজ উগ্রসেন, বিচারাসনে সমাসীন হইয়া

রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। সহসা হৃদয়-বিদারক অশুভসূচক শব্দ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় কম্পিত হইতেলাগিল। রাজ্ঞী পূর্ণ গর্ব্ভবতী, অচিরাৎ পুত্রপ্রসবের সম্ভাবনা, তিনি ইহা স্মরণ করিয়া অধিকতর ভীত হইলেন এবং সংশয়াপন্ন চিত্তে পুরপ্রবেশ করিয়া পতিপ্রাণা মহিষীর সাক্ষাৎ বাসনায় সূতিকাগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহিষী ধরণীশয্যায় পতিতা আছেন। ধাত্রী ও অন্যান্য পরিচারিকাগণ স্তব্ধভাবে রহিয়াছে। কেবল সদ্যপ্রসূত বালক, বিকট শব্দে রোদন করিতেছে। এই সকল অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে রাজা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর রাজা উগ্রসেন, জাত পুত্রের লক্ষণালক্ষণ অনুভবেই নিশ্চয় করিলেন যে, এই বালক, জগতের পীড়াদায়ক ও স্বজন নিধনকারী হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং তিনি অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া প্রসূতির শুশ্রূষার জন্য পরিচারিণীগণকে আদেশ করিলেন। শুশ্রূষায় চৈতন্য লাভ করিয়া, নব প্রসূতি গাভী যেমন বৎসলেহনে ব্যাকুল হয়, রাজ্ঞী তদ্রূপ, পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিতে সমুৎসুকা হইলেন। ভোজ-কুলনায়ক উগ্রসেন, প্রিয়তমা জায়ার স্বাভাবিক ভাব দর্শনে

অপর্য্যাপ্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া সভামণ্ডপে প্রত্যাগমন করিলেন।

সভ্যগণ অন্য প্রসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক কেবল বালকের জন্ম বৃত্তান্তই অনুশীলন করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব বিদ্যা-বিশারদ নীতিনিপুণ রাজমন্ত্রী, করপুটে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতি মন্দ স্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি বহুদর্শী, এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়ও অনভিজ্ঞ নহেন। আপনাকে যে উপদেশ প্রদান করে এমত উপদেষ্টা অতি দুর্ল্ভ। তবে আশ্রিতগণের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বলিতে সাহস করিতেছি, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

রাজন্! ত্বদীয় জাত পুত্রটী, বিলক্ষণ কুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষিত হইতেছে। রাজকুমার গর্ব্ভাশয় হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই যেরূপ অশুভকর শব্দ করিয়াছিলেন, জীবিত থাকিলে, ত্রিলোক প্রপীড়িত হইবে সন্দেহ নাই। আপনিও যে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিবেন ইহাও বিবেচনা হয় না। এই সন্তান হইতে আপনার অপর্য্যাপ্ত ক্লেশ এবং জীবন সংশয়েরও সম্ভাবনা। যদ্দারা প্রাণের অনিষ্ট হয়, এমত পুত্রকে হিংসা করিলেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হয় না। যেহেতু প্রাণের তুল্য প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। শাস্ত্রকারেরা

কহিয়াছেন, অগ্রে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে, পশ্চাৎ পুত্রকলত্র, ধনরত্ন ইত্যাদি রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবে। লোকে যে আত্মাপেক্ষা অন্যকে প্রিয়-বোধ করে, এবং মোহবশতঃ পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে প্রাণাধিক বলিয়া সম্বোধন করে, বাস্তবিক তাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। সম্বন্ধ-নিবন্ধনই তাহার কারণ। যে পিতা পুত্রের নিমিত্ত এবং যে পুত্র পিতার নিমিত্ত প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ পিতা-পুত্র অতি বিরল। কোন২ ব্যক্তি যে পুত্রশোকে আত্মঘাতি হয়, মনীষীগণ তাহার অন্যদীয় কারণ নির্দ্দেশ করেন।

মহারাজ! আত্মা আর আত্মজে কতদূর প্রভেদ, স্থির চিত্তে অনুধাবন করিলে তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। যদি পিতা আত্মজীবন তুচ্ছ বোধ করিয়া জল-মগ্ন পুত্রের উদ্ধারার্থ অগ্রসর হন এবং জলে ঝম্প প্রদান করেন, তবে যতক্ষণ স্বয়ং জলনিমজ্জিত ও সংশয়জীবন না হন; ততক্ষণ পুত্র-জীবন রক্ষণীয় বোধ করেন কিন্তু আপন প্রাণ বিনাশের উপক্রম দেখিলে তিনি, প্রিয়তম পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই বাধ্য হইবেন সন্দেহ নাই। তত্ত্বদর্শী কোন মহানুভব ব্যক্তি, আত্মা ও আত্মজের অবান্তর ভেদ পরীক্ষার্থ এক সবৎসা বানরীকে অনলোত্তপ্ত

প্রস্তরখণ্ডে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বানরী যতক্ষণ, তাপ সহ্য করিতে পারিয়াছিল, ততক্ষণ বৎসটিকে কখন বক্ষঃস্থলে, কখন পৃষ্ঠদেশে, কখন বা স্কন্ধোপরি রক্ষা করিতে লাগিল। যখন পদতল দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল, প্রাণ বিয়োগের উপক্রম হইল; তখন সন্তানের প্রতি তাহার কিছুমাত্র মমতা রহিল না; সে শিশুটিকে পদতলে নিপাতিত করিয়া তাহার উপর দণ্ডায়মানা হইল। আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু যে আর কিছুই নাই, ইহাদ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। লোকে, পাণিগ্রহণ, সন্তানোৎপাদন, ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি সাংসারিক সমুদায় কার্য্য কেবল আত্ম-সুখোদ্দেশেই সম্পাদন করিয়া থাকে। পরপুত্র প্রতিপালন করিলে যখন, তাহার প্রতি স্নেহের সঞ্চার হইয়া থাকে; তখন লালন পালন যে পিতামাতার স্নেহবর্দ্ধনের কারণ, ইহা সহজেই অনুভব হইতে পারে। মহারাজ! সদ্যোজাত কুমারের প্রতি আপনার স্নেহবর্দ্ধিত না হইতে, আপনি তাহাকে পরিত্যাগ করুন। যদি অপত্যস্নেহে বিমুগ্ধ হইয়া আত্ম-হিত বিস্মৃত হন, তবে পরিণামে নানা অসুখের মুখাবালোকন করিবেন। যাহাতে রাজ্য, বংশ, জগৎ এবং আত্মার মঙ্গল হয়, জ্ঞানিগণ তদ্রূপ কার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যে কুলে

কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করে, সে কুল অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দাবাগ্নি যেমন বন দগ্ধ করে, তদ্রূপ কুলাঙ্গার পুত্র সদ্বংশ দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব আপনাকে বারংবার অনুরোধ করিতেছি, আপনি কুলক্ষণযুক্ত পুত্রকে পরিত্যাগ করুন।

পুত্রবৎসল উগ্রসেন, অমাত্যের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে অতীব দুঃখিত হইয়া গদ্‌গদ বচনে কহিলেন, অমাত্য! তোমার নীতিপ্রসূতি বক্তৃতা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব-সৃষ্টি কর্ত্তা সৃষ্টি-রক্ষার্থ জনকজননীর হৃদয়-কোষে অপত্য-স্নেহ স্থাপন পূর্ব্বক সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সেই মঙ্গলাভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিরয়গামী হওয়া কি উচিত? মন্ত্রীবর! যাহা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত, শোকবেগ উচ্ছলিত এবং ঘোরতর অধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়, এরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, জগতে এরূপ নরাধম কি কেহ আছে? পুত্রবান্‌দিগের ত কথাই নাই, পুত্রবিহীন ব্যক্তিরাও পরপুত্র বিয়োগজনিত যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকেন। লোকে যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যে পুত্ররত্ন লাভ করিতে পারেন না, আমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে সেই পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে

কি সংহার করিব? যিনি দশমাস দশ দিন গর্ব্ভধারণ করিয়া অপর্য্যাপ্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, সেই স্নেহমুগ্ধা কোমলহৃদয়া মহিষী, ক্রোড়-দেশ শূন্য করিয়া স্তন্যজীবী শিশুকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবেন? বল পূর্ব্বক গ্রহণকরাও নররাক্ষসের কার্য্য। রাজ্ঞী, পুত্র-শোকে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবেন। আমি স্ত্রীঘাতক মহাপাতকী বলিয়া পরিচিত হইব সন্দেহ নাই। পুত্র রূপবান্, বিকলাঙ্গ, বিদ্বান কি অবিদ্বানই হউক, রুগ্ন কি অরোগীই হউক এবং জনকজননীকে সেবাভক্তি করুক আর না করুক; পিতামাতার নিকটে কখন অনাদৃত হয় না। বিশেষতঃ তুমি মদীয় পুত্রের বলবিক্রমের বিষয় যে প্রকার বর্ণনা করিলে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ক্ষত্রীয়দিগের তদপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কি আছে? ক্ষত্রধর্ম্মে বীর্য্যবান পুত্রই কুল-প্রদীপ। পুত্র যদি ভুজ-বলে সসাগরা ধরায় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তবে এই পুত্রদ্বারা ভোজ-বংশ অলঙ্কৃত হইবে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে। অতএব, ভাবী অনিষ্টাশঙ্কায় এরূপ পুত্ররত্ন বিসর্জ্জন করা লোক ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। অদৃষ্ট পরম পুরুষ, অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। এখন তদনুশোচনা করা বিফল। রাজা এই প্রকার বক্তৃতা

করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিলেন। অনন্তর, পুত্রের জাতকৃত্যাদি শুভ কার্য্য সম্পাদনার্থ অনুচর-বর্গকে অনুমতি করিলেন। পুরবাসিদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী প্রভৃতি শুভসূচক বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। ভোজ-কুলপতি উগ্রসেন, প্রেয়সীর প্রিয়চিকীর্ষায় বিবিধ রত্নাদি বিতরণ পূর্ব্বক, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয়, অমাত্যের সহিত জাতপুত্রের মুখাবলোকন করিলেন। অতি কুরূপের নিমিত্ত পুত্রের নাম কংস রাখিলেন। রাজ-মহিষী, স্নেহবশতঃ মূলভদ্র বলিয়া আহ্বান করিতেন।

কংস, তরুণ শালতরুর ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধমান হইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার প্রকৃতিও দোষযুক্তা হইয়া উঠিল। দম্ভ মৎসরতা প্রভৃতি জঘন্য প্রবৃত্তি সকল মূর্ত্তিমতী হইয়া তদীয় মানসক্ষেত্রে অধিকার করিল। পাপাত্মা কংস ক্রীড়াশক্ত পুরবালক গণের প্রতি সর্ব্বদাই নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন। কোন বালককে লৌহতুল্য দৃঢ় ভুজে আকর্ষণ; কোন বালককে পদতাড়ন এবং কোন বালকের পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক নিষ্পেষণ ও দূরে নিক্ষেপ করিতেন। বালকেরা রক্ত বমন করতঃ প্রাণত্যাগ করিত। হতাহত বালকদিগের মাতা শোকাচ্ছন্ন হইয়া বক্ষদেশে করাঘাত করিতে করিতে রাজমহিষীর নিকটে আত্মঘাতিনী হইবার

উপক্রম করিত। রাজ্ঞী, পুত্রের নৃশংস কার্য্য দর্শনে সাতিশয় লজ্জিতা ও দুঃখিতা হইয়া, শোকসন্তপ্তাদিগকে বিবিধ বিনয় বচনে ও বস্ত্রাভরণে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিতেন।

রাজা উগ্রসেন, পুত্রের এবম্বিধ অমানুষিক দুষ্কার্য্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শঙ্কিত হইলেন। এবং তদীয় চরিত্র সংশোধনার্থ নীতিশাস্ত্রদর্শী অধ্যাপকগণকে উপদেষ্টা নিযুক্ত করিলেন। দুর্বৃত্ত কংস, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ না করিয়া, রাজসৈনিকেরা যে স্থানে রণকৌশল অভ্যাস করিত, সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিতেন। তিনি, ব্যায়ামকৌশল প্রভৃতি সামরিক শাস্ত্রে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়া উঠিলেন। ভূমণ্ডলে তাঁহার প্রতিযোগী যোদ্ধা তৎকালে অন্য কেহই ছিল না। অতএব তিনি কংসাসুর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

কংস, চানূর, মুষ্টিক, প্রলম্ব, বক প্রভৃতি দৈত্যগণের সহায়তায় বেদ-বিরুদ্ধ নানা প্রকার পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, নীতি ও ধর্ম্মনীতিপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই অপ্রীতি ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যে গ্রাম, নগর ও পল্লী প্রভৃতি জনশূন্য অরণ্য প্রায় হইয়া উঠিল। বসুমতী কম্পিতা ও দেবতাগণ ভীত হইলেন। কংস, প্রাচীন রাজগণের প্রতিষ্ঠিত

দেবালয়, চতুষ্পাঠী, অতিথিশালা সকল ভগ্ন করিয়া কংসমঞ্চ নামে উচ্চতর এক মঞ্চ নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং স্ব-মতাবলম্বী দৈত্যদলে পরিবেষ্টিত হইয়া, সুমেরু সদৃশ সেই প্রমোদ মঞ্চোপরি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার অনিবার্য্য দৌরাত্ম্য নিবারণ করে, এমন কেহই ছিল না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে মগধাধিপতি মহাবল জরাসন্ধ, ভুজবলে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণকে বিপন্ন ও কারাবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মগধাধিনায়কও কংসের বিপুল পরাক্রমে ভীত হইয়া স্বীয় কন্যাদ্বয়ের সহিত তদীয় পরিণয় সম্পাদন পূর্ব্বক, নিরাপদ হইয়াছিলেন। দুরাচার কংস, পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না এবং স্পষ্টই বলিতেন, পরকাল ও পাপপুণ্য অলীক স্বপ্ন; যাহা মনের সন্তোষ জনক ও দেহের পুষ্টিবর্দ্ধক তাহাই পুণ্য বা মনুষ্যের কর্ত্তব্য; যাহাতে অন্তঃকরণ গ্লানিযুক্ত এবং শরীর শুষ্ক হয়, তাহাই পাপ বা অকর্ত্তব্য। সম্পদ-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই ধার্ম্মিক ও ধন হীনেরাই অধার্ম্মিক। সম্পত্তির বলে মনোগত সকল কার্য্যই সম্পাদন করিয়া সুখী হওয়া যায়। সম্পত্তি অভাবে উদরচিন্তা বলবতী হয়, তাহার নিকটে অন্য চিন্তা স্থান পায় না। দেবতা আর মানবে ইতর বিশেষ নাই। গীর্ব্বাণেরাও যেরূপ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, মনুজগণও সেইরূপ ইন্দ্রিয় পরা-

য়ণ। সুতরাং দেবার্চ্চনার প্রয়োজন নাই। বিপ্রগণ মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। তস্করেরা, নিশাভাগে অপ্রত্যক্ষে চৌর্য্যবৃত্তি করে, বিটল ব্রাহ্মণগণ মিথ্যা শাস্ত্রকুহকে মুগ্ধ করিয়া দিবাভাগেই লোকের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া থাকে। দানশীলতার ন্যায় দুষ্কর্ম্ম আর নাই। দাতাগণ, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবিলম্বে ঘোর দুঃখে পতিত হয়।

সুরাসক্ত নরাধম কংস, রাজ্য লোলুপ হইয়া মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বৃষভ যেমন ঋতুমতী গাভীর সংসর্গে সন্তানোৎপাদন করিয়া যাদৃচ্ছা গমন করে, বৎসের সহিত কোন সংস্রব রাখে না; জনকও তদ্রূপ, জন্মদাতা মাত্র। তিনি সন্তানের নিমিত্ত কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করেন না। মাতার ন্যায় তাঁহার স্নেহ দৃষ্ট হয় না; তবে যে কিঞ্চিৎ বাৎসল্য প্রকাশ পায়, তাহা স্ত্রী-জনিত। সচরাচর দেখা যায় যে, পুত্রবান্ মৃতদার অনেক পুরুষ, দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিয়া এবং তাহার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ব দারজাত পুত্রের প্রতি কেবল স্নেহশূন্য হয়েন নাই, কখন কখন তাহার জীবন সংহার করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, উত্তর কালে সন্তান ভৃত্যবৎ পরিচার্য্য করিবে, তন্নিমিত্তই পিতা, পুত্র প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

এরূপ স্বার্থপর ও আত্মসুখী পিতাকে উৎপীড়ন করা অন্যায় নহে। কংসের এই সংকল্পদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইতেছে; তিনি উগ্রসেনের প্রতি অত্যাচার পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অভিলাষী হইয়াছিলেন।

কংস, রাজ্যলোলুপ হইয়া পিতার প্রতি ভক্তিশূন্য হইয়াছিলেন; কিন্তু মাতার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি, স্বীয় বয়স্যদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন; মাতাই পরম গুরু, এই পৃথিবীতে তাদৃশী গুরু আর নাই। মাতা, কোন স্বার্থসাধনের নিমিত্ত সন্তান প্রতিপালন করেন না। নানা কারণে মানবজননীর নিঃস্বার্থতা আশু প্রকাশিত হয় না সত্য, কিন্তু স্ত্রী পশুপক্ষীরা, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে। পশুপক্ষি-শাবকেরা ত মাতার কোন উপকার করে না, তবে তাহারা সন্তান হারাইয়া আর্ত্তনাদ করে কেন? অতএব, মাতৃস্নেহ স্বভাব সিদ্ধ; স্নেহময়ী মাতাই সন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। সুতরাং তিনিই কেবল আমাদিগের ভক্তিপাত্রী ও পরম পূজনীয়া। যে পুত্র মাতার অবাধ্য সে কখন কর্ত্তব্যপরায়ণ নহে। কংস, এই কথা কেবল মুখে বলিতেন তাহা নহে, মাতার আজ্ঞা পালনেও তৎপর ছিলেন। রাজ্যলুব্ধ কোপোনশীল কংস, স্বীয় পিতা

উগ্রসেনের প্রতি নানা প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। রাজসিংহাসন অধিকার করাই এই অত্যাচারের কারণ। রাজা, বিপদাশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদাই ত্রস্ত থাকিতেন। একদা তিনি, অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রের দুশ্চরিত্রতা আলোচনা করিতেছেন, এমত সময় অসি-চর্ম্মধারী উগ্রমূর্ত্তী কংসকে সভাভিমুখে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া বায়ুঃবিচলিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পবান হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী সভ্যগণ বিস্ময়াবিষ্ট লোচনে রাজার ভয়-শুষ্কানন অবলোকন করিতে লাগিলেন। উগ্রসেন, কংসের দূরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, সিংহাসন হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। দুষ্টমতি কংসও রাজার অনুগামী হইলেন।

সঙ্কট বিপদাপন্ন উগ্রসেন, বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত দ্রুত-গমনে অসমর্থ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন, এবং অনন্যোপায় হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজমহিষীর শরণাপন্ন হইলেন। ত্রস্ত গমনে, তাঁহার পরিধেয় ছিন্ন ও ভূষণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল এবং সঘনে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল। পতিপ্রাণা মহিষী, পতির ঈদৃশী দুর্দ্দশা দর্শনে, শশব্যস্তে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভয়ে কণ্ঠাবরোধ ও শুষ্ক প্রায় হওয়ায় রাজা উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া কেবল “ কং কং কং ”

অব্যক্ত শব্দ করতঃ অঙ্গুলি সঙ্কেতে আগত কংসকে নির্দ্দেশ করিলেন। রাজ্ঞী, সজলাক্ত বঙ্কিম নয়নে প্রচণ্ড মূর্ত্তি কংসকে অদূরে দর্শন করিয়া চকিতা ও কম্পিতা হইলেন। স্বচক্ষে পতির দুর্দ্দশা দেখিতে হইবে মনে করিয়া শিরে বারংবার করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক বলিলেন, আজ আমার সর্ব্বনাশ হইল, কংস ইচ্ছা পূর্ব্বক সর্পবীবরে হস্ত দিতেছে, আর রক্ষা নাই। এখনি ভোজ বংশে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। কংস, রাজ্ঞীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী, বাহুদ্বয় প্রসারণে পথাবরোধ পূর্ব্বক সুধাসিক্ত সান্ত্বনা বচনে কহিলেন, বৎস মূলভদ্র! তুমি অকস্মাৎ ক্রোধের বশীভূত হইলে কেন? কে তোমায় কি বলিয়াছে? রাজা যদি কোন অসঙ্গত বলিয়া থাকেন, তবে বল, আমি এখনি তাহার প্রতীকার করিতেছি। অন্য যদি কেহ তোমার এরূপ কোপের কারণ হইয়া থাকে, তবে সে শৃগাল হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সুষুপ্ত সিংহকে জাগ্রৎ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ক্রোধোন্মত্ত কংস, গভীর স্বরে কহিলেন, এই পৃথিবীর মধ্যে এমন সাধ্য কার, আমার অপ্রিয় কার্য্য করে? (রাজাকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐ হতবুদ্ধি বৃদ্ধই আমার রাগের কারণ? আমি, কতবার রাজ্য প্রার্থনা করিলাম; অর্ব্বাচীন বৃদ্ধ, কিছুতেই সম্মত

হইলেন না। অদ্য আবার উনি; “কংসের চরিত্র ভাল না হইলে, উহাকে রাজ্য দিব না;” এই কথা বলিয়া রাজসভায় আমার নিন্দা করিতেছিলেন, শ্রবণ করিয়া ক্রোধানলে আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিল। মনে করিলাম, বৃদ্ধ দেশে থাকিলে আমি রাজা হইতে পারিব না। তাই উহাঁকে দেশ হইতে দূর করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি, মা হইয়া আমার উদ্যম ভঙ্গ করিবেন না, দ্বার মোচন করুন।

ধীমতী রাজ্ঞী, মনোবেদনা গোপন করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, অরে অবোধ পুত্র! এই নিমিত্ত ক্রোধ করিয়াছ? তুমি জান না, তুমি ভোজবংশের একমাত্র কুল-প্রদীপ! মহারাজ, যে সমস্ত সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তুমি সে সমুদায়ের উত্তরাধিকারী। তোমা ভিন্ন আমাদের আর দ্বিতীয় নাই যে বিরোধ হইবে। অনেকে পৈত্রিক সম্পত্তির নিমিত্ত ঘোরতর জ্ঞাতিবিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্ছিন্ন হয়, তোমার ত সে কণ্টক নাই। রাজা, তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসার হইতে অবসর হইবেন, মানস করিয়াছিলেন। তুমি তাহা স্বয়ংই সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়। অমৃতে কাহার অরুচি আছে? আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি নির্ব্বিঘ্নে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর।

বৎস মূলভদ্র! পিতামাতা সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও পুত্রের পরমারাধ্য। মহারাজ বার্দ্ধক্য দশায় মতিচ্ছন্ন হইলেও, তাঁহার প্রতি তোমার কোপ প্রকাশ অনুচিত হইয়াছে। পিতাকে অপমান করিলে সন্তানের মহাপাপ জন্মে, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর। আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, অদ্যাবধি মহারাজ অন্তঃপুরবাসী হইলেন, কদাপি তোরণে গমন কিম্বা রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিবেন না। ক্রোধযুক্ত বিস্তৃতফণ ফণী, যেমন মন্ত্রৌষধে সঙ্কুচিত হইয়া মস্তক নম্র করে, কোপোনশীল কংস, জননীর সান্ত্বনায় এবং প্রবোধ বাক্যে, তদ্রূপ মস্তকাবনত করিয়া রহিলেন।

লোমহর্ষণ কহিলেন, হে মুনিগণ! শ্রবণ করুন। জগজ্জনক জগদীশ্বর মাতৃ-ভক্তির কি আশ্চর্য্য মোহিনী-শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যে কংসের কোপানলে ত্রিলোক তাপিত, সেই দুর্জ্জয় কংসও জননীর বাৎসল্য ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া, অঙ্কুশাঘাতে মদমত্ত মাতঙ্গ যেমন স্বেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং জ্বলন্ত অনল যেমন জল-সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ শান্ত-মুর্ত্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি, রাজ-সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রজাবর্গ, কংসের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া পৈত্রিক ভদ্রাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় কল্প।

শৌনকাদি মুনিগণ, বসুদেবের শীলতা, কংস-জননীর পুত্রবাৎসল্য ও পতিভক্তি এবং দুষ্টমতি কংসের দুশ্চরিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময় চিত্তে কহিলেন, সূত! ধীমান বসুদেবের চরিত্র কি সন্তোষজনক। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মলান্তঃকরণ ও সদ্ভাবাপন্ন মানব পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ সন্দেহ নাই। যিনি, সাধু-পদবী গ্রহণেচ্ছা করেন, তিনি যেন নরশ্রেষ্ঠ বসুদেবের চরিত্রানুকরণে যত্নবান হয়েন। কংসের স্বভাব সদৃশ অনেক ব্যক্তি, এক্ষণে পৃথিবীপৃষ্ঠে আধিপত্য করিতেছে, তাহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয়, তাহারা কংসের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। সেই নরচর্ম্মাবৃত শ্বাপদ সকল জনপদ পরিত্যাগ করিলে, সাধু জন নিরাপদ ও ধরণী নিষ্কলঙ্ক হইতে পারেন।

যেমন শিলাপৃষ্ঠে বীজাঙ্কুরিত ও বিষহ্রদে অমৃতোৎপন্ন বিস্ময়কর, তদ্রূপ কঠিন হৃদয় ও পাপাসক্ত কংস-হৃদয়ে মাতৃভক্তির উদ্ভব আশ্চর্য্যের বিষয়! কিন্তু, যে মহাপুরুষ শিখী-কুলকে বিচিত্র পুচ্ছ প্রদান ও শুক পক্ষীকে হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, সেই বিশ্ব-বিধাতা কংসকে মাতৃভক্তি রূপ ভূষণে বিভূষিত করিয়া স্বীয় মহিমা প্রচার করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কংস,

এ বিষয়ে সাধুবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই। হংস, যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে সার ভাগ গ্রহণ করে, স্বর্ণকার যেমন ভস্মাচ্ছন্ন স্বর্ণকণিকা গ্রহণান্তর, ভস্মাঙ্গার পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কংসের সমল চিত্ত হইতে মাতৃভক্তি গ্রহণ করিলে সন্তান সংজ্ঞার যথার্থতা সম্পাদিত হয়। হে সূত! এই বিস্ময়জনক প্রস্তাব বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আমাদিগের শ্রুতি-লালসা চরিতার্থ কর।

পুরাণবক্তা সূত, পুনর্ব্বার কথারম্ভ পূর্ব্বক বলিলেন। প্রিয় সুহৃদের অশুভ বার্ত্তা শ্রবণে মন যেমন উৎকণ্ঠিত হয়, সহোদরবিয়োগ শোকাবেগ যেমন অনিবার্য্য রূপে প্রবাহিত হয়, সর্ব্বস্বাপহৃত হইলে চিত্ত যেরূপ শোকার্ত্ত হয়, সভ্য-সমাজে অপরুদ্ধ হইলে মনে যেমন স্বতঃই মৃত্যু ইচ্ছা হয়, কংস কর্ত্তৃক রাজা উগ্রসেনের নিগ্রহ ও রাষ্ট্রভঙ্গের কথা শুনিয়া, রাজা দেবকেরও তদ্রূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইল। তিনি, মূক ও বধিরের ন্যায় অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কংস, দেবকের মতিভ্রংশতা ও স্থবিরাবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিলেন না। দেবকরাজ-মহিষী, অন্তরাপত্য ছিলেন; যথা সময়ে অলৌকিক রূপসম্পন্না এক কন্যা প্রসব করিলেন। পুর-প্রমদাগণ, সদ্যজাত দেবককন্যার রূপ

দর্শনে প্রমোদিতা হইয়া কংসের নিষ্ঠুরাচরণ স্মরণ পূর্ব্বক তৎসঙ্গেই যারপরনাই দুঃখিতা হইলেন। কংস-মাতা প্রধানা মহিষী, মৃদু সম্বোধনে পুরবাসিনী-দিগকে বলিলেন, তোমরা কংসের আচরণ সকলই জান; দেবকমহিষী, কন্যা প্রসব করিয়াছেন, এ কথা যেন কর্ণান্তর না হয়; মূলভদ্রের কর্ণগোচর হইলে মহাবিপদের সম্ভাবনা। মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত অধিক সমারোহ প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া তিনি, সকলকে বিদায় করিয়া আপনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

একদা কংস, সভাসদে পরিবেষ্টিত ও সভাভবনে উপবিষ্ট হইয়া, কোন রাজা কেমন বৈভবশালী, কি প্রকার বলযুক্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন; কি সূত্রাবলম্বনে সন্ধিপত্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক. যুদ্ধোপস্থিত করা যাইতে পারে; আপন সৈনিক মধ্যে কে রণ-কৌশল অধিক অবগত আছে, সময়ে কাহাকে সৈন্যা-ধ্যক্ষ নিযুক্ত করা বিধেয়; এবং স্বরাজ্যে কোন প্রজা সম্পদশালী, কি ব্যপদেশে তাহাদিগের বৃত্তি ব্রহ্মো-ত্তর অপহরণ করা যায়; ইত্যাদি নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতেছিলেন। এমত সময় এক দূত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া কংসকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! অদ্য পঞ্চ দিবস গত হইল, দেবক-

রাজমহিষী, এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন। কংস, এই শুভসম্বাদ শ্রবণে অতীব আহ্লাদিত হইয়া পুরস্কার প্রদানে দূতকে বিদায় করিয়া চানূর, মুষ্টিকাদি অমাত্যবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। দুরাশয় চানূর, কংসের প্রফুল্লানন দর্শনে ঈষদ্ধাস্য ও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, মহারাজ! আপনি যে শুভ সম্বাদে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা আপনার অমঙ্গলের নিদান। আপনি বেণুদণ্ডের ন্যায় সরল, শুভাশুভ কিছুই অনুধাবন করিতে পারেন না। এখন যেমন, নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতেছেন, উক্ত কন্যা হইতে পরিণামে তদ্রূপ কণ্টক উপস্থিত হইবে। দেবক-দুহিতা, তদীয় দায়ার্হা। দায়াদ অপেক্ষা অপরাজিত শত্রু আর কেহই নাই। দেবক-রাজ অপার্য্যমানে আপনকার বশতাপন্ন হইয়াছেন। সময়ে কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতার সহায়তায় স্বকার্য্য সাধনে ত্রুটি করিবেন না। ভস্মাবৃত বহ্নি যেমন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সময়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, দেবক কর্ত্তৃক জ্ঞাতি-বিরোধানল কালে তদ্রূপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। তখন তিলার্দ্ধ কালও সুস্থ থাকিতে পারিবেন না। নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদে সময় বিগত করিবেন। সর্প-শিশুকে দুগ্ধ দিয়া প্রতিপালন করিলে, সে কি হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করে? জ্ঞাতি-শিশুকে মনের

সহিত ভাল বাসিলেও সে কখন আত্ম-বৃত্ত পরিত্যাগ করে না। আপনকার হিতার্থ বলিতেছি, আপনি পরিণামদর্শী নহেন। সুতরাং দেবক-কন্যার জন্ম-বার্ত্তা শ্রবণে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। কংস, চানূরের বাক্য শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, প্রিয় চানূর! যেমন তান লয়, স্বরের সহিত মিলিত হইলে বিশুদ্ধ সঙ্গীত হয়, সেইরূপ তোমার সহিত আমার সকল বিষয়ে ঐক্য হওয়ায় পরস্পর অভেদ্য সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। তুমি যেমন কায়মনোবাক্যে আমার হিত চেষ্টা করিয়া থাক, এরূপ আর কেহই করে না; এখন উপস্থিত বিপদের উপায় স্থির কর।

কংসের প্রিয় মন্ত্রী মুষ্টিক, করপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! এরূপ ভীত হইতেছেন কেন? এই ত আপনকার মুষ্টিক সভায় উপস্থিত আছে, তাহাকে অনুমতি করুন, ভাবী অনিষ্টকারিণী দেবক-কন্যাকে এক মুষ্টাঘাতে বিনষ্ট করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিবে। কংসের প্রধান মন্ত্রী বক, মুষ্টিককে ভৎর্সনা পূর্ব্বক কহিল, মুষ্টিক! কেবল হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইলে হয় না, কিঞ্চিৎ বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক করে। জনরব প্রত্যয় করিয়া গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা মূর্খের কার্য্য। যাহা প্রত্যক্ষীভূত, তাহাই বিশ্বাস যোগ্য। অগ্রে সত্যাসত্য অবধারিত হউক, পরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের

বিধান করা হইবে। আমার বিবেচনায় মহারাজ স্বয়ং অন্তঃপুরে গমন করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করুন, পরিশেষে অনায়াসে কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইবে।

হিংসাপরতন্ত্র কংস, বক-বাক্যের সারবত্তা অনুধাবন করিয়া সক্রোধে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার সদর্প পাদবিক্ষেপে পৃথ্বী যেন কম্পিতা হইতে লাগিলেন। নৃশংস ব্যাধগণ, যেমন পক্ষী-শাবকের প্রাণবধ করিতে ধাবিত হয়, জবাকুসুম সদৃশ আরক্ত-নেত্র-কংস, অন্তঃপুর-মধ্যে তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার ভ্রূকুটি দর্শনে পুরবাসিনীগণ ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। দেবকরাজ-মহিষীকে সম্বাদ প্রদান করিতে কেহই অবসর পাইল না। দেবকাঙ্গনা, অরিষ্টে বসিয়া তনয়ার অলৌকিক রূপ নিমিষশূন্য নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কাল সদৃশ কংসকে অকস্মাৎ দ্বারদেশে সমাগত দেখিয়া, সিংহদর্শনে হরিণী যেমন চকিতা ও ভীতা হয়, তদ্রূপ চঞ্চল নয়নে চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বসনাঞ্চলে কন্যাকে আবরণ করিলেন। যেমন মণি-কিরণ ও পদ্ম-গন্ধ বস্ত্রাবরণে প্রচ্ছন্ন থাকে না, সেইরূপ কন্যার রূপ স্বতই প্রকাশ পাইতে লাগিল। কংস, রাণীকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, খুল্লমাতা! আপনকার

কন্যাকে আমি দেখিতে আসিয়াছি। রাণী নিরুপায় হইয়া বলিলেন, বৎস! শিশু এখন ঘুমাইয়াছে, জাগাইলে তাহার অসুখ হইবে। কংস, দেবক-রমণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সূতিকাগৃহ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মেঘাবৃত শশী ও শৈবালাবৃত পদ্ম পুষ্প যেমন দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করে, রাণীর অঞ্চলাবৃত শিশুর সুকুমার সৌন্দর্য্য, কংসের চিত্ত তদ্রূপ আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি প্রমাদে পতিত হইয়া বলিলেন, খুল্লমাতা! আপনি চন্দ্রকান্ত মণি অথবা প্রফুল্ল কনক-কমল অঞ্চলাবরণে রাখিয়াছেন? উহা দেখিবার নিমিত্ত আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, অগ্রে আমায় ঐ কনক-পদ্ম প্রদান করুন, পরে ভগ্নীকে দেখিব। কংসের এই বাক্য শ্রবণে মহিষীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। "বৎস! উহা মণি কি পদ্ম পুষ্প নহে, তোমার ভগ্নী" তিনি ব্যাকুল বচনে কংসকে এই কথা বলিয়া, সর্ব্ব বিপদ-ভঞ্জন জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। "খুল্লমাতা! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই" এই বলিয়া কংস, বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক শিশুকে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

কংস-জননী, দেবক-ভবনে কংসের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চকিতা হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দুষ্ট নিশ্চয়ই শিশুকে হত্যা করিতে

আসিয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব তিনি, সত্বর গমনে কংস-সমীপে উপস্থিতা হইলেন। কংস, জননীকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলী সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। কংস-জননী, মৃদু সম্বোধনে বলিলেন, বৎস! রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অসময়ে কেন অন্তঃপুরে আসিয়াছ কোন বিপদ ত উপস্থিত হয় নাই? কংস, হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, যে পুত্র মাতার চরণধূলী শিরে ধারণ করিয়া কার্য্য করে, তাহার কি কখন বিপদ ঘটে? শুনিলাম, অদ্য পঞ্চ দিবস হইল, পিতৃব্য মহাশয়ের এক কন্যা জন্মিয়াছে; কন্যাটী কিরূপ সুলক্ষণা দেখিতে আসিয়াছি। কিন্তু খুল্লমাতা, আমায় দেখাইতে বিলম্ব করিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। কংস-মাতা বলিলেন বৎস! তুমি, তোমার ভগ্নীকে দেখিবে, দেখাইতে কাহার অসাধ; তবে কি না বাছা! এ পর্য্যন্ত তাহার সংস্কার হয় নাই; এখন অপবিত্রাবস্থায় অরিষ্টের বাহির করিতে নাই, তাহাতে অমঙ্গল হইতে পারে। তোমার খুল্লমাতা, সেই নিমিত্ত দেখাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন। আমিও নিষেধ করিতেছি, অঙ্গ-সংস্কার ও দৈবক্রিয়া না হইলে, তোমার দেখা কর্ত্তব্য নহে। কংস, গম্ভীর স্বরে বলিলেন আপনকার পুত্র দৈবকার্য্য গ্রাহ্য করে না এবং যাহা মনে করিয়া আইসে, তাহা না করিয়া প্রত্যাগত হয় না। বিলম্ব

করিবেন না, কেমন কন্যা হইয়াছে, নিশ্চয় আমাকে দেখাইতে হইবে। কংসের এই কথায় পুরবাসিনীগণ, দেবক-কন্যার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া যারপরনাই ব্যাকুলা এবং প্রসূতি, প্রায় চৈতন্যশূন্যা হইলেন।

কংস-জননী, কংসের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছার যত প্রতিবাদ করা যায়, ততই তাঁহার ক্রোধের বৃদ্ধি হয়। কংস কোপাবিষ্ট হইয়া অরিষ্টে প্রবেশ করিয়া কন্যা গ্রহণ করিলে, রক্ষা করে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। তাঁহার ইচ্ছা মত কার্য্য করিয়া স্নেহবাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কন্যার জীবন রক্ষার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। অতএব তিনি, স্বয়ং অরিষ্টে প্রবেশ করিয়া কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক, কংসকে দেখাইতে লাগিলেন। কংস, কন্যার আপাদমস্তক এক দৃষ্টে অবলোকন করিয়া জননীকে বলিলেন, আমার ক্রোড়ে দিতে হইবে। কংস-মাতা বলিলেন, বৎস! তুমি কি ক্ষিপ্ত হইয়াছ? শিশুর শরীরের অস্থি সকল দৃঢ় হয় নাই, নবনীতের ন্যায় কোমল, রক্তপিণ্ড বলিলেই হয়। এখন জননী ও ধাত্রী ব্যতীত, অন্য স্ত্রীলোক ক্রোড়ে করিতে সাহস করে না। তুমি ক্রোড়ে করিতে কেন বারংবার প্রার্থনা করিতেছ, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় ভাল বোধ হয় না। যদি এই দুগ্ধপোষ্য বালিকার কোন আপদ ঘটে, তবে আমি তোমার সাক্ষাতে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইব।

কংস, হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, মাতঃ! আপনি অকারণে আশঙ্কা করিতেছেন কেন? এরূপ নরাধম কে, স্নেহপাত্রী শিশু ভগ্নীকে বিনাশ করিবে?" অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমার ক্রোড়দেশে অর্পণ করুন। রাজ্ঞী, অপার্য্যমানে কহিলেন, বৎস! যদি আমার কথা অবহেলন করিয়া, শিশুকে নিতান্তই ক্রোড়ে করিবে, তবে এই স্থানে যোগাসনে উপবেশন কর। কংস, শিশুকে ক্রোড়ে করিতে এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ যোগাসনে উপবেশন করিলেন। রাজ্ঞী, কংসক্রোড়ে শিশুকে অর্পণ করিয়া, ঐন্দ্রজালিকারা, উৎক্ষিপ্ত গোলক ধারণ করিতে যেমন স্থির দৃষ্টে ও স্থির চিত্তে হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্থিরনেত্রা ও সতর্কযুক্তা হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকিলেন। দেবকমহিষী, কংসহস্তে কন্যার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া থাকিলেন। তাঁহার তৎকালীয় অবস্থা স্মরণ করিলে পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। আহা! দৈবের কি মহিমা! দয়াধর্ম্ম বর্জ্জিত পাষাণহৃদয় কংস, শিশুকে ক্রোড়ে করিবামাত্র তাহার রূপে ও স্নেহে বিমোহিত এবং দয়া ধর্ম্মাদির অধীন হইলেন। তাঁহার দুষ্টাভিসন্ধি দূরে পলায়ন করিল। তখন তিনি প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, মাতঃ! আমি মানব-কুলে এরূপ শিশু কখন অবলোকন করি নাই। আমার নয়ন

মন পরিতৃপ্ত হইল। অনন্তর তিনি, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি পূর্ব্বক নানা কথা বলিয়া এরূপ আদর করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ভাব দর্শনে ও আদর বাক্য শ্রবণে পুর-কামিনীগণ, হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, অঞ্চলে বদনাবরণ করিল। রাজ্ঞী, মধুর বচনে কহিলেন, বাছা! ক্ষান্ত হও, যথেষ্ট আদর করা হইয়াছে। শিশুর স্তন্য পানের সময় হইল, এখন প্রত্যর্পণ কর। কংস, জননীর ক্রোড়ে শিশুকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, ভগ্নীর প্রতি আমার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, মাতঃ! খুল্লমাতার ন্যায় আপনিও ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। অনন্তর তিনি, সভাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পুরবাসিনীদিগের ভয় বিপদ বিদূরিত হইল। দেবক-মহিষী, সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কন্যাকে স্তন্য দান করিতে লাগিলেন।

দুষ্ট চানূরাদি কংসপারিষদ, কংসের আগমন প্রতীক্ষায় পুর-বর্ত্মে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, কংসকে সভায় আসিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে কি? কংসের স্নেহ-রস এরূপ উদ্বেল হইয়াছিল যে, উত্তর প্রদানে পুলকাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি, সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সহর্ষে কহিলেন, ভাই চানূর! খুল্লমাতা, অপূর্ব্ব এক কন্যা-

রত্ন লাভ করিয়াছেন। সেই রত্ন ধারণেই পৃথিবীর রত্ন-গর্ভা নাম সার্থক হইল। কন্যার যেরূপ রূপ-লাবণ্য তদনুরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব। এরূপ সর্ব্ব সুলক্ষণা বালিকা কখন আমার নয়ন গোচর হয় নাই। সেই স্নেহের প্রতিমাকে বধ করা দূরে থাকুক, তাহা মনে করিলেও হৃদয় বিদারিত হয়। বস্তুতঃ আমি, স্নেহ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মুষ্টিক মন্ত্রী কহিল, মহারাজ! আমি বিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিয়াছি, কন্যাহীন বংশ প্রশংসিত নহে। লোকে, পুত্র কামনার ন্যায় কন্যা কামনায় ও ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মহারাজই কেবল একমাত্র ভোজকুল-প্রদীপ। যেমন এক প্রদীপ শিখায় সমস্ত গৃহ আলোকিত হইতে পারে না, তদ্রূপ এক পুত্রদ্বারা প্রশস্ত বংশ সুশোভিত ও বিখ্যাত হয় না। ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগ্নেয় প্রভৃতি পরিবারবর্গে মিলিত হইয়া ভোজনোপবেশনের ন্যায় সুখকর সাংসারিক কার্য্য দ্বিতীয় নাই। মনুষ্য যদি এই সুখে বঞ্চিত হয়, তবে সংগ্রামে বহু মানব বিনাশ পূর্ব্বক তাহার রাজ্য ও অর্থ লাভের কি প্রয়োজন আছে? একাকী বনে বাস করাই ভাল। পশু, পক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তু যখন দলবদ্ধ হইয়া এক স্থানে অবস্থিতি করে; তখন, স্বগণ পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করা, জ্ঞানাধার

মনুষ্য জাতির নিতান্তই অকর্ত্তব্য। অতএব মহারাজ! আপনি দেবক-কন্যাকে বধ না করিয়া বিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনন্তর চানূরও ঐ প্রকার বক্তৃতা করিলে, কংস মহারাজ, বলিলেন, হে সুহৃদ্‌গণ! আমি কন্যাটিকে ক্রোড়ে করিতে যখন ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলাম, তখন, মাতা আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি ইহার অনিষ্ট কর, তবে আমি তোমার সাক্ষাতে আত্মঘাতিনী হইব।" আমি প্রাণাপেক্ষাও মাতৃবাক্য অধিক প্রিয় জ্ঞান করি, সুতরাং দুষ্ট সংকল্প হইতে বিরত হইলাম। কিন্তু কন্যাটিকে ক্রোড়ে করিবামাত্র আমার মন স্বতঃই তাহার স্নেহে মুগ্ধ হইল, বাস্তবিক প্রাণের সহিত তাহাকে ভাল বাসিয়াছি। আমার অনুরোধ, আমার ন্যায় তোমরাও এই উপলক্ষে আনন্দিত হও এবং উৎসব কর। কংসের অভিপ্রায় বুঝিয়া, চানূর দেবককন্যার জন্মোৎসব করিতে স্বয়ং উদ্যুক্ত হইলেন। রাজ-ভবন আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ হইল।

তৃতীয় কল্প।

মহামুনি শৌনক হাস্যবদনে কহিলেন, সূত! কংসের চরিত্রে নিতান্ত দোষাবহ ছিল, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সৌজন্যও দেখা যায়। তবে সংসর্গ

দোষই যে এতাদৃশ অত্যাচারের কারণ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সঙ্গ-দোষে সাধু ব্যক্তিও অসৎ হইয়া থাকেন এবং সঙ্গ-গুণে অসাধু ব্যক্তিও সাধুতা প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তোমার কথিত প্রস্তাবের পরভাগ বর্ণন কর। সূত বলিলেন, মুনিগণ! শ্রবণ করুন।

কংসকে অন্তঃপুরে দেখিয়া পুরবাসিনীদিগের প্রাণের আশা ছিল না। তিনি, পুরের বাহির হইলে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তির ন্যায় সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কংস-জননী, সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অদ্য কেবল দেবানুগ্রহে মূলভদ্রের হস্ত হইতে দেবক-দুহিতার জীবন রক্ষা পাইয়াছে; এখন আর কোন ভয়ের বিষয় নাই, তোমরা নিঃসন্দেহে নব-কুমারীর জন্মোৎসবাদি করিয়া প্রসূতীর আনন্দ বর্দ্ধন কর। প্রধানা মহিষীর অনুমতি পাইয়া পুরবাসিনী কামিনীগণ, গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি আরম্ভ করিল। প্রধানা মহিষী, সবৎস গাভী ও বিবিধ ধন রত্নাদি বিতরণ করিলেন। দেবক-রমণী, কংস-জননীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন শ্রেষ্ঠে! আপনিই কৃপা করিয়া আমার শিশু-সন্তানটির জীবন রক্ষা করিলেন, অতএব এ আপনারই হইল। এই বলিয়া তিনি, শিশুটীকে তাঁহার ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। কংস-জননী আশী-

র্বাদ করিয়া কহিলেন, ভগিনি! দেবতার ইচ্ছায় শিশুর কোন বিপদ ঘটে নাই, অতএব তুমি একান্ত চিত্তে দেবতাদিগের অর্চ্চনা কর। চঞ্চলমতি কংসকে বিশ্বাস করিও না, কন্যাটীকে সতত সাবধানে রক্ষা করিবে। এই বলিয়া তিনি কন্যাটী প্রত্যর্পণ করিয়া আপন-গৃহে গমন করিলেন।

দেবক-নন্দিনী শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তিনি পিতৃ নামানুসারে দৈবকী বলিয়া অভিহিত হইলেন। মহিষী, কন্যাকে রূপানুরূপ গুণবতী করিতে অভিলাষিণী হইয়া উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। দৈবকী, অধ্যয়ন ব্যতীত অন্য বিষয় কিছুই ভাল বাসিতেন না। এবং লজ্জাহীনা ও ক্রীড়াসক্তা বালিকার সংসর্গ অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তিনি, সহাধ্যায়িনী সুশীলা ও সুনীতিকে সখী রূপে বরণ করিয়াছিলেন। ক্ষণকালও তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন না। দৈবকী, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিদ্যায় ক্রমে সুনিপুণা হইলেন। তদীয়, বুদ্ধি-প্রখরতা ও বিদ্যা-পারদর্শিতা দিগ্দিগন্তে প্রকীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি, স্বভাবতই অলৌকিক রূপবতী ছিলেন, আবার যৌবনভূষণে বিভূষিতা হইয়া মনমোহিনী শ্রী ধারণ করিলেন। লজ্জা, নম্রতা প্রভৃতি শিষ্টাচার তদীয় সৌন্দর্য্যের অলঙ্কার স্বরূপ হইল।

একদা দৈবকী, চিত্রফলকে তাঁহার সখী সুশীলার প্রতিরূপ চিত্রিত করিয়া প্রফুল্ল বদনে সুনীতিকে কহিলেন, সুনীতি! দোষগুণ বিচার করিতে তুমি যেমন চতুরা, তাদৃশী রমণী প্রায় দেখা যায় না। বল দেখি, আমার লিখিত চিত্রপটখানি স্বভাব-শুদ্ধ হইয়াছে কি না? যদি কোন বৈকল্য ঘটিয়া থাকে, তবে নির্ভয় চিত্তে বল, গোপন করিও না। পরীক্ষক, ভয় প্রলোভনে কি তোষামোদের বাধ্য হইয়া কার্য্যের গুণাগুণ প্রচ্ছন্ন রাখিলে, শিক্ষার অনুন্নতি এবং পরীক্ষকের পক্ষপাতিতা প্রকাশিত হয়। অতএব নিরপেক্ষ হইয়া দোষগুণ বিচার কর। সুনীতি হাস্য বদনে কহিলেন, রাজ-নন্দিনি! যে, যেমন ভাবের লোক সে জগৎকে সেইরূপ দেখে। মূর্খকে বিদ্বান এবং নির্ব্বোধকে বুদ্ধিমান বলিলে, যেমন উপহাস করা হয়, আমাকে পরীক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করাও সেইরূপ হাস্যকর ব্যাপার সন্দেহ নাই। আমার এমন কি গুণ আছে যে, তোমার কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিব। তিনি, এই কথা বলিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায়, স্থির নেত্রে চিত্রপট অবলোকন করিতে করিতে মনে মনে দৈবকীর শিল্পনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, চিত্রাকৃষ্ট-নয়নযুগল প্রত্যানয়ন করিয়া সুশীলার প্রতি দৃষ্টিপাত

করতঃ ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, সখী সুশীলে ! কংসানুজা, তোমার আকৃতি অভিন্ন রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, অনুধাবন পূর্ব্বক অবলোকন কর। সুশীলা বলিলেন, সুনীতি ! তোমার ভাব দেখিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, আমিই চিত্রিতা হইয়াছি। কি করি, বিধাতা যে আপনার মুখ আপনাকে দেখিতে দেন নাই, কিরূপে চিত্রপটের সহিত আমার মুখ মিলাইয়া দেখিব। সুনীতি কহিলেন, সুশীলে ! কেহ আপনার মুখ আপনি দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু দর্পণের নিকট কিছুই গোপন থাকে না। এই বলিয়া তিনি, একখানি দর্পণ সুশীলার হস্তে প্রদান করিলেন। সুশীলা হর্ষোৎফুল্ল নয়নে একবার চিত্রপট, আবার মুকুরে আপন মুখ দেখিয়া কহিলেন, আহা ! কি আশ্চর্য্য চিত্র ; রাজ-নন্দিনী যে কার্য্য করেন, তাহাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। পট দেখিয়া আমার বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। এই আমি, কি ঐ আমি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি, এই প্রকারে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, এমত সময়ে সুনীতি, এক প্রাচীন পুরুষের প্রতিকৃতি আনিয়া দৈবকীর হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। দেবক-নন্দিনী, তদ্দর্শনে আহ্লাদিতা হইয়া কহিলেন, সুনীতি ! মহামুনি বাল্মীকির ন্যায় তুমিও রাম না জন্মাইতে রামায়ণ লিখি-

য়াছ। আমি, আমার চিত্রপুত্তলিকার বিবাহের জন্য পাত্রান্বেষণ করিতেছিলাম, তুমি অগ্রেই তাহা সংঘটন করিয়া রাখিয়াছ। অতএব, ঐ বিবাহের ঘটকতা তোমাকেই দেওয়া হইবে। এই শুভ্রকেশ পুরুষের সহিত প্রতিরূপ সুশীলার পরিণয় সম্পাদন কর; শুভ কার্য্যে বিলম্ব করা অনুচিত। সুশীলা নেত্র-ভঙ্গি পূর্ব্বক বলিলেন, রাজ-নন্দিনি! তোমার বিচার ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই। যে, পতিমর্য্যাদা না জানে তাহার বিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ; পুত্তলিকা জড় বৈত নয়, পতি কেমন কিছুই জানে না; তুমি পতি-ব্রতাখ্যান সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া পতিমর্য্যাদা অব-গত হইয়াছ, এ বিবাহটা স্বয়ং সম্পাদন করিলে ভাল হয়। দৈবকী, লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, একের নির্দ্দিষ্ট বস্তু কি অন্যের উপভোগ্য হইতে পারে? সুনীতি, চিত্র-সুশীলার নিমিত্ত যত্নসহকারে পাত্র সংঘটন করিয়াছে, সে পতিমর্য্যাদা না জানে, তাহার পরিবর্ত্তে তুমি গ্রহণ করিয়া সুনীতির শ্রম সফল কর। সুশীলা বলিলেন, রাজ-নন্দিনি! উশীর-ক্ষেত্রে মুক্তা প্রক্ষেপের ফল কি? যদি আমাকেই বৃদ্ধ বর দিতে ইচ্ছা কর, তবে পতিমর্য্যাদা শিক্ষা দাও, পরে যে ব্যবস্থা হয় করিব। দৈবকী, হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, সুশীলে! অভিধানে

অনেক পতি আছেন, যথা ; গণপতি, ধনপতি, প্রজাপতি ইত্যাদি ; কোন পতির মর্য্যাদা বর্ণন করিব বল ? সুশীলা কহিলেন, অন্য কথায় প্রবোধ দিলে চলিবে না। যে পতির প্রস্তাব উপস্থিত, তাহাই বর্ণন কর। সুনীতি, দৈবকীকে বলিলেন, সুশীলা উত্তম প্রস্তাব করিয়াছে। বৃথামোদ ও কৌতুকাপেক্ষা সদ্বিষয় আলোচনার বিস্তর ফল। আর্য্যা আচার্য্যানী বিবাহ ও পতিমর্য্যাদার যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। যদি কোন স্থানে ভুল হয়, তবে রাজ-নন্দিনি ! ভাই, তোমাকে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে হইবে।

সুনীতি কহিলেন, আচার্য্যানী বলিয়াছেন। ঈশ্বর, স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি করিয়া জীব-প্রবাহ রক্ষা করিয়াছেন। পশু পক্ষীরা যেরূপ স্বেচ্ছাবিহারী, মানব জাতি আদি অবস্থায় তদ্রূপ ছিল, ক্রমে নানা প্রকার নিয়মাদি স্থাপন করিয়া দেব-ভাব ধারণ করিয়াছে। কুন্দলতিকা যেমন পাদপাশ্রয় করিয়া, আপনাকে রক্ষা ও পাদপকে শ্রী-যুক্ত করে, তদ্রূপ স্ত্রীও পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে রক্ষা ও পুরুষকে শ্রী-যুক্ত করিয়া থাকে; অতএব স্ত্রীরত্নই সংসারাশ্রমের শ্রী। এই রত্ন লাভ করিতে পুরুষ মাত্রই নিতান্ত লোলুপ। যেমন সুধা লালসায় দেবাসুরের ঘোরতর

সংগ্রাম হইয়াছিল, নারীর জন্য লোকে স্বতঃই তদ্রূপ সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে অনেক স্ত্রীর দুর্গতি ও অনেক পুরুষ, নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানাপন্ন মানবগণ, উক্ত পশ্বাচার নিবারণ করিতে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-সহকারে বিবাহ-বিধি ব্যবস্থাপন করিয়া, জগতের অশেষ প্রকার মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। যদি মঙ্গলময় দাম্পত্য সম্বন্ধ না থাকিত, তবে স্ত্রী জাতির পদে পদে বিপদ ঘটিত এবং পুরুষ জাতি অকালে নিধন প্রাপ্ত হইত। স্ত্রীরা, বাল্য কালে যেমন পিতৃ-কুলে রক্ষিতা হয়, বিবাহান্তে তদ্রূপ পতিপুত্র প্রভৃতি পতি-কুলের আশ্রয়ে জীবন যাপন করে। পরস্পর আত্ম সমর্পণের নাম বিবাহ। পুরুষ, যেমন ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় পতিত্ব গ্রহণ করিয়া, স্ত্রী জাতির ভার গ্রহণ করেন, তদ্রূপ স্ত্রীও ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় পত্নী হইয়া পুরুষের ক্লেশ লাঘব করিয়া থাকেন। যে পত্নী, পতিকে সখীর ন্যায় স্নেহ, গুরুর ন্যায় সেবা করেন ও তাঁহার আজ্ঞাবাহিনী থাকেন এবং প্রিয়ম্বদা হন, তিনিই পত্নী শব্দে উক্ত হইয়াছেন; পতিই স্ত্রী জাতির জীবীতেশ্বর। যেমন নারায়ণে সমর্পিত বস্তু দেবতা নিচয়ের তৃপ্তিকর; তদ্রূপ, তন্ময় এক পতি-সেবনই স্ত্রী জাতির সহস্রাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। যিনি পত্নী হইয়া পূজ্যপাদ পতিকে অবমাননা ও তদীয় বাক্যের

প্রতিবাদ এবং তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য করেন, তিনি কখন পতিব্রতা হইতে পারেন না। তিনি, ইহলোকে কলঙ্কিনী ও পরলোকে নিরয়গামিনী হন। যে পত্নী পতিপ্রাণা, সন্তানবতী, ও পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, তিনি পরম সাধ্বী।

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই পরমেশ্বরের স্নেহপাত্র। যাহাকে যে কার্য্যের ভার বহন করিতে হইবে, সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর তাহাকে তদনুযায়ী শরীর ও ধর্ম্মাদি প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীরা, গর্ভ্ভ ধারণ ও সন্তান প্রতিপালন এবং পুরুষগণ ধনোপার্জ্জন ও পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। পতি ও পত্নী, আমরণ কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিবেন না। পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। স্ত্রীরা যেমন পুরুষের অধীনা, পুরুষও তদ্রূপ স্ত্রীজাতির অধীন না হইলে, পরস্পর প্রণয় সঞ্চারিত হয় না। স্ত্রীপুরুষের বিশুদ্ধ প্রেম, ঈশ্বরের প্রিয় এবং দম্পতির, বংশের ও সমস্ত সংসারের কল্যাণকর। অতএব, কেহ কাহারও প্রতি বক্রাচরণ করিবেন না। উভয়ের ধর্ম্ম, উভয়ের কর্ম্ম, উভয়ের সুখ দুঃখ এবং উভয়-হৃদয় এক হইবে। পতি ও পত্নী, পরস্পরকে প্রীতি প্রসন্ন দান করিতে যত্নশীল হইবেন। কেহ কাহারও প্রতি উগ্রতা প্রদর্শন এবং অবজ্ঞা

ও অবিশ্বাস করিবেন না। পরস্পর প্রিয়াচরণ ও হিতানুষ্ঠান করিবেন এবং ক্ষমাশীল হইবেন। উভয়ের মাতাপিতাকে উভয়ে মাতাপিতার ও উভয়ের ভ্রাতা ভগ্নীকে উভয়ে ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিবেন। যে পরিবারের এইরূপ দম্পতিভাব থাকে, তথায় সুখ, শান্তি ও কল্যাণ অপ্রতিহত থাকে।

সুশীলা কহিলেন সুনীতি! তোমার এত দূর স্মরণ আছে, ইহা আমি আগে মনে করি নাই। বিবাহ-বিষয়ে আর্য্যা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যদি তোমার স্মরণ থাকে, তবে তাহাও বর্ণন কর, শুনিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। সুনীতি কহিলেন, আর্য্যা উপদেশ দিয়াছেন যে, গান্ধর্ব্ব, পিশিতাশন, স্বয়ম্বর এবং পিতৃদত্তা, এই চারি প্রকার বিবাহ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বর ও কন্যার পরস্পর মন-মিলনে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব কহে। কন্যা, স্বয়ং মনোনিত করিয়া যে বর গ্রহণ করে, তাহাকে স্বয়ম্বর, কন্যাপহৃত হইয়া যে বিবাহ হয়, তাহাকে রাক্ষস এবং পিতামাতার মনোনিত বরে যে বিবাহ, তাহাকে পিতৃদত্ত বিবাহ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই উৎকৃষ্ট। ইহাতে দাম্পত্য ভাবের অসদ্ভাব ঘটে না। স্বয়ম্বরা বিধান নিতান্ত মন্দ নহে। তাহাতেও বিশুদ্ধ দাম্পত্য ভাবের অভাব হয়

না। রাক্ষস বিধান, অতি জঘন্য। তাহাতে পতি পত্নীর সদ্ভাব অতি বিরল। পিতৃদত্তা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বটে, কিন্তু পাত্রাপাত্র বিবেচনা না থাকিলে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদনীয় নহে। পিতা, ধনলোভে কিম্বা কুলমর্য্যাদার অনুরোধে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া, অবিদ্বান, ধনহীন, রুগ্ন বিকলাঙ্গ বা অশীতিবর্ষ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করেন। সুশিক্ষিতা সতীগণ, কুল-কলঙ্ক ও ধর্ম্মভয়ে, রোগীর নিম্ব ভোজনের ন্যায়, আজীবন সেই অসহ্য যন্ত্রণা অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ জ্ঞান করেন এবং পতি সেবায় বিমুখী হন না। অপ্রজ্ঞা স্ত্রীগণ, দুঃসহ দুঃখ-ভার বহনে অসমর্থ হইয়া পিতৃ ও পতিকুলের মহা শোকের কারণ হইয়া উঠে। অতএব সর্ব্বতোভাবে মনোমিলন না হইলে, পুত্র ও কন্যার বিবাহ দেওয়া জ্ঞানবান্ পিতার কর্ত্তব্য নহে।

পিতা, কন্যাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। কন্যা, পতিকুলে থাকিয়া যে সকল গুরুতর ভার বহন করিবে, তাহা জনকের উপদেশ ও জননীর দৃষ্টান্তে অধিক শিক্ষা করে। দাম্পত্য ব্রত কিরূপ গুরুতর, পতির সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, ইহা মাতাই কন্যাকে শিক্ষা দিবেন। কন্যা, পতিমর্য্যাদা অব-

গত হইলে, পিতা সর্ব্ব গুণসম্পন্ন পাত্রে তাহারে সম্প্রদান করিবেন। যে কন্যা, যাদৃশ গুণযুক্ত পতির সহিত সংযুক্তা হয়, সে তাদৃশ গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন নদীর জল সুস্বাদু হইলেও সমুদ্র সংসর্গে লবণাক্ত হয়, তদ্রূপ পতির দোষে অনেক রমণীর চরিত্র মন্দ হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুনীতি, এই প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি বর্ণন করিয়া নিস্তব্ধা হইলেন। দৈবকী কহিলেন, সুনীতি! তোমার যেমন স্মরণশক্তি আছে ও বাচালতা করিতে বিরক্ত বোধ হয় না, তুমি যত্ন করিলে, এক জন কথক ঠাকুর হইতে পার। এখন বক্তৃতায় আর কাজ নাই, সূর্য্যদেব অস্তাচল অবলম্বন করিতেছেন। এস, সৌধ-শিখরে গিয়া, শীতল বায়ু সেবন করি। অনন্তর, সকলেই গমন করিলেন।

দৈবকী, সৌধ-শিখরের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিলে, সুশীলা কহিলেন, সুনীতি! অসম্ভব কথা বক্তব্য নহে, কিন্তু না বলিয়াও থাকিতে পারি না। যে প্রিয়-দর্শনা হয়, তাহাকে কি স্থাবরেরও স্নেহ করে? ঐ দেখ, সোপানেরা যেন উপর্য্যুপরি মস্তকোন্নত করিয়া, কংসানুজার পদ-রজ বাঞ্ছা করিতেছে। ভক্তবৃন্দ যেমন, প্রভুর আগমনে, অবনত শিরে পদানত হয়েন, উহারাও তদ্রূপ অবনত হইয়া প্রিয়

সখীর পাদপদ্ম পর্য্যায়ক্রমে ধারণ করিয়া, কৃতার্থ হইতেছে। আমাদের রাজ-নন্দিনীও ভক্তবৎসলার ন্যায় সোপান-শির্ষে পদার্পণ করিতে২ উত্থিত হই-তেছেন। বোধ হয়, সোপানেরা পূর্ব্বজন্মে প্রিয় সখীর পরম ভক্ত ছিল, কোন অপরাধে সোপান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং জন্মান্তরীন সম্বন্ধ বিস্মৃত হয় নাই। সুনীতি, সহাস্যে কহিলেন, সুশীলে! সোপানেরা প্রিয়সখীর অনুগত ভক্ত হইলে, তাঁহারই পদতাড়না সহ্য করিবে, আমরা ত উহাদিগের ইষ্ট দেবতা নহি, তবে আমাদের পদাঘাত সহ্য করিতেছে. কেন? সুশীলা কহিলেন, তুমি জান না ভাই; শিষ্যেরা, গুরু সমভিব্যাহারী বাসুদেবেরও পূজা করিয়া থাকে। লোকে পুষ্প-সহযোগে কদলী-সূত্র কি কণ্ঠে ধারণ করে না? এবম্প্রকারে. কৌতুক করিতে২ সক-লেই সৌধ-শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। সুশীলা, চরম সোপানে দণ্ডায়মানা হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, সুনীতি! আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখ; মৈনাক যেমন অগস্তের আগমন প্রতীক্ষায় আজন্ম অধঃশিরে রহিয়াছে, সোপানেরাও তদ্রূপ দেব-কীর আগমন প্রতীক্ষায় যেন নতঃশিরে আছে। অতএব, উহারা অবশ্যই প্রিয় সখীর ভক্ত। এবম্প্রকার কৌতুক করিতে২ সকলেই সৌধ-শিখরে উপস্থিতা হইলেন।

।

একদা কংস-জননী, কংসকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস মূলভদ্র! তোমার প্রিয়তমা ভগ্নী দৈবকীর বিবাহ-কাল উপস্থিত, বয়াস্থা কন্যার পিতৃ-ভবনে অবস্থান, পণ্ডিতেরা দূষণীয় বলেন, যথা সময়ে পাত্রস্থা করিলে, ধর্ম্ম রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় এবং পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন, অন্যথা জনাপবাদে পবিত্র কুল কলঙ্কিত হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি-দ্বারা পাত্রান্বেষণ করিয়া সৎপাত্রে ভগ্নিকে ত্বরায় সম্প্রদান কর।

অনন্তর কংস, যে আজ্ঞা বলিয়া মাতৃ-চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া দৈবকীর পরিণয় কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে, মনে২ এই আলোচনা করিতে২ ত্বরিত গমনে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া, মন্ত্রীকে সম্মুখে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রীবর, রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া রাজাদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কংস কহিলেন, মন্ত্রীবর! প্রিয় ভগিনী দৈবকীর বিবাহ যোগ্য-কাল উপস্থিত, অদ্য জননী আমায় উপযুক্ত পাত্রান্বেষণ করিয়া, দৈবকীর পরিণয় নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব, বিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র বৈতালিক দ্বারা সৎপাত্র অন্বেষণ কর।

যদুকুল-পুরোহিত জ্যোতির্ব্বেত্তা মহামুনি গর্গ, এই কার্য্যভার গ্রহণের যথার্থ যোগ্য পাত্র; মন্ত্রী মনে২ ইহা স্থির করিয়া কহিলেন, মহারাজ! কুল-গুরু মহামুনি গর্গদ্বারা আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, অতএব তাঁহাকে আনয়ন নিমিত্ত দূত প্রেরণের আজ্ঞা হউক। কংস,মন্ত্রী-বাক্যে অনুমোদন করিয়া উগ্রবক্তাকে গর্গ মুনির আনয়নার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মন্ত্রী, তৎক্ষণাৎ রাজা-দেশ প্রতিপালন করিতে তৎপর হইলেন।

উগ্রবক্তা, মুনি-শ্রেষ্ঠ গর্গের আশ্রমে গমন করিল। মুনি, ছাত্রবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনাকার্য্যে অনুরক্ত ছিলেন, দূতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক শিষ্যগণকে কহিলেন কোথা-কার দূত, দূতে আমার প্রয়োজন নাই। আমার চতুষ্পাঠীতে বিস্তর পাঠার্থী সমবেত হইয়াছে, দূতকে আর পড়াইতে পারিব না। শিষ্যেরা কহিল এ পাঠার্থী নহে, কংস-দূত। তচ্ছ্রবণে মুনি অনবধান পূর্ব্বক ভৎ-সনা করিতে২ দূতকে দূর করিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। উগ্রবক্তা, মুনিবর গর্গ[illegible] এবম্বিধ অস-ম্বদ্ধ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিতে২ মুনি-সমীপে উপস্থিত হইল এবং গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে রাজানুমতি বিজ্ঞাপন করিল। অধ্যাপনানিরত বাহ্যজ্ঞানশূন্য গর্গ,

হঠাৎ বিকৃতস্বর শ্রবণে চমকিত হইয়া মস্ত-কোত্তোলন করিয়া দেখিলেন, ভীষণমূর্ত্তি কংসচর উগ্র-বক্তা সম্মুখে দণ্ডায়মান, ভয়ে তাঁহার মুখ শুষ্ক ও শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল, তখন তিনি বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় প্রলাপ বচনে কহিতে লাগিলেন, আপনি কি কংসানুচর! অদ্য আমার সুপ্র-ভাত, উপবেশন করিতে আজ্ঞা হউক। অনন্তর শিষ্য-দিগকে কহিলেন, ত্বরায় জল আনিয়া দূত মহাশয়ের পদ প্রক্ষালন করাইয়া দাও, পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ফলে পরম শ্রেষ্ঠ কংসানুচর উগ্রবক্তা মহাশয়ের পাদপদ্ম দর্শন করিলাম। আমাদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, মুনিবর, এই বলিয়া গললগ্নীকৃতবাসে উগ্রবক্তা সম্মুখে কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রবক্তা, গর্গাচার্য্যের তদানীন্তন ভয় বিহ্বলতা দর্শনে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল। মুনিরাজ! বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া শাখায় জল সেচন করিয়া কি হইবে? যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে মহারাজ আপনাকে আহ্বান করিয়া-ছেন অবিলম্বে আগমন করুন।

মুনিশ্রেষ্ঠ গর্গ সভয়ে ভাবিতে লাগিলেন, কি বিপদ! সিংহের দুগ্ধ কি মৃৎপাত্রে শোভাপায়! পাত্রা-পাত্র বিবেক বিহীন হইয়া কাহাকেও স্পষ্ট বাক্য বলা

নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য, এক্ষণে মান রক্ষার উপায় কি? পাপাত্মা কংসের ত কোন অপকার করি নাই। সম্প্রতি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান নাই, তবে অসময়ে কি নিমিত্ত আহ্বান করিল, বোধহয় সাক্ষাৎ যম-দূত সদৃশ দুরাচার কংস-দূত রাগান্ধ হইয়া এরূপ কহিতেছে, অথবা দুর্ব্বৃত্ত কংস, নিয়তই দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে, অদ্য বুঝি তন্নিমিত্ত আমায় স্মরণ করিয়াছে। আর নিস্তার নাই, বাল্যাবধি যে তপঃসঞ্চয় করিয়াছিলাম, অদ্য তাহারই সুফল ফলিত হইবে।

মুনিকে চিন্তাকুলিত দেখিয়া উগ্রবক্তা কহিল, মহাশয়! আর বৃথা চিন্তা করিলে কি হইবে? রাজ-ভবনে যাইতে এত শঙ্কা কেন? লোককে দুর্ব্বাক্য বলিতে ত বিলক্ষণ পটু, এখন শীঘ্র ? গাত্রোত্থান করুন। গর্গাচার্য্য, দূতের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও ভীত হইয়া কহিলেন, দূত মহাশয়! লোকে বহু সাধনেও রাজ-দর্শন প্রাপ্ত হয় না, আমার ভাগ্য-প্রসন্নতাই, মহারাজা স্বয়ং আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, এক্ষণে গমন করাই বিধেয়, কিন্তু ভগবান আমায় জরাগ্রস্ত করিয়াছেন, ইন্দ্রিয় সমুদয় নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, কি প্রকারে রাজ-ভবনে গমন করিব? এক্ষণে যদি আপনি নিজ-গুণে রক্ষা করেন।

আশ্রমবাসী অন্যান্য মুনিগণ, গর্গাচার্য্যকে যাইবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিয়া কহিলেন, শীঘ্র শীঘ্র পিতৃ লোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ এবং আপন ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনাদি শেষ করিয়া গমন করুন, যমালয়ে গমন করিয়া কেহ কখন প্রত্যাগমন করে নাই, আপনার অদৃষ্টে কি আছে, ঈশ্বর জানেন। ফলতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া রাজ-ভবনে প্রবেশ করিবেন, ইহাই আমাদিগের যুক্তির অনুমোদনীয়। পুনঃ২ উগ্রবক্তা ও মুনিগণের উত্তেজনায় তিনি, রাজ-দণ্ডে বধার্হ ব্যক্তির ন্যায় দূতের পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন। এবং অনতি বিলম্বে রাজ-ভবনে উপনীত হইলেন।

অনন্তর, উগ্রসেন-মহিষী, মুনিবর-গর্গাচার্য্যের, আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়নার্থ একজন পরিচারিকাকে কংসের নিকট প্রেরণ করিলেন। কংস, মুনি-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরস্থিতা জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কংস-জননী, মুনিবরকে যথাযোগ্য সৎকারাদি করিয়া উপবেশনার্থ পবিত্র আসন প্রদান করিলেন। মুনিবর, আসনে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে অসময়ে আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিষী কহিলেন, হে ভগবন্! প্রিয়তমা দেবক-কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত, আপনারে সৎকুলজাত সচ্চরিত্র বরান্বেষণের ভার গ্রহণ করিতে হইবে, তন্নিমিত্ত

অদ্য আহ্বান করিয়াছি, আপনি ব্যতীত একার্য্য সম্পাদন করে এরূপ কেহ নাই।

ত্রিকালদর্শী মহামুনি গর্গ, কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, রাজি! এই সামান্য বিষয়ে অধিক চিন্তা কি? দৈবকীর উপযুক্ত পাত্র বিধাতা অবশ্যই মিলাইয়া দিবেন; যদুকুল-পতি মহাবল স্থরসেনের ন্যায় নৃপতি দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। তদীয় প্রিয়দর্শন পুত্রটিই দৈবকীর যথার্থ যোগ্য পাত্র। আপনি যেমন বরের আভিজাত্যের বিষয় অন্বেষণ করিতেছেন, তদ্রূপ গুণেরও অন্বেষণ করিবেন; কেবলমাত্র কুল-গৌরবের প্রলোভনে পতিত হইয়া অপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবেন না। শাস্ত্রে কথিত আছে, যদি বরে কিঞ্চিৎ দোষ থাকে তবে কি ধন, কি কুল, কিছুতেই কন্যার মন পরিতৃপ্ত হয় না। তদপেক্ষা তনয়ার হস্ত পদাদি বন্ধন পূর্ব্বক সাগরে নিক্ষেপ করাও নিষ্ঠুরের কার্য্য নহে। বুদ্ধিমানেরা বরের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া কহিয়াছেন, যথা; শান্ত, বিনীত, শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাবান, ধারণাপটু, সামর্থ্যযুক্ত, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, এবং যতি, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলে পিতামাতার যথার্থ ধর্ম্মের কার্য্য হয়। অতএব সর্ব্ব সুলক্ষণ-যুক্ত স্থরসেন-পুত্র বসুদেবে গুণময়ী দৈবকীকে সমর্পণ করিয়া কুল পবিত্র করুন। উগ্রসেন-

মহিষী হৃষ্টচিত্তে তদীয় প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

কংস, মুনিবর এবং জননীর এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে মাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! স্বরসেন-পুত্র বসুদেব নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, সে কখন দৈবকীর যোগ্য বর হইতে পারে না। সে, কেবল কতকগুলি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছে মাত্র, তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। শূরত্ব না থাকিলে কেবল রূপগুণে কি হইতে পারে? কংস-জননী স্মিতমুখে কহিলেন, বসুদেবের ন্যায় রূপগুণ-সম্পন্ন পাত্রই দৈবকীর উপযুক্ত। তিনি, যুদ্ধকার্য্যে অপটু, ইহা যদুকুলের নিষিদ্ধ কার্য্যও বটে; বৎস মূলভদ্র! সকলেই কি তোমার ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন হইবে?

কংস, মাতৃ-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, মাতঃ! বসুদেব একেবারে নিন্দার লোক নহে, ভীরুতাই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বিক্রমহীন পুরুষ এবং স্ত্রীলোকে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ লক্ষিত হয় না। যাহাহউক, তাহারই সহিত দৈবকীর বিবাহ দিয়া আমার নিকট রাখিয়া দিব এবং যত্নপূর্ব্বক পুরুষোচিত সাহসাদি শিক্ষা করাইব। কিছু দিবস শিক্ষা করিলেই আমার ন্যায় হইবে। কংস-জননী, পুত্রের এবম্বিধ কৌতুকাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য

করিতে লাগিলেন এবং মুনিশ্রেষ্ঠ গর্গকে স্থরসেন-সন্নিধানে গমনের আদেশ প্রদান করিলেন। মুনিবর, রাজোচিত সম্মানাদি লাভ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ গর্গ, রাজ-ভবন হইতে নিষ্কণ্টকে আশ্রম-ভবনে প্রতিগমন করিলেন। তদনন্তর, যথাসময়ে যদুকুলচূড়ামণি রাজা স্থরসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ স্থরসেন, মুনিকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন।

মুনিবর, আসনে সমাসীন হইয়া নানা প্রকার কথা প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া কহিলেন, হে যাদবাগ্রগণ্য! ভোজ-বংশধর কংসকর্ত্তৃক অদ্য আহূত হইয়াছিলাম। পরমসুন্দরী গুণময়ী দৈবকীর বিবাহার্থ তিনি, নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াই আমায় আহ্বান করিয়াছিলেন। আমি, ভবদীয় সৎপুত্র বসুদেবের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তদীয় সমস্ত সদ্গুণের প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তচ্ছ্রবণে কংস এবং তদীয় জননী সন্তুষ্ট চিত্তে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহাতে আপনার পুত্রের সহিত এই শুভ পরিণয় সংঘটন হয়, তজ্জন্য বারম্বার বিশেষ রূপ অনুরোধ করিয়াছেন।

এক্ষণে আপনার অভিমত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক এবং উভয় কুলের গৌরব রক্ষিত হয়।

সুরসেন, গর্গাচার্য্যের বচনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মৃদু বচনে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি যে বিষয়ের নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতেছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কেননা, উগ্রসেন ও দেবক সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয়; দৈবকী পরম সুন্দরী; বিশেষতঃ কংস-জননী যত্ন-সহকারে বৈবাহিকী সম্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছেন; উপযাচিত বস্তু উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু, একটী বিষয় মনে করিলে সমুদয়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। দুর্দ্দম্য কংস সাক্ষাৎ মহাপাতকস্বরূপ হইয়া ভোজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বসুমতী কম্পিতা হন ও দেবতারা সভয়ে পলায়ন করেন। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্রও নাই, গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী বধের ভয় নাই, সাধু পীড়নে বিরাম নাই, সদ্বিবেচনা নাই, তিনি লঘু পাপে গুরু দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এরূপ পাপাত্মার সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে সর্ব্বপ্রকারে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। অতএব, আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি, উপস্থিত বিষয়ে ক্ষান্ত হউন। বিশেষতঃ, এখনও পুত্রের বিবাহকাল

অতীত হয় নাই। বাল্যবিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। লোকে, তরুণ বয়স্ক বালকের বিবাহ দিয়া পরমাহ্লাদিত হন, কিন্তু কেহ কেহ তদ্বিপরীত ফল ভোগও করিয়া থাকেন। নব বিবাহিত বালকগণ, অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের অধীনতা স্বীকার করে এবং ক্রীড়া-কৌতুকের দাস হইয়া বিদ্যাধন লাভে বঞ্চিত হয়। বিদ্যাহীন মনুষ্য, মনুষ্যই নহে। শাস্ত্রকারেরা, মূর্খ পুত্রকে যমসদৃশ বর্ণন করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আমি, নব কুমার বসুদেবের বিবাহ দিতে আপাততঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। মহারাজ সুরসেন, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

মহামুনি গর্গ, যদুবংশ-পতি রাজা সুরসেনের এবম্বিধ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, জগৎ পিতা আমায় বিষম সঙ্কটে পাতিত করিলেন। একের মনোগত ভাব অন্যের ব্যক্ত করা অনুচিত, সুরসেনের অনভিমতে ভোজকুল-পত্নীকে বাগ্দান করা নিতান্ত বালকের কার্য্য হইয়াছে। বালকেরাই অগ্র পশ্চাৎ বিচারবিমূঢ়। আমার এই প্রকার অবিমৃশ্য-কারিতা উল্লেখ করিয়া না জানি লোকে কতই উপহাস করিবে। যাহাহউক, সহজে সঙ্কল্পিত অধ্যবসায় পরি-ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না; সুরসেনকে আমার

মতে আনিতে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিব, মুনিরাজ এই ভাবিয়া বারম্বার আত্মনিন্দার সহিত কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে যাদবেন্দ্র! কাল প্রভাবে হিতকর কার্য্যেরও অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। আমি ভাবিলাম, চিরকাল যদুকুলের হিতেচ্ছায় জীবন ধারণ করিতেছি; সেই কুলের বিরুদ্ধে কোন্ কুলে ঘটকতা প্রকাশিয়া অপমানিত হইব। বসুদেব ব্যতীত, রত্নসমা দেবক-কন্যাকে কোন্ অপাত্রে বিন্যস্ত করিব, এই বিবেচনায় ভোজরাজ-মহিষীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বসুদেবের সহিত, দৈবকীর শুভ বিবাহ অবশ্যই সংঘটন করিয়া দিব। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজনিত মহাপাপের ফলস্বরূপ আমাকে নরক ভোগ করিতে হইবে। সত্য ব্যতীত মুনিদিগের অন্য প্রধান সম্পত্তি নাই। সেই সত্যের মূল ছেদন করা কি ভবাদৃশ ব্যক্তির কর্ত্তব্য? মুনিরা কখন মিথ্যাদ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করেন না। আমার বাক্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়াই কংস-জননী বসুদেবকে কন্যাপ্রদানইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি কি মনে করিবেন। বহুভাষীর বাক্যে লোকে এতই অবিশ্বাস করেন যে, সে যদি উদয়াচলে অরুণোদয় হইয়াছে বলে, লোকে অমনি অস্তাচলের দিকে দৃষ্টিপাত করে। তদ্রূপ আমাকেও ভাক্ত বোধে সকলে ঘৃণা করিবে। যাহা

হউক, ভবদ্দীয় সাধু ইচ্ছায় বিলক্ষণ ফল প্রাপ্ত হইলাম। এই বলিতে ২ ক্রোধে তাঁহার নেত্রদ্বয় জবাপুষ্প আকার ধারণ করিল, হস্ত পদ কম্পিত হইতে লাগিল, ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল। অনন্তর তিনি, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, যদুনাথ! আপনি যে কংসের প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রাপ্ত রত্ন পরিত্যাগ করিতেছেন, নীতিশাস্ত্রানুসারে তাহা দূষণীয় নহে। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কুস্থান হইতে অমূল্য রত্ন যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। প্রাপ্ত রত্নকে কদাপি পরিত্যাগ করিবে না। অতএব রত্নময়ী দৈবকীর সহিত স্বীয় পুত্রের পরিণয় সম্পাদনে কদাপি উপেক্ষা করিবেন না।

যদুকুল-পতি সুরসেন, গর্গাচার্য্যের ঈদৃশ ক্রুদ্ধভাব অবলোকন করিয়া মনে মনে অতিশয় ভীত হইলেন। ভাবিলেন, মুনিরা সামান্য অপরাধে ক্রোধ করিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন। ইহাঁর অভিপ্রায় ভাল বোধ হইতেছে না, পুনর্ব্বার আপত্তি দর্শাইলে হয় ত নিশ্চয়ই অভিসম্পাত করিয়া প্রস্থান করিবেন। ব্রহ্মশাপে পূর্ব্ব পুরুষ যজাতি রাজা জরাগ্রস্ত হইয়া কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, অগত্যা আমাকে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি দান করিতে হইল। তদনন্তর তিনি, বিনীতভাবে মুনিবরের চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! অপ-

রাধ ক্ষমা করিবেন, ভ্রান্তিবশতঃ আপনার প্রস্তাব অবহেলা করিয়া নিতান্ত অবিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি। আপনার প্রসাদে যদুকুলে চির শান্তি বিরাজ করিতেছে। শোভনতম হর্ম্ম্য, পদানত ভৃত্য, গুণবান পুত্র, রূপবতী ভার্য্যা, অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল যশঃ এবং প্রভূতমান-সম্ভ্রম এ সমস্তই তদীয় চরণারবিন্দ প্রসাদাৎ। স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষ ছেদন করা যুক্তিযুক্ত নহে। ইহা নিশ্চিত জানিবেন, যদুবংশীয়েরা কদাচ আপনার উপদেশ অবহেলা করিয়া ঘোর অপরাধজনিত নিরয়গামী হইবে না। অতএব, ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক শুভ সঙ্কল্প সাধনার্থ উদ্যোগ করুন। মুনিবর, সুরসেনের বিনয়-গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন বদনে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, রাজন্! যদুবংশীয়েরা ব্যতীত অন্য কেহ ব্রাহ্মণের যথার্থ মর্য্যাদা অবগত নহে। অদ্য আমি, আপনকার এই সাধু ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইলাম, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। এই আশীর্ব্বাদ করিয়া মুনিবর, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ত্বরিত গমনে কংসালয়াভিমুখে প্রতিগমন করি-লেন।

উগ্রসেন-মহিষী, উৎকণ্ঠিত মনে গর্গাচার্য্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে, মুনিবর অভীষ্ট সিদ্ধির শুভ চিহ্ন বিকাশ করিতে করিতে চঞ্চল

চরণে আগমন করিতেছেন, দূর হইতে অবলোকন করিয়া স্বরসেনের মনোগত ভাব অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং মুনিবরকে সমাদরে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এক কঞ্চুকীকে প্রেরণ করিলেন।

মহামুনি গর্গ, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, রাজ-মহিষী, সাদর সম্ভাষণে আসন প্রদানান্তর, সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিরাজ, স্বরসেনের সহিত তাঁহার যেরূপ কথোপথন হইয়াছিল, সমুদয় বর্ণন করিয়া বলিলেন, রাজ্ঞি! শুভ ঘটনায় বহু বিঘ্নের সম্ভাবনা, বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ত্বরায় সম্বন্ধ ও বিবাহের দিন স্থির করা কর্ত্তব্য। উগ্রসেনরাজ-মহিষী, সন্তুষ্ট মনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে দিন ধার্য্য করিবেন, সেই দিনেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। গর্গাচার্য্য, মহিষীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, রাজ্ঞি! রাজ-বাটীর ক্রিয়া কলাপে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়া থাকে, উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যাদির ব্যতিক্রম ঘটিলে, কর্ত্তার অর্থব্যয় হয়, অথচ যশঃ লাভ হয় না; সমুদায় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে, বিবাহের দিন ধার্য্য করিব। রাজ্ঞি! আপনি প্রধান রাজ-কুলবধূ, কি প্রকার সতর্কতার সহিত যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সমস্তই অবগত আছেন, আপনাকে সে বিষয়ে উপদেশ আর কি প্রদান করিব, তবে

সাধারণ লোকে আপনার বৈভবাদি বিচার না করিয়া বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে সাধ্যাতীত ব্যয় করে ও আপনাকে বিপন্ন করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, ব্রতপরায়ণ যজমান স্বীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যজ্ঞাদির আয়োজন করিবে। সঙ্গতি নাই, অথচ কোন বৃহৎ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে এবং তজ্জন্য ঋণ গ্রহণ করাও নিতান্ত অনুচিত। কারণ, ঋণ মোক্ষণে অসমর্থ হইলে, ঋণদাতা ক্রিয়ার ফলভোগী হয়। ঋণকর্ত্তা, কেবল অধর্ম্মে পতিত হয় এমন নহে, সে উত্তমর্ণকে দেখিলেই ভয়ে অভিভূত এবং কখন কি হইবে এই চিন্তাতে অতি ব্যাকুলিত হয়। তখন সে, পূর্ব্বকৃত কার্য্য মনে২ আলোচনা করিয়া অতিশয় অনুতাপ করিতে থাকে। রাজ্ঞি! ইহাকেই লোকে সৎকার্য্যের মন্দ ফল বলিয়া গণনা করে। প্রচুর ধন সম্পত্তি ও বহুসংখ্যক লোক অধীনে থাকিলেও কর্ত্তা; একেবারে চিন্তা পরিশূন্য হইবেন না। স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন। সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। লোকের উত্তেজনায় বিরক্তি বোধ করিবেন না। রূঢ় বা কর্কশ বাক্যে ক্রিয়া বিফল হয়, এ নিমিত্ত অপা-

মর সাধারণকে প্রিয় ও হিত বাক্য কহিবে। সংগৃহীত দ্রব্য অপরিমিত ব্যয় করিবে না। মান্য ও সম্পন্ন লোককে যথাযোগ্য সমাদর করিবে। অন্ধ, খঞ্জ ও দরিদ্রদিগকে শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট করিয়া সাধ্যানুসারে দান প্রদান করিবে এবং বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিবে। এই রূপে যে ব্যক্তি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে, সে ইহকালে যশঃ ও পরকালের নিমিত্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে।

রাজ্ঞি! যাহারা আলস্যের দাস বা ধনমদে মত্ত হইয়া স্বীয়কর্ত্তব্য-ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, নিযুক্ত ব্যক্তি স্বার্থপর হইলে তাহার ধন, মান, যশঃ কীর্ত্তি সমুদয়ই নষ্ট হইয়া যায়। আমার যাহা বক্তব্য বলিলাম, আপনি যাহা উচিত বোধহয় করুন। মহিষী, মুনিবরের এই সমস্ত উপদেশগর্ব্ভবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। কিন্তু কংস, সগর্ব্বে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে না, অবিলম্বে সুরসেন-সন্নিধানে গমন করুন। মুনিবর, সভয়চিত্তে তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেম।

গর্গাচার্য্য, অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মনে২ ভাবিতে লাগিলেন, ভোজ-রাজ উগ্রসেন, কংস-কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া বন্দীভাবে অতি দুঃখে কাল যাপন

করিতেছেন। এ সময়ে দৈবকীর বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণে অবশ্যই সুখী হইবেন। অতএব, একবার তাঁহার নিকট গমন করা আবশ্যক। অনন্তর তিনি, সুরসেনের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা উগ্রসেনের আর পূর্ব্ববৎ শ্রীসৌষ্ঠব নাই; কলেবর অতিশয় শীর্ণ, জীর্ণবস্ত্র পরিধান; তিনি বিষণ্ণবদনে ধরাসনে উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা-দেবীর উপাসনা করিতেছেন। রাজার ঈদৃশ দীনভাব দর্শনে পরদুঃখকাতর মুনিবরের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে আর্দ্র হইল। তখন তিনি, মনে২ কহিতে লাগিলেন, বিষয়াসক্ত সাংসারিকদিগের পরিণামে এইরূপ দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। অসাধারণ পরাক্রমশালী যে উগ্র-সেন রাজা, বাহুবলে কত দেশ জয় পূর্ব্বক কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের পদচুম্বন পূর্ব্বক কত গৌরব ও অভিমান প্রদর্শন করিয়াছেন; আমার ধন, আমার পুত্র, আমার পরিবার ইত্যাদি বৃথা অহঙ্কার সূচকবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; এখন সেই উগ্রসেন স্বীয় দুষ্ট পুত্রকর্ত্তৃক রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! লোকে সুখের প্রত্যাশায় পুত্র কামনা করে, কিন্তু সেই সন্তান অবাধ্য হইলে কত যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয়।

ভোজ-রাজ উগ্রসেন, নিবিষ্ট চিত্তে আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ পদ-শব্দ শ্রবণগোচর

করিয়া চকিত হইলেন এবং মুনিবরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। চির প্রবাসী ব্যক্তি সহসা বন্ধু সমাগম লাভ করিয়া যেমন সুখী ও কৃতার্থ হয়, তিনিও মুনিবরকে পাইয়া তদ্রূপ হইলেন এবং বিনীত ভাবে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এ হতভাগ্যের নিকট কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? আমার ন্যায় হতভাগ্য, ভবাদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের চরণ দর্শনের যোগ্য হইতে পারে না। রাজা, এই বলিয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। গর্গাচার্য্য, উপদেশাদি সান্ত্বনা বচন প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞানের ন্যায় অনিত্য চিন্তায় আকুলিত হইতেছেন কেন? বিষয় বাসনার অন্ত নাই। যেমন একবার আহার করিয়া ক্ষুধার শান্তি হইলে, পুনর্ব্বার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে, তদ্রূপ কাম্য বস্তুর উপভোগে কামনার পর্য্যাপ্তি হয় না। আপনি বাহুবলে কত শত দেশ করতলস্থ করিয়াছেন, এখন আবার সেই সমস্ত রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বীয় পুত্রকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতেছেন। এমন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর অভাব নিবন্ধন খেদ করিয়া জ্ঞানবুদ্ধিকে কলুষিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বসন্তাদি ঋতু যেমন পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দিবারাত্রি যেমন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; মনুষ্যের অবস্থাও তদ্রূপ কালচক্রে ঘূর্ণিত হইতে২

পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্ত চাপল্যের কারণ। সুখের সময় যে অন্তঃকরণে চাঞ্চল্য জন্মে, দুঃখের সময়ও তদ্রূপ চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে। এ নিমিত্ত জ্ঞানিরা সুখদুঃখ উভয়কেই সমভাবে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিছুতেই তাঁহাদের চিত্ত-বিকার জন্মাইতে পারে না। অতএব মহারাজ! এই অকিঞ্চিৎ কর বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ লাভের চেষ্টা করুন এবং নিত্য সুখ উপভোগ করুন, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের পবিত্র উপদেশ।

মুনিবর, এইরূপে উগ্রসেনকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সম্প্রতি যদুকুল-পতি সুরসেন-সুত-বসুদেবের সহিত দেবক-কন্যার পরিণয় সম্পন্ন হইবে, এই শুভ সম্বাদ প্রদানার্থ আপনার সমীপে আসিয়াছি, কিন্তু অধিক সময় আপনার সহিত কথোকথন করিতে সাহস হইতেছে না, কি জানি, কংস জানিতে পারিয়া কোন প্রমাদ ঘটায়। মুনিবর এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে কংস, বিবিধ উপচারে বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পুরবাসিদিগেরও আনন্দের সীমা রহিল না। পুর-স্ত্রীগণ নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। রাজ-ভবন আনন্দময় হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকেই আনন্দের চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত

হইল না। ভৃত্যগণ, বিবিধ কারু-কার্য্য সমন্বিত আসন সকল যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত করিল, সভাগৃহের যে স্থানে যাহা স্থাপিত করিতে হয়, একে একে তৎসমুদয় বিন্যস্ত করিয়া সভাকে সুসজ্জিত করিল। শিল্পিদিগের বিচিত্র শিল্পচাতুরী, স্থানে স্থানে দর্শকবৃন্দের নয়ন মন আকর্ষণ করিতে লাগিল। কংস, স্বীয় অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তৎসমুদয় একে একে পরিদর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং শিল্পিদিগের শিল্প চাতুরীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

চানূর ও মুষ্টিক প্রভৃতি চাটুকারগণ, তাঁহার ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনাইতে লাগিল এবং কহিল, মহারাজ! রাজ-ভবন অতি চমৎকার রূপে সজ্জিত হইয়াছে। এমন মনোহারিণী রচনা ত্রিলোকমধ্যে দৃষ্টি গোচর হয় না। দেব-রাজ ইন্দ্রের সভা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু এমত অত্যুচ্চ স্ফটিকস্তম্ভ, হীরক খচিত ভিত্তি, কুট্টিমাচ্ছাদিত নানা বর্ণের শোভনতম বহুমূল্য প্রস্তর, সুবর্ণরচিত শতসহস্র শাখাযুক্ত আলোকাধার, এরূপ স্বচ্ছাবৃত পশু পক্ষী ও মানবচিত্র—প্রতিকৃতি প্রভৃতি শিল্প রচনা, দেবতারা কখনও নয়নগোচর করেন নাই। কেমন বিচিত্র চন্দ্রাতপে সভাগৃহটী মণ্ডিত হইয়াছে? দেবতারা, এই সকল উৎকৃষ্ট পদার্থ কোথায় পাইবে? আসন-

গুলি কেমন যথাযোগ্য স্থানেই বিন্যস্ত হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত, নীলকান্তমণি-কিরণে সভাটা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে, দেখিয়া কাহার না নয়ন মন বিমোহিত হয়? আমোদপ্রিয় কংস, তাহাদিগের এই সকল চাটুবচন শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মনেং স্বীয় অসীম ক্ষমতার আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শিল্পিদিগকে পরিশ্রমানুরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন এবং সভা রক্ষার্থ প্রহরিগণকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

প্রহরিদিগের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি অবলোকন করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাহাদিগের মস্তকোপরি রক্ত বর্ণ উষ্ণীষ, প্রশস্ত ললাটে রক্তচন্দন অনুলেপিত, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা, হস্তে লৌহবলয়। তাহারা তীক্ষ্ণ তরবার প্রভৃতি অস্ত্র সকল ধারণ করিয়া, সগর্ব্ব পদ-বিক্ষেপ এবং অতিশয় সতর্কতা সহকারে সভাগৃহ রক্ষা করিতে লাগিল। মৃত্যুও তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে দূরে পলায়ন করেন।

কংস, সর্ব্ব প্রকার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাদি করিয়া, জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর, তিনি জননীর অনুরোধ ক্রমে পিতা উগ্রসেন ও পিতৃব্য দেবককে কারামুক্ত করিলেন। তাঁহারা কারামুক্ত হইয়া কংসনির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদির তত্ত্বাবধান

করিতে লাগিলেন। নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত রাজগণ, কংসনির্দ্দিষ্ট যথাযোগ্য বাসস্থান প্রাপ্ত হইলেন। অন্যান্য বহু সংখ্যক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণদ্বারা রাজ-ভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহারাও রীতিমত বাসস্থানাদি প্রাপ্ত হই-লেন।

এ দিকে, যদুকুল-পতি স্থরসেন পুত্রকে বিবাহ-যোগ্য বহুমূল্য পরিচ্ছদাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া এবং কুল-পুরোহিত গর্গাচার্য্য ও যদুবংশজাত অন্যান্য জ্ঞাতি কুটুম্ব সমভিব্যাহারে মহা সমারোহে কংসালয়ে আগমন করিতে লাগিলেন। বরযাত্রিগণ সুসজ্জিত অতি মনোহর যানাদি আরোহণ করিয়া রাজ-পথ উজ্জ্বল করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ভোজরাজ উগ্রসেন, স্থরসেনের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পাত্র মিত্র ও সমাগত রাজগণের সহিত অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন। উল্কাধারিরা, শত শত উল্কা উদ্দীপিত করিয়া অগ্রে অগ্রে পথ দর্শাইয়া চলিল। ক্রমে, উভয় পক্ষ সমবেত হইয়া পরস্পর আনন্দ বিকাশ করিতে লাগিলেন, সুখের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর, ভোজপতি-উগ্রসেন এবং যদুপতি-স্থরসেন পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কথোপ-কথন করিতে করিতে সভামণ্ডপে সমাগত হইলেন কন্যা ও বরযাত্রিগণ অধীত বহুবিধ শাস্ত্রীয় আলাপে

পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। আজ্ঞাকারী ভৃত্যগণ, সুবাসিত গন্ধবারি সিঞ্চন ও তাল-বৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিল! নর্ত্তকীগণ, নৃত্য এবং গায়কেরা, সঙ্গীতালাপ করিয়া সভাস্থ জনগণকে মোহিত করিতে লাগিল।

লগ্ন উপস্থিত দেখিয়া মহামুনি গর্গ, কন্যা আনয়নার্থ অনুমতি করিলে, পৌরজনেরা, রত্নাভরণ-ভূষিতা সুবর্ণ-পীঠোপবিষ্টা দৈবকীকে বিবাহ-মঞ্চে আনয়ন করিলেন। দৈবকীর লাবণ্য-ছটায় সভামণ্ডলী উজ্জ্বল এবং গাত্র-সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। দর্শনেচ্ছু জনগণের কোলাহল বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, অধ্যক্ষগণ বিনয় নম্রবচনে তাহা নিবারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে দৈবকীর রূপলাবণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; সুতরাং তৎকালে অন্য শব্দ কিছুই শ্রবণগোচর হয় নাই। অনন্তর দেবক, হৃষ্টচিত্তে গুরুজন ও সভাস্থ জনগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রাণাধিক কন্যারত্ন, সুধীর বসুদেবের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বামা-কণ্ঠনিস্থত মধুর মঙ্গলধ্বনি এবং বিবিধ মঙ্গলসূচক বাদ্য ও আনন্দধ্বনিতে রাজভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বরকন্যা, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পৌরাঙ্গনা পরিবেষ্টিত হইয়া বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন। ভাগ্যবতী দৈবকী, বসুদেবের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছেন, মনে করিয়া বাসর-

স্থিতা রমণীগণ বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে এবং বিবিধ উৎসবে রজনী যাপন করিলেন।

এদিকে উগ্রসেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রদিগকে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইয়া অকাতরে বহু ধন রত্নাদি মৃদুবাক্যে দান করিলেন। সভ্যগণ, সভাভঙ্গ করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বাস-ভবনে প্রতিগমন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে বসুদেব, বাসরশয্যা ত্যাগ করিয়া ভক্তিভাবে পরমেশ্বরকে প্রণাম পূর্ব্বক নমস্যবর্গের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। যথাসময়ে উগ্রসেন, কন্যাজামাতা বিদায়ের মঙ্গলাচরণ ও আয়োজনাদি করিতে লাগিলেন। আজ্ঞামাত্র সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইল। অনন্তর বসুদেব, সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার পূর্ব্বক যথোপযুক্ত যৌতুক এবং স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া মহা সমারোহে পিতৃ রাজধানীতে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। উগ্রসেন-পত্নী, স্নেহের প্রতিমা বহু কষ্টের ধন দৈবকীকে এতদিনে পর-হস্তে ন্যস্ত করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উগ্রসেন, কন্যাজামাতাকে শুভ আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কংস, বাল্যাবধি দৈবকীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, এক্ষণে

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ক্রমেই গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন না, মনে করিয়া স্বয়ং দেবকীর রথের সারথি হইয়া সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম, লোক-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কংসালয়, ক্ষণকালের মধ্যে নিরানন্দময় হইল।

কংস, ধীরে ধীরে রথ পরিচালন করিতেছেন, চানূরাদি সৈন্য ও অন্যান্য দর্শকগণ তাঁহার নৈপুণ্য দেখিয়া প্রশংসা করিতেছে, এমত সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল, "রে অবোধ! তুমি স্নেহবশতঃ যাহার রথে সারথি হইয়াছ, তাহার অষ্টম গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই সন্তান তোমার প্রাণদণ্ড করিবে।" কংস, সতর্কভাবে রথ পরিচালন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে অশ্বরজ্জু সংযত করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না। সমভিব্যাহারিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিছু শুনিতে পাইয়াছ? তাহারা হঠাৎ অশ্ববেগ সম্বরণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে আবার তাঁহার অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া ভীত হইয়া বলিল, মহারাজ! আমরা কিছুই শুনিতে পাই নাই। আপনার এ প্রশ্নেরও তাৎপর্য্য কিছুই অবধারণ করিতে পারিতেছি না।

তচ্ছ্রবণে কংস, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমভি-ব্যাহারিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কে যেন কহিল, "দৈবকীর অষ্টম গর্ত্তজাত পুত্র আমার প্রাণ বিনাশ করিবে" দৈববাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। অতএব, আমি আর প্রাণের আশা করি না, শৈশবাবধি যে ভগিনীকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিয়া প্রতি-পালন করিয়াছি, তাহারই গর্ত্তজাত পুত্রদ্বারা আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে? কি আশ্চর্য্য! এই বলিয়া কংস, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অধোবদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঈদৃশী চিন্তা ও ব্যাকুলতা দর্শনে সমভিব্যাহারী বুদ্ধিমান ভদ্র লোকেরা কহিতে লাগি-লেন, মহারাজ! আপনি অকারণ চিন্তায় আকুলিত হইতেছেন কেন? জন-কোলাহলে এই ভ্রান্তির উদ্রেক হইয়া থাকিবে। প্রচণ্ড পবনহিল্লোলে সাগর যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ দুশ্চিন্তাদ্বারা মনুষ্যমন আন্দোলিত ও আকুলিত হইয়া থাকে। যাহাহউক, উপস্থিত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত শান্ত করুন।

কংস, জ্ঞানিগণের আশ্বাস বাক্যে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলেন। দুর্নিবার সন্দেহ একেবারে তাঁহার চিত্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল না। তিনি, পুনঃ পুনঃ দৈবকীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কখন ভাবিলেন, মস্তক ছেদন করিয়া সমুদায় বিপদের

এখনই শাস্তি করি। আবার ভাবিলেন, অনিশ্চিত সন্দেহ-হেতু প্রাণাধিক ভগ্নীর মস্তক ছেদন করিয়া কি রূপে ভয়ানক নিষ্ঠুরের কার্য্য করিব। বিশেষতঃ আমি যদি দৈব-বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত হই, তাহাতে ভগ্নীর জীবন নষ্ট হইবে কেন? ইত্যাদি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, চানূরাদি দুষ্ট মন্ত্রিবর্গ, কংসের চিত্তবিকার অনুধাবন করিয়া, চাটু বচনে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, দৈবকীকর্ত্তৃক আপনাকে ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে। তখন, স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করুন। আকাশবাণী কখন মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই কালে ইহা ফলিত হইবে। অতএব মহারাজ! এখনও সময় থাকিতে প্রতিকার বিধান করুন। সময়ে রোগের প্রতিকার না করিলে যেমন উহা শরীর নাশক হয়; উদ্যানস্থ কণ্টকী বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন না করিলে যেমন তদ্দ্বারা অন্যান্য বৃক্ষ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; কালস্বরূপ, দৈবকীকর্ত্তৃক তদ্রূপ ভোজবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অতএব, মমত্বের অনুরোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া দৈবকীর মস্তক ছেদনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমরা আপনারে যথার্থ উপদেশ দিতেছি, যদি এ

সংসারে থাকিয়া ভোগ সুখ অভিলাষ করেন, তবে এখনই ইহার মস্তক ছেদন করিয়া ইহার চিতানলে সমস্ত মনস্তাপ ভস্মীভূত করুন। দুষ্টদিগের এবম্বিধ দুর্ম্মন্ত্রণায় কংসের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, সমুদয় স্নেহ বিস্মৃত হইয়া তীক্ষ্ণ অসি ধারণ পূর্ব্বক দৈরকীর মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন।

কংসের ঈদৃশী সংহারমূর্ত্তি দর্শনে দৈবকী ভয়ে অভিভূতা হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ শুষ্ক ও চন্দ্রানন মলিন এবং পরিধেয় দুকুল স্বেদজলে আর্দ্র হইল, তিনি অবাক্ হইয়া দীননয়নে কংসের মুখপানে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহামতি বসুদেব, এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন। অনন্তর, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি ভোজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এরূপ ঘৃণিত কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন কেন? আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও শূরাগ্রগণ্যের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত লজ্জা ও কলঙ্ক পরিচায়ক সন্দেহ নাই। দৈবদুর্ব্বিপাকে প্রাণ যাইবে, তন্নিমিত্ত স্ত্রীবধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা কি বীরের উচিত কার্য্য? শাস্ত্র, যাহাদিগকে অবলা বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া কালযাপন করে, বীর পুরুষেরা আত্ম জীবন তুচ্ছ বোধে, বিসর্জ্জন, দিয়া সেই দুর্ব্বল প্রকৃতি পরাধীনা স্ত্রী জাতিকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপনি নশ্বর জীবনের জন্য এই নিরপরাধিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছেন! ক্ষত্রবীরপুরুষের ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক আর কি হইতে পারে? আপনি, আমাপেক্ষা বহুদর্শী জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ; আমি আপনাকে উপদেশ প্রদান করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, শাস্ত্রে যে সকল উপদেশ লিখিত আছে, আমি তাহাই আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম। শাস্ত্রের এই মহামূল্য উপদেশ বাক্য অবহেলা করিবেন না, ইহাতে যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে। অতএব, মহারাজ! সঙ্কল্পিত অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মহৎ নামের গৌরব এবং অবলা ভগ্নীর জীবন রক্ষা করুন।

বসুদেবের এই সমস্ত উপদেশগর্ভ বাক্য পরম্পরা শ্রবণ করিয়া কংস, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। বসুদেব; ভীত ও নিরুপায় হইয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি দৈববাণী আপনার যথার্থ বিশ্বাস হইয়া থাকে, আমি আপনার সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দৈবকীর অষ্টম গর্ব্ভজাত শিশুকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিবেন। কিন্তু, উপস্থিত

ঘৃণিত কার্য্য পরিত্যাগ করুন। কংস, বসুদেবকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া দৈবকীর জীবন রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব-ভবনে প্রতিগমন করিলেন।

ষষ্ঠ কল্প।

মহামুনি শৌনক, সবিস্ময়ে কহিলেন, সূত! দুরাত্মা কংসের অসদ্ব্যবহার ও দৈবকীর দুঃখ সন্তাপ শ্রবণে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণন করিয়া চিত্তোদ্বেগ দূর করুন।

সূত কহিলেন, ধীমান বসুদেব, কংসের এতাদৃশ নৃশংস ব্যবহার স্মরণ করিতে করিতে দৈবকীর সহিত স্ব-ভবনে গমন করিলেন। কিছু দিবস অতীত হইলে, দৈবকী গর্ব্ভবতী হইয়া সুকুমার পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যধর্ম্মপরায়ণ বসুদেব, পূর্ব্ব সত্য প্রতিপালন জন্য সেই সদ্যোজাত শিশু সন্তান গ্রহণ করিয়া কংস-সমীপে গমনোন্মুখ হইলেন। প্রসব-বেদন-কাতরা দৈবকী, শিশুর বিচ্ছেদে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিকবর বসুদেব, সান্ত্বনা বচন প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আর বৃথা রোদন করিয়া কি হইবে? আমি প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইব না, শাস্ত্রে কথিত আছে, প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট-জনিত মহাপাপে

ঘোর নরকে নিপতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; তাই বলিতেছি, বৃথা রোদনে কি হইবে, রোদন সম্বরণ কর। এই বলিয়া বসুদেব শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বিষণ্ণ বদনে ধীরে ধীরে কংসালয়ে গমন করিলেন।

কংস, সপুত্র সত্যপরায়ণ বসুদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভামধ্যে বসুদেবের সত্যনিষ্ঠার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি, বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার ধার্ম্মিকতা দর্শনে আমি যারপরনাই প্রীত হইয়াছি। তুমি যথার্থই আত্ম-সমর্পণদ্বারা পরোপকার ব্রত সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছ; এ শিশুদ্বারা কখন আমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে না। আমি, অকারণে ইহাকে বধ করিয়া নির্দ্দয়ের ব্যবহার করিব না, তুমি ইহাকে লইয়া গৃহে প্রতিগমন কর। বসুদেব, কংসের এবম্বিধ দয়াদর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন না, ভাবিলেন, নৃশংসের অসাধ্য কার্য্য নাই, তাহাদের পদে পদে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে, আপাততঃ যদিও ইহাকে বধ করিল না, এ ভাব গত হইলে পুনর্ব্বার নির্দ্দয় হইতে পারে। খলদিগকে কোন কালেই বিশ্বাস করা যায় না। মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে স্ব-ভবনে প্রতিগমন করিয়া শোকা-

তুরা দৈবকীর ক্রোড়ে শিশুকে সমর্পণ করিলেন। দৈবকী, হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

একদা তত্ত্বজ্ঞানী দেবর্ষি নারদ, বীণাযন্ত্রে হরিগুণানুবাদ গান করিতে করিতে কংসের সভামণ্ডপে উপনীত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, গলে তুলসীমালা ও পবিত্র যজ্ঞসূত্র, সর্ব্বাঙ্গে হরিমন্দির, কঠোর তপঃপ্রভাবে কলেবর জীর্ণ, গাত্রচর্ম্ম লোলিত, শিরা এবং অস্থি সকল বহিষ্কৃত, ধবল রোমাবৃত ভ্রূ-যুগ এবং নাভি পর্য্যন্ত পরিশোভিত, দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজী, অবলোকন করিলে ভক্তিরসে আর্দ্র হইতে এবং সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তিনি, প্রয়োজন না থাকিলেও নিরন্তর সর্ব্ব স্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং স্বীয় ঔদার্য্যগুণে সকলকে সমভাবে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। জগতে তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। তিনি, একের গুপ্তভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদাই বিরোধ ঘটাইতে অতিশয় নিপুণ; এ নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বন্দ্বপ্রিয়-ঋষি বলিয়া লোকে সম্বোধন করে। কংস, সমাগত নারদ ঋষিকে যথোচিত ভক্তি-সহকারে বন্দনাদি করিয়া উপবেশনার্থ পবিত্র, আসন প্রদান করিলেন এবং

সহসা সভায় শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ, কংসকে প্রকাশ্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া মনে মনে অকুশল চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি, সর্ব্বদা তোমারই মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকি। আমার গোচরে তোমার অনিষ্ট নিতান্ত অসহনীয়। তুমি যে আসন্ন বিপদে পতিত হইতেছ, শ্রবণাবধি আমি সকল বিষয়েই উদাসীন হইয়াছি। ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিতে পারি না। তোমার বিপদ শান্তির উপায় উদ্ভাবনার্থ আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছি। দেবতাদিগের দুর্জ্ঞেয় অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।

হিংসাপরতন্ত্র পর-শ্রীকাতরদেবগণ, লোকের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিতে ভাল বাসে না। অকারণ বিদ্বেষ করিয়া থাকে। সম্প্রতি তোমার বিভব দর্শনে ঈর্ষা-যুক্ত হইয়া দেবতারা, অংশরূপে ভূমণ্ডলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। কে কি ভাবের মনুষ্য, তাহা তুমি কিছুই, জান না। যাহারা সাক্ষাতে তোমার অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, পরোক্ষে তাহারা তোমার অহিতাচরণ করিতে ত্রুটি করে না। ব্রজধামে নন্দাদি গোপ-কুল, যশোদাদি গোপাঙ্গনা; বসুদেব, প্রমুখ বিষ্ণীবংশীয়, বিশেষতঃ তোমার বংশনাশ-কারিণী দৈবকী প্রভৃতি স্ত্রীগণ তোমার বিষম শত্রু বলিয়া জানিবে।

দেবর্ষি নারদ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নারদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দুষ্টমতি-কংস, সেই অবধি যাদবগণকে দেবতার অংশ জ্ঞান করিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। নারদ যাহা বলিলেন, ইহা নিশ্চিত অব্যর্থ; দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, অংশরূপে দৈবকী-গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। অতএব, যাদবদিগকে আর প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই ভাবিয়া তিনি, দৈবকী-গর্ব্ভজাত একে একে ছয়টী পুত্রের প্রাণ সংহার এবং বসুদেব ও দৈবকীকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করিলেন। কারারক্ষীরা, তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। তাঁহারা, রক্ষীদিগের নির্দ্দয় ব্যবহারে অতিশয় মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কংস, ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি, সর্ব্বদাই যদুবংশীয়দিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ব্বার নিগ্রহ করিয়া উগ্রসেনকে কারাগৃহে সমর্পণ করিলেন। কুরু, পঞ্চাল, কেকয় প্রভৃতি তাঁহার ভয়ে দেশ দেশান্তরে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে লাগিল।

অন্তর্যামী ভগবান বৈকুণ্ঠপতি, ভক্তগণের দুঃখ দূরীকরণ-মানসে ভূ-ভার ধারণক্ষম অনন্ত দেবকে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্ত-

দেব, ভগবানের আদেশে দৈবকীগর্ব্ভে অধিষ্ঠিত হই-লেন। কিন্তু দৈবকী, গর্ব্ভ-লক্ষণ অনুভব করিয়া সুখী হইলেন না, প্রত্যুতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। আমি, বিধাতার ইচ্ছায় একে একে ছয়টী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দুরাত্মা কংস নিষ্ঠুর হইয়া সকলকেই বিনাশ করিল, পুনর্ব্বার পুত্র জন্মিলেও সেই দশা ঘটিবে। বুঝিলাম, অসহ্য পুত্রশোক যন্ত্রণাভার বহন করিবার নিমিত্তই ঈশ্বর আমাকে মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা আমার অদৃষ্টে এরূপ ঘটিবে কেন? পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়া-ছিলাম, এক্ষণে তাহারই ফলভোগ করিতে হইতেছে। দৈবকী, এই প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বসু-দেব, পত্নীর বিলাপ শ্রবণে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও, দুষ্ট প্রহরিরা জানিতে পারিলে আমাদিগকে ইহা-পেক্ষা যন্ত্রণা প্রদান করিবে। নিশ্চয় জানিও আমরা দুঃখ ভোগের নিমিত্তই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এমন কি পুণ্য করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এখন সুখভোগ করিব। ঈশ্বর সদয় হইয়া অবশ্য মুক্তি দান করিবেন, তিনি কোন সন্তানের দুঃখ দর্শন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না।

ভগবান কমলাপাত, কংস-ভয় নিবারণার্থ যোগ-

মায়াকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, বসুদেব-ভার্য্যা রোহিণী, গো—গোপাল পরিবৃত সুরম্য ব্রজধামে নন্দালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি মদীয়াংশ। দৈবকীর গর্ব্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণী-গর্ব্ভে সংস্থাপন কর। আমি, যথাসময়ে দৈবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। ভদ্রে! নন্দ-পত্নী যশোদার গর্ব্ভে তোমাকেও জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যোগমায়া, ভগবানের আদেশানুসারে দৈবকীর সপ্তম গর্ব্ভস্থ বালককে আকর্ষণ করিয়া রোহিণী-গর্ব্ভে সংস্থাপন করিলেন।

অনন্তর সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান গোলোকনাথ, বসুদেবের মনোমধ্যে প্রবেশ করিলে বসুদেব সূর্য্যদেবের ন্যায় তেজস্বী হইলেন। চন্দ্রমাকে ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিক্ যেমন শোভমানা হয়, সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান গোলোক-নাথকে অষ্টম গর্ব্ভে ধারণ করিয়া, দৈবকীও তদ্রূপ অপূর্ব্ব তেজস্বিনী হইলেন।

একদা কংস, কারাগারে উপস্থিত হইয়া, দৈবকীর গর্ব্ভ-তেজে কারাবাস সমুজ্জ্বল হইয়াছে দেখিয়া নানা প্রকার চিন্তা করতঃ মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! লোকে পরম শত্রুকে যেরূপ নির্যাতন করে, আমি ভগ্নীকে তদপেক্ষাও যন্ত্রণা দিতেছি, তথাচ ইহার রূপলাবণ্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং অধিক প্রদীপ্তই হইয়াছে। ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে,

আমার প্রাণহন্তা-হরি, দৈবকীর গর্ভে বাস করিতেছেন। আমি এখন কি করি, ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না। গর্ভবতী ভগ্নীকে সহসা বধ করিলে যশঃ, মান, শ্রী ও পরমায়ুঃ হ্রাস হইবে এবং ক্ষমা করিলে অবশ্যই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে, সন্দেহ নাই। কংস, এই প্রকার চিন্তা করিয়া মতিচ্ছন্ন প্রায় হইলেন এবং তদবধি, যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, সেই দিকে সর্ব্বভূতাত্মা হরিকে দর্শন করিয়া ভীত হইতেন।

একদা, নিশীথ সময় দৈবকী অকস্মাৎ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বসুদেব, ব্যগ্রতাতিশয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! ভয়বিহ্বল-স্বরে রোদন করিতেছ কেন? আবার কি বিপদ উপস্থিত হইল। দৈবকী, ভয়ব্যাকুল-স্বরে কহিলেন, নাথ! এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। হংসবাহনে চতুরানন, বৃষবাহনে পঞ্চানন, মূষিকবাহনে গজানন, শিখীবাহনে ষড়ানন, গজবাহনে সহস্রলোচন এবং নারদাদি মুনিগণ, কারাগারে আসিয়া সচন্দন তুলসীদলে গর্ভস্থ বালককে পূজা ও স্তুতি করিতেছে; এই স্বপ্ন দেখিয়া ভাবিলাম, কংসানুচরেরা, ছদ্মবেশে বালক অপহরণ করিতে আসিয়াছে। দৈবকী, এইরূপ বলিতে বলিতে সময়ে বসুদেবের হৃদয়লগ্ন হইলেন।

বসুদেব, হাস্যবদনে কহিলেন, অবোধিনি! এ দুঃস্বপ্ন নহে, অতি উৎকৃষ্ট স্বপ্ন দেখিয়াছ, কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিও না।

সপ্তম কল্প।

মহামুনি শৌনক, সূতকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, সূত! বসুদেব ও দৈবকী পূর্ব্বজন্মে এমন কি পুণ্য-কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, সর্ব্ব-শক্তিমান সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমপিতাকে পুত্রভাবে প্রাপ্ত হইলেন। পুরাণ-বক্তা সূত হাস্যবদনে কহিলেন, হে মুনিগণ! তিনি দয়ার সাগর ও ভক্তবৎসল; যে রূপেই হউক, ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, ভক্তকে তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। ভক্তি পূর্ব্বক যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। যিনি, পুত্রভাবে দশরথ ও কৌশল্যার, মৈত্রভাবে গুহকের এবং বৈরি-ভাবে রাবণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি, বসু-দেবদৈবকীর বাসনা পূর্ণ করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ভগবান গোলোকপতি, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে এক এক সময়ে পৃথিবীতে যে অবতীর্ণ হয়েন, তাহাই লীলা শব্দে উক্ত হইয়াছে। দ্বাপর যুগে, অবতীর্ণ হইয়া যে সকল ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, ভাগবতে তাহারই কোন কোন অংশ বিস্তার রূপে লিখিত

হইয়াছে। তৎসমুদায় ক্রমান্বয়ে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শুক্লপক্ষের শশীকলা যেমন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দৈবকীও তদ্রূপ পূর্ণগর্ব্ভা হইলেন। উপযুক্ত সময়ে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে সত্যনিষ্ঠ মহাজ্ঞানী বসুদেব, প্রিয়পত্নীর কাতরতা অবলোকন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক মনে২ কহিতে লাগিলেন। কি পরিতাপ! দুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্য-কর্ত্তব্য কিছুই করিলাম না, কেবল চিরকাল দুঃখভোগের নিমিত্তই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, এ যন্ত্রণা ত সহ্য হয় না, পাপাত্মা কংস উভয়কে একবস্ত্র পরিধান করাইয়া, এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করিতেছে; পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সাধ্যও নাই। লজ্জা যাঁহার ভূষণ, শীলতা যাঁহার স্বাভাবিক গুণ, সেই দৈবকী সন্তান প্রসবের নিমিত্ত কি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। হায় কি পরিতাপ! আমার হৃদয় যদি পাষাণ নির্ম্মিত হইত, তবে এ দুঃখে শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বিধাতঃ! এ দুর্ভাগ্যের দুঃখের কি অবসান হইবে না। এ পাপভারবিশিষ্ট অকর্ম্মণ্য জীবনে আর প্রয়োজন নাই। হে বিপদ ভঞ্জন! আমাদিগকে এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা কর। তুমি, দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এ দীনহীনকে রক্ষা কর। বসুদেব,

এবম্প্রকারে বিলাপ ও ঈশ্বরের নিকট আত্মদুঃখ বর্ণন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদের পদ-বদ্ধ-শৃঙ্খল আপনা হইতেই শিথিল হইয়া আসিল। বসুদেব, তাহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করিয়া জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, দৈবকীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, দিক্ সকল সুপ্রসন্ন, গগণমণ্ডল পরিষ্কৃত, বসুন্ধরা মঙ্গলপ্রদা, নদী সকল উচ্ছলিতা, সরোবর জলজদলে সুশোভিতা হইল এবং গন্ধবহ সুগন্ধ বহন করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল। তাপসদিগের হোমাগ্নি শান্তভাবাপন্ন এবং সাধুদিগের অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। স্বর্গে কিন্নর, অপ্সরগণ, নৃত্য গীত এবং দেবগণ, প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শুভ ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী তিথি ও রোহিণীনক্ষত্রে ভগবান গোলোকনাথ ভূমিষ্ঠ হইলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বালকের সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণ দর্শনে বসুদেব বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বোধে নানা প্রকার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন ——

হে দেব! হে পুরুষোত্তম! তুমি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ও আনন্দস্বরূপ। এই জগত ত্রিগুণে সৃষ্টি করিয়া রক্ষা করিতেছ এবং অন্তরাত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে বিরাজ

করিতেছ। তোমাতে সকলই লিপ্ত, কিন্তু তুমি কিছুতেই লিপ্ত নহ। তুমি করুণাময়, তোমার মহিমার সীমা নাই। হে অন্তর্যামিন্! তুমি আমাদের মনোগত ভাবাদি সমুদয় বিশেষ করিয়া জানিতেছ। দয়াময়! প্রসন্ন হইয়া আমাদের দুঃখসন্তাপ দূর কর। বসুদেব, বিনীতভাবে এই প্রকারে ঈশ্বরাবতার শিশুকে স্তুতি করিলেন। অনন্তর, ভগবান গোলোকপতি তাঁহার স্তব শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বসুদেব! আর খেদ করিও না। পূর্ব্ব জন্মে তুমি প্রজাপতি ছিলে, দৈবকী প্রশ্নী নামে তোমার পত্নী ছিলেন। তোমরা উভয়ে ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্রিয়সংযম ও শীত বাতাদি সহ্য করিয়া দ্বাদশ বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া আমাকে আরাধনা করিয়াছিলে, আমি সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, এইরূপ শরীর ধারণ পূর্ব্বক অধিষ্ঠান হইলাম। তোমরা অনপত্য, মায়া মোহ বশতঃ অপবর্গ প্রার্থনা না করিয়া যাদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিলে, আমি তোমাদিগের পুত্র হইয়া প্রশ্নী-গর্ভ নাম ধারণ করিলাম। পুনরায় তোমরা অদীতি ও কশ্যপ নামে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিলে, আমি অদীতি-গর্ভে উপেন্দ্র নামধারী হইলাম। খর্ব্বাকার দেখিয়া লোকে আমাকে বামনদেব বলিয়া ডাকিত। সম্প্রতি দৈবকী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণার্থে

বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিলাম। এখন তোমরা আমাকে পুত্র রূপে স্নেহ, কিম্বা ব্রহ্মরূপেই ভজনা কর, অন্তে অবশ্যই আমাকে লাভ করিতে পারিবে। আশু যদি কংসভয়ে ভীত হইয়া আমার রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হও, তবে অচিরাৎ আমাকে গোকুলে রক্ষা করিয়া আমার পরিবর্ত্তে নন্দপত্নী গর্ব্ভসম্ভূতা মহামায়া জগন্ময়ীকে আনয়ন কর, অবশ্যই কংসভয় দূর হইবে! ভগবান, এই রূপে বসুদেবকে উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় মায়ায় সামান্য শিশুর আকার ধারণ করিলেন। বসুদেব, আদ্যোপান্ত সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া একেবারে মোহমায়ায় অভীভূত হইলেন এবং কিরূপে শিশুকে গোকুলে রক্ষা করিবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ঈশ্বরের মায়ায় গৃহের দ্বার সকল উদ্ঘাটিত ও প্রহরিগণ ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইল। তখন বসুদেব, নবপ্রসূত শিশুরূপী গোলোকনাথকে বক্ষঃস্থলে আবৃত করিয়া গৃহের বাহির হইলেন।

নিবিড়ান্ধকারময়ী রজনী, গগণমণ্ডলে মেঘের গর্জ্জনে পৃথিবী কম্পিতা হইতেছে, প্রচণ্ডবেগে বায়ু প্রবাহিত ও তৎসঙ্গে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষিত হইতেছে। দশ দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, মধ্যে২ বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছে।

বসুদেব, একাকী ঘরের বাহির হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,এই দুর্গম নিশীথ সময়ে লোকে ঘরের বাহির হইতে শঙ্কিত হয়, আমি কি প্রকারে নির্বিঘ্নে শিশুকে লইয়া গোকুলে গমন করিব। যে বর্ষণবাত, বলিষ্ঠ বীরপুরুষের পক্ষে অসহনীয়, কোমলাঙ্গ সদ্যোজাত শিশু তাহা কি প্রকারে সহ্য করিয়া জীবিত থাকিবে? যদি দুর্দ্দান্ত কংস কোন প্রকারে সন্ধান পায় তাহা হইলে ইহার জীবন রক্ষা দুরূহ হইবে। আমিও স্বচক্ষে পুত্রের জীবন নাশ নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিব। বসুদেব, এই প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে পরিশেষে সাহসে নির্ভর করিয়া বিদ্যুতালোকসহায়ে পথ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গোকুলাভিমুখে গমন করিতে এবং কংসচর আসিতেছে কি না গ্রীবা ফিরাইয়া বারম্বার অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি, দুর্গম পথভ্রমণে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও কোন রূপে শিশুকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তড়িতালোকে শিশুর বদন নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বর্ষণবারি হইতে ভগবানের অঙ্গ রক্ষার নিমিত্ত অনন্তদেব সহস্রফণা বিস্তার করিয়া বসুদেবের মস্তকোপরি ছত্ররূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর বসুদেব, যমুনাতীরে উত্তীর্ণ হইয়া বেগবতী স্রোতস্বতী

কি প্রকারে অতিক্রম করিবেন, ইহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে যোগমায়া পথপ্রদর্শনার্থে তাঁহার অগ্রে ২ গমন করিতে লাগিলেন। তিনি, সেই পথ লক্ষ্য করিয়া যমুনার অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্বরায় নন্দালয়ে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, নন্দাদি গোপ এবং যশোদাদি গোপিনীগণ নিদ্রায় অভীভূত। কেবল কন্যারূপিণী যোগমায়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। বসুদেব, স্বীয় শিশুকে যশোদার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া যোগমায়াকে বক্ষেঃ ধারণ করতঃ ত্বরিতপদে তৎক্ষণাৎ মথুরা প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহের দ্বার সকল পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইল। যোগমায়া, কংসের অবগতির নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে প্রহরিগণ চমকিত ও জাগরিত হইয়া ত্বরায় কংস-সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক দেবকীর পুত্রপ্রসব-সংবাদ প্রদান করিল।

কংস, দেবকীর পুত্রপ্রসব-সংবাদ শ্রবণ করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুতপদে কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার ভীষণমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবকী অতিশয় ভীতা হইলেন এবং বিনয় নম্রবচনে কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনি আমার পাবকতুল্য ষষ্ঠপুত্র বিনাশ করিয়াছেন। এই কন্যা আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছে যে অকারণে ইহাকেও বধ করিতে উদ্যত

হইয়াছেন? আপনার চরণে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, এই শিশু সন্তানটী আমাকে ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করুন। ইহাকে লালন পালন করিয়া পুত্রশোক সমুদয় সম্বরণ করি। দুরাত্মা কংস, তাঁহার বিলাপ ও কাতরোক্তিতে কর্ণপাতও করিল না। দৈবকীর ক্রোড় হইতে বল-পূর্ব্বক কন্যাটী উন্মোচন করিয়া যেমন শিলোপরি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, মহামায়া অমনি তাঁহার হস্ত হইতে গগণমার্গে গমন করিলেন। কংস, অনিমিষ নয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তখন যোগ-মায়া, কংসকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রে নরাধম পাপাত্মন্! তোকে যে বধ করিবে সে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

কংস, ভগবতীর এই রূপ মর্ম্মভেদী-বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত ও বিষণ্ন হইলেন। কিয়ৎকালান্তে কারাগারে প্রবেশ পুরঃসর রোদনস্বরে বিনীতবচনে কহিতে লাগিলেন, ভগ্নি! আমি জানিতাম, মনুষ্যেরাই মিথ্যা কহিয়া থাকে; দেবতারা মিথ্যা জানে না। এই দৃঢ় প্রত্যয়ে দৈববাণীতে বিশ্বাস করিয়া, তোমা-দিগকে এক শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া অতিশয় নিষ্ঠুরের কার্য্য করিয়াছি। এখন জানিলাম, দেবতারা পর-শ্রীকাতর, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক। আমি, তোমাদিগকে মিনতি করিতেছি; প্রসন্ন হইয়া আমার সমস্ত অপরাধ